নতুন মহলের বেগম

নিগূঢ়ানন্দ

প রি বে শ ক
চক্রবর্ত্তী এণ্ড্ কোং
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিকা
রীতা চক্রবর্ত্তী
বেহালা,
কলিকাতা-৩৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রক
বাবুলাল প্রামাণিক
সোমা প্রকাশ
২ এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য চারি টাকা মাত্র

নতুন মহলের বেগম

Natun Mahaler Begum

a novel based on hfstorical episode

by

NIGURANANDA

ভূমিকা ঃ

আমরা যাকে বৈজু বেগম বলেছি ইতিহাসে তিনি বৈজু সাহিবা নামে পরিচিতা। তাঁকে কেন্দ্র করে পতনোন্মখ মোগল সাম্রাজ্যের কাহিনী হোল এ উপন্যাস। ইতিহাসের গতিকে ব্যাহত করা হয়নি কোথাও। মুহাম্মদ শাহ থেকে আরম্ভ করে নাদির শাহ অবধি সবই ঐতিহাসিক নাম ও ঘটনা। ঘটনাকে সংঘাত পূর্ণ করবার জন্যে শুধু কথাগুলোতেই কল্পনা যুক্ত হয়েছে।

—লেখক।

লেখকের অন্যান্য বই

●

॥ সরস্বতী বাঈ ॥ ॥ সবুজ মাঠের ইতিকথা ॥

॥ পঞ্চনদীর তীরে ॥
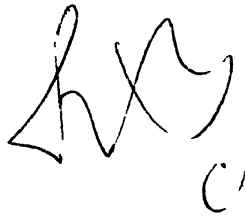
॥ বাহু বেগম ॥ ইরাণ কন্যা

ইত্যাদি

শ্রীপরেশ নাথ চক্রবর্ত্তী

বন্ধুবরেষু—

নতুন মহলের বেগম

এক

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে দিল্লীর পথে ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করে আসছিলেন একজন ইরাণী-সৈনিক, আমির খান। হঠাৎ রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রাসাদানুপম অট্টালিকা থেকে তাঁর কানে ভেসে আসল মোহিনী কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতধ্বনি। থামলেন ইরাণী যোদ্ধা। তাঁরই পরিচিত মহম্মদ ইসাক খানের আবাস এটা। উভয়েই তারা পারশ্য থেকে এসেছেন ভারতে তাদের ভাগ্য অন্বেষণের জন্য। কি একটু ভাবলেন আমির খান। তারপর অশ্ব থেকে নেমে পড়লেন। দেউড়ির গায়ে অশ্বের লাগাম বেঁধে দিয়ে ভিতরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যে খোজা দ্বাররক্ষক হিসাবে প্রহরারত ছিল, আমির খাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়াল সে। আমির খাঁ বহু পরিচিত এ আবাসিকদের কাছে।

একটু চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থাতেই যেন ছিলেন আমির খাঁ। প্রহরীকে যেন তিনি দেখেও দেখলেন না। ধীরে ধীরে আত্ম চিন্তামগ্ন গাম্ভীর্য্যে ফটক অতিক্রম করে গেলেন। দক্ষিণের যে প্রকোষ্ঠ থেকে নারীকণ্ঠে সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসছিল, সেইদিকে চললেন তিনি।

শুধু সঙ্গীত নয়, নৃত্যেরও আয়োজন ছিল; কারণ নিকটতর হতেই নূপুর ধ্বনি স্পষ্ট কানে বেজে উঠল। হ্যাঁ, নৃত্য এবং গীত উভয়েরই আয়োজন করেছে মহম্মদ ইসাক খান।

শব্দ স্পষ্টতর হল, আলো আরো উজ্জ্বলতর হল। আমির খাঁ একেবারে প্রমোদ কক্ষের অতি নিকটে এসে পড়লেন।

…উল্লেখযোগ্য অতিথি। দ্বাররক্ষক খোজা উচ্চনিনাদে তার আগমন ঘোষণা করল।

জীবনের তখন এক উন্মাদ স্পন্দন শুরু হয়েছে অভ্যন্তরে, অনেকেই শুনল না হয়তো। কিন্তু শুনল একজন, এই গৃহের মালিক,—মহম্মদ ইসাক খান। শিল্পের নিবিড় আশ্লেষে মগ্ন যখন সবাই, ইসাক নীরবে উঠে দাঁড়াল। এক পা এক পা করে প্রধান দ্বারে এসে দাঁড়াল সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলেন আমির খান। তাকে দেখতে পেল ইসাক। কেমন একটু গম্ভীর যেন আমির খান। নত হয়ে কুর্নিশ জানাল ইসাক,—জনাব, বান্দাকে তলব করলে এ কষ্ট ভোগ করতে হোত না।

একটু মৃদু হাসলেন আমির খান,—না কিছু নয়। এপথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, তা বেশতো সুন্দর ব্যবস্থা করেছ।

একটু যেন লজ্জিত হয়েই বিনত হোল ইসাক খান। তারপর সেই লজ্জানত ভঙ্গিটুকু কাটলে পর বলল,—কিসের জন্য তলব করেছেন। আবার একটু মৃদু হাসলেন আমির খান, কিছু নয়। বাদশার দরবার থেকে এইমাত্র ফিরছিলাম। তোমার আনন্দমুখরিত প্রাসাদের নূপুর-নিক্কন আর সুললিত নারীকণ্ঠ আমাকে আকর্ষণ করল। তাই মনে হোল যাই, ইসাকের সঙ্গে ভাগ করে নিই আজকের তার সান্ধ্য আসরটি।

—হুজুরের মেহেরবাণী। বান্দার দরিদ্র কুটির জনাবের জন্য অবারিত। প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে পথ দেখাল ইসাক খান।

ইসাকের পিঠে ডান হাতটা রেখে একটু আদর করবার ভঙ্গি করলেন আমির খান, তারপর সঙ্গীতের সুর ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন অন্দর মহলের দিকে।

বহু নৃত্যের আসরে যোগদান করেছেন আমির খান। বহু সঙ্গীত রসিকের সঙ্গেও কেটেছে তাঁর অনেকদিন। বাদশা মুহাম্মদ শা, সমগ্র

ভারত ঈশ্বর স্বয়ং তাকে মেহেরবাণী করেছেন বহু গুণীসমাবেশে। রূপ আর ঐশ্বর্য্য, শিল্প আর সঙ্গীত তাদের গভীর আকর্ষণী ক্ষমতা হারিয়েছে আমির খানের কাছে। এ শুধু তাঁর কাছে এখন আর অভ্যাসের আবেদন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন আমির খান। কিন্তু একি! এ কে! সাত সাগর সেঁচা এক মাণিক। ভ্রষ্টপথ বেহেস্তের হুরী। একে মহম্মদ ইসাক পেল কোথেকে?

কাজলের পার আঁকা প্রশস্ত দুটি চোখ। ভাদ্রের নদীর মত তা পরিপূর্ণ আর চঞ্চল। রাঙা শিমুল বনে বসন্তের হাওয়ার মতন জলন্ত যৌবন নিতান্ত অস্থির।

একদৃষ্টিতে তার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আমির খান।

ভ্রুভঙ্গি করে তার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করল বাঈজী।

কন্দর্প-কান্তি আমির খাঁ টললেন না সে দৃষ্টিতে—কিন্তু তিনি তাকিয়ে থাকলেন সেই অনুপম রূপের দিকে। পারশ্য-ওমরাহের মনে ধরেছে বুঝতে পারল ইসাক এতবড় একজন আমিরকে আনন্দ দান করা গৌরবের ক. . বৈকি। কি ভেবে যেন আসরের দিকে একটু এগিয়ে যাচ্ছিল সে। আমির খানের দৃষ্টি এবার তার উপর পড়ল। ইসারা করে বারণ করলেন তাকে। গভীর দুটো চোখ রেখে তিনি ইসাক খানের দিকে তাকালেন,—এ কে?—

—উধম বাঈ।

—উধম বাঈ!—এর নামতো শুনিনি আগে।

—দিল্লীতে নতুন এসেছে জনাব। তবে নৃত্য-পটিয়সী। সঙ্গীতেও

—তা বটে। অতুলনীয়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নৃত্যে না হোক, রূপে তার সমকক্ষ সমগ্র ভারতে কেউ নেই এ বিষয়ে

নিঃসন্দেহ আমির খান। মধুকরের মতন রূপের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে আমির খান শাহান শা মুহাম্মদ শার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে রমণী খোঁজ করে বেড়ান। অনেক সহস্র রূপসী তিনি সংগ্রহ করেছেন বাদশার জন্য,—কিন্তু এমনটি আজ পর্য্যন্ত নজরে পড়েনি তার কোথাও।

ইসাক খান একটু কাছে সরে এসে বলল,—মনে লেগেছে জনাব?

এবার একটু রহস্য করলেন আমির খান ও, এ যে বিদ্যুৎ। চোখে না লেগে আর উপায় কি? এ যে অন্ধও বুঝতে পারবে। কিন্তু কোথায় পেলে একে?

—গুলবার্গের মেলায় একে প্রথম দেখি জনাব। সেইদিনই আমার চোখে পড়ে।

—তোমার নজরের তারিফ না করে পারছিনা—ইসাক। কিন্তু এ মুক্তো বিপথে ছড়িয়ে লাভ কি?—

—জনাবের যদি প্রয়োজন হয়—তবে···

আমির খান শেষটুকু শুনবার অবসর পেলেন না। আবার ফিরে তাকালেন উধম বাঈয়ের দিকে। উধম বাঈয়ের সুর রেশ ধরে পরিণতির পথে এগিয়ে আসছে—যেমন করে চঞ্চল নদী সমুদ্রের মুখে এসে পড়ে। নৃত্য এবার শান্ত হবে তার, দস্যু হাওয়া আন্দোলিত ফুলের বৃন্ত থেকে যেন সরে যাচ্ছে। আবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন আমির খান। শেষ নিক্কণ প্রকোষ্ঠ ব্যাপ্ত করে দিয়ে নৃত্য থামল; সঙ্গীতের অবশিষ্ট হাওয়ায় কাঁপতে লাগল।

এবার বাঈজীও তাকাল আমির খানের দিকে। তার ভঙ্গিতে ও দৃষ্টিতে প্রত্যাশা; বাঈজীর প্রত্যাশিত পুরস্কার। হাসলেন একটু আমির খাঁ তারপর এগিয়ে গেলেন তিনি উধম বাঈয়ের দিকে। বহুমূল্যবান মুক্তোর মালা তাঁর গলায়। খুলে তিনি দিলেন উধম বাঈয়ের হাতে। কুর্নিস জানিয়ে নত হয়ে গ্রহণ করল উধম বাঈ। অতটা ভাবতে

পারে নি ইসাক খান। বলল, ওযে বহু মূল্যবান জিনিষ জনাব।

—আরো মূল্যবান জিনিষকেই ত দান করলাম ইসাক, বললেন আমির খান। উধম বাঈও তাকিয়েছিল সে মূল্যবান মুক্তাখণ্ডগুলির দিকে। রূপের এই অগ্নিশিখা, অত্যন্ত চঞ্চল যৌবনের সেই মেয়েটিও কেমন আশ্চর্য্য হয়েছিল। এতটা যেন সে ভাবতে পারেনি। তার দৃষ্টিও একটু নম্র হয়ে এল; একবার মুক্তাখণ্ড আর একবার আমির খানের দিকে তাকাতে লাগল সে।

—কি সুন্দরী মনের মত হোল না?

—মনের উপযুক্ত হোল কিনা তাই ভাবছি জনাব।

—মনের চেয়েও মুক্তোর জন্য যা প্রয়োজন, তা হোল রূপ। রূপের তোমার অভাব নেই বাঈজী।

মদির একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার দিকে তাকাল উধম বাঈ।

বাঈজীর সঙ্গে ব্যবহার আমির খান জানেন। তেমনি ভাবে তিনি বাঈজীর দিকে প্রতি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। একটুক্ষণ, তারপরেই যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। এতক্ষণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল সভাকক্ষ। এবার আমির খান ফিরতেই উল্লাস আনন্দ চীৎকারে ফেটে পড়ল। রূপসীর উপযুক্ত পুরস্কার দিতে ব্যস্ত সমস্ত মোগল আমিরেরা।

ইসাক খান আসছিল আমির খানের সঙ্গে। দ্বারের কাছে এসে তার দিকে ফিরে তাকালেন আমির। ইসাক, এ মেয়েটি কোথায় থাকে বলতে পার?

—গুলবার্গে জনাব?

—কাল একবার দেখা পেতে পারি ওর?

কি একটু ভাবল ইসাক। আমির খান মধ্য বয়সে এসে প্রেমে পড়লেন নাকি?—কিন্তু আমির খানের মত ওমরাহদের সন্তুষ্ট করাও

সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমির খানের মাধ্যমেই একদিন তাদের উপর বাদশাহের সুদৃষ্টি পড়বে না কে জানে। নিতান্ত অনুগতভাবে বলল ইসাক খান. জনাবের যা মর্জ্জি। যখনই তলব করবেন তখনই বাঈজীকে আপনার হারেমে হাজির করব।

খুব বেশী কথা না বলে ছোট্ট করে শুধু বললেন আমির খান, কাল আমার সঙ্গে দেখা কর একবার।

অত্যন্ত বিনত হয়ে স্বীকার করল ইসাক। ফটকের বাইরে এসে আবারঅশ্বে চাপলেন আমির খান। তখন রাত্রির গভীরতা নেমেছে।—দিল্লীর পথকে উচ্চকিত করে ইরাকী অশ্ব ছুটে চলল আমির খানের আস্তানার দিকে।

———

দুই

দিল্লী নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে ইরাণীদের বাসস্থান। সেখানে আমির খানের প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য ইরাণী আস্তানা। আমিরকে কেন্দ্র করে মোগল দরবারে প্রতিষ্ঠার জন্য ষড়যন্ত্র চলে সেখানে দিবারাত্র। কিন্তু আজ সে প্রাসাদ নীরব। এই মাত্র বোধ হয় আলোচনা শেষ হয়ে গেছে ইরাণীদের মধ্যে। আমির খান বিষণ্ণ। মোগল দরবারে তুরাণীদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য স্থাপনের চতুর্থ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে আমির খানের। সম্রাট মুহাম্মদ শা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাধান্য থেকে এবার গিয়ে পড়েছেন এক চরিত্রহীনা পতিতার কবলে। কোকিজি তার নাম। কোকিজি তার রূপের জাল বিস্তার করেছে মুহাম্মদ শা'র উপর। ঔরংজীবের মৃত্যুর পরই মোগল সম্রাটদের মধ্যে চরিত্রের অভাব ঘটেছে। রাজ্য-শাসনের প্রধান নির্ভর হোল চরিত্র। মোগল সম্রাটেরা তাই হারিয়েছেন আজ। সুরা আর সুন্দরী না হলে রাজদরবারের প্রাধান্য বা আশ্রয়ের কোন প্রকার আশা নেই। বহু সুন্দরী পাঠিয়েছেন আমির খান মুহম্মদ শাহের হারেমে। কিন্তু তার মনোমত হয় নি কেউ। তা না হলে আমির খান কেন আজো বাইরে বাইরে ঘুরবেন। শেষ চেষ্টা করেছিলেন আমির খান গতরাত্রে তার খোজা নজাবৎ খাঁর মারফৎ। কিন্তু কোকিজি তাকে হারেমেই প্রবেশ করতে দেয়নি।

শক্তির উৎস নারী, একথাই আজ বার বার মনে পড়ছে আমির খানের। না হলে দুর্দ্ধর্ষ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে যারা সরাতে পেরেছেন, তারা একজন সামান্য রমণীর কূটনীতির কাছে বার বার পরাজয় স্বীকার করছেন। কোকিজি তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মুহাম্মদ শাহের দেহ ও মনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। কিন্তু আমির

খানও পারশ্যের অধিবাসী, পরাজয় স্বীকার করবেন না তিনি সামান্য একজন রমণীর কাছে।

আজ তিনি বিষণ্ণ। চিন্তাক্লিষ্ট। যেমন করেই হোক মুহাম্মদ শাহের দরবারে তাঁকে স্থান করে নিতেই হবে। তারই উপর ভারতবর্ষে ইরাণী-দের ভাগ্য নির্ভর করছে। কূটনীতির কাছে দুর্ভেদ্য কবচও অসহায়। অস্ত্র যেখানে ব্যর্থ হয়, কূটনীতি সেখানে লক্ষ্যভেদ করতে পারে।কোকিজির আচ্ছাদন থেকে অপসারিত করতেই হবে মুহাম্মদ শাহকে।

আজ তিনি ভাবছেন এবং ভাববেন।

আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন আমির খান।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। গাঢ় হয়ে জমে আসতে লাগল নীরবতা, হঠাৎ তা' আবার বাধাপ্রাপ্ত হোল কার পায়ের শব্দে।

আমির খান মাথা তুলে দেখলেন, তার ভৃত্য নসরৎ।

আমির খান মাথা তুলে তাকাতেই কুর্নিশ জানাল নসরৎ।

—মহম্মদ ইসাক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জনাব।

মহম্মদ ইসাক! একটু যেন চমকেই উঠলেন আমির খান। তিনি তো তারি কথা ভাবছিলেন এতক্ষণ। ইসাক ধূর্ত্ত, বাক্য রচনার সম্রাট। এবার তাকেই প্রয়োজন আমির খানের। একটু ব্যস্ত হয়েই যেন বললেন, যাও এক্ষুণি তাকে এখানে নিয়ে এস।

গভীর আগ্রহে যেন সময় গুণতে লাগলেন আমির খান। কয়েক মুহূর্ত্ত শুধু···নসরতের সঙ্গে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন মহম্মদ ইসাক।

—বন্দেগী জনাব।

—এস ইসাক, পাশে আসতে নির্দ্দেশ দিলেন তাকে আমির খান।

আমির খানের পাশে আসন গ্রহণ করল ইসাক। তারপর কুশল

বিনিময়ের লৌকিক দিকটা শেষ হ'লে, কথা পাড়ল, আমাকে তলব করেছিলেন কেন ?

—তোমার সঙ্গে আমার অনেক প্রয়োজন। শোন।

আগ্রহে তার দিকে তাকাল ইসাক খান। তার দু'চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসা।

—শোন, বলতে আরম্ভ করলেন আমিরখান,—মোগল দরবারে তুরাণী প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করলেও কোকিজি এখন মুহাম্মাদ শাহকে পরিচালনা করছে। কিন্তু এ অবস্থা অনেক দিন চলতে দেওয়া যাবে না। এই মুহূর্তে যদি কিছু না করা যায়, তবে ভারতবর্ষ থেকে ইরাণী সম্প্রদায়ের প্রভাব চিরতরে লুপ্ত হবে।

—'বলুন কি করতে হবে!' আগ্রহ ফুটে উঠল ইসাকের চোখে।

—সেইটেই প্রশ্ন। আমি বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। কাল আমার কন্যা খাদিজা খানাম মোগল হারেমে প্রবেশ করতে পারেনি।

—বটে! তবে কোকিজির খুব প্রতিপত্তি দেখছি।

—হ্যাঁ, কারণ তার রূপ আছে। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহকে এইভাবে হাতছাড়া হতে দেওয়া চলবে না!

—কিন্তু উপায় ?

—উপায় কোকিজিকে অপসারণ।

—বাদশার হারেমে প্রবেশ করে তা' সম্ভব কি ?

—তুমি বুদ্ধিমান। তোমাকে খুব বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না। উপায় আছে। উপায় বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয়। রূপ দিয়ে রূপ নাশ করতে হবে।

ঠিক কথাটার ইঙ্গিত না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমির খানের দিকে তাকাল ইসাক খান।

—হ্যাঁ রূপ দিয়েই রূপের প্রাধান্য দূর করতে হবে। অস্ত্রে যা হয়নি, অর্থে নয়, রূপ দিয়ে তাই করব। এবং তোমাকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে, আমির খান বললেন।

ইসাক এ বিষয়ে কি করতে পারে, ভেবে পেল না যেন। তেমনি করে তাকিয়ে রইল আমির খানের দিকে। আমির খান বলে চললেন ;

—হ্যাঁ, তুমিই সেই রূপের সন্ধান দিয়েছ আমায়। তাকে আমার চাই।

এইবার যেন ব্যাপ্যারটা বুঝতে পারল, ইসাক খান বলল,—আপনি উধম বাঈয়ের কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ, উধম বাঈকেই আমার প্রয়োজন।

—তারপর ?—প্রশ্ন করল ইসাক।

—তারপর,—মুহাম্মদ শাহের হারেমে পাঠাব তাকে।

—কিন্তু কোকিজি কি তাকে সম্রাটের নজরে আনতে দেবে কখনো ?

—নজরানা দিলেই দেবেন বললেন, আমির খান।

যা পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয় নারীর দ্বারা তাই সম্ভব। আমার কন্যা খাদিজা খানাম নিতান্ত কুরূপা নয়। তার রূপের খ্যাতি কিছুটা সম্রাটের কানে গিয়েছে। তাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ সম্রাট সহজে হারাবেন না। আমি সেই সুযোগই নেব।

আবার যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল ইসাকের। প্রশ্নভরা চোখ মেলে আমিরের দিকে তাকাল সে।

—হ্যাঁ, শোন, উধম বাঈকে কোকিজি নিশ্চয়ই হারেমে প্রবেশ করতে দেবে না। কিন্তু আমার কন্যার বাঁদী হিসেবে যদি বেগম মহলে প্রবেশ করে, তবে তার আর আপত্তি করবার সুযোগ থাকবে না।

মুহাম্মদ শার চোখের সামনে একবার উধম বাঈকে উপস্থিত করতে পারলেই—ব্যস্।

আমির খানকে ইসাক বেশ ভালই চেনে। আমির খান ছলে হোক, বলে হোক, মোগল দরবারে তাঁর স্থান করে নেবেনই এটা সত্য কথা। তার জন্য তিনি যে কোন রকম পন্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাকে সাহায্য করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে অসম্ভব নেই। সুতরাং সে আমিরকে সাহায্য করবে বলেই ঠিক করল। বলল, উধম বাঈকে কি তাহলে জনাবের কাছে হাজির করব।

—না, চল আমিই তার কাছে যাব, বললেন আমির খান।

—জনাব নিজে?

—হ্যাঁ, কারণ উধমকে হারেমে দেবার আগে, মনের মতনটি করে গড়ে নেবার প্রয়োজন আছে।

ইসাক সব বুঝল। আমির খান উধমকে জয় করে নিতে চান প্রথম। তারপর উধমের মধ্য দিয়ে সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন তিনি।

—বেশ চলুন, বলল ইসাক খান।

উঠে দাঁড়ালেন আমির খান ও ইসাক খান।

নসরৎকে আগেই বলে রাখা হয়েছিল। অশ্ব প্রস্তুত করে রেখেছিল ও। আমির খাঁ ফটকে আসতেই দেখলেন, নসরৎ প্রস্তুত। মহম্মদ ইসাক, নসরৎ আর আমির খান চললেন, গুলবার্গে উধম বাঈয়ের কাছে। কেবল ম্লান অন্ধকার ফুটে উঠছে। ওরা তিনজন চলতে লাগলেন।

তখন আপন মনে নিবিড়ভাবে রূপ চর্চ্চা করছিল উধম বাঈ। দর্পণে বার বার করে পরীক্ষা করে নিচ্ছিল রূপবিন্যাস। অনেক আমির ওমরাহ এখন আসতে আরম্ভ করেছে তার কাছে। তামাম

হিন্দুস্থানে এই দিল্লীতেই তার রূপের পশার জমেছে ভাল। এখানে রূপসীর একটুখানি কটাক্ষপাতের জন্য লক্ষ লক্ষ তঙ্কা ব্যয় করতে পারেন আমিরেরা। এখানে রূপপিপাসী ওম্‌রাহ আছে প্রচুর, সুতরাং রূপ-বিন্যাস তার প্রয়োজন। গুন্ গুন্ করে আপন মনেই কিসের একটা সুর তুলেছিল উধম বাঈ। হঠাৎ পরিচারিকা এসে নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত-ভাবে যেন দাঁড়াল।

—কিরে, কি হোল? দর্পণে ওর প্রতিচ্ছবিটুকু রেখেই বলল উধম-বাঈ।

—মহম্মদ ইসাক খান, আর ওমরাহ আমির খান এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে?

—তাতে এত ব্যস্ত-সমস্ত হবার কি প্রয়োজন?

কি বলে উধম বাঈ! এতবড় দুজন ওম্‌রাহ এসেছেন ব্যস্ত হবে না পরিচারিকা! নর্ত্তকীর জীবনে এ কম সৌভাগ্যের! একটু যেন আশ্চর্য্য হয়েই সে তাকিয়ে রইল উধম বাঈয়ের চর্চ্চারত রূপবিন্যাসের দিকে।

তার মনোভাব কিছুটা বুঝল বুঝি উধম বাঈ। বলল, কিরে অবাক্ হচ্ছিস। অবাক্ হবার কিছুই নেই। দিল্লীতে যখন এসেছি, ওম্‌রাহ তো দূরের কথা স্বয়ং সম্রাটকেও আসতে হবে দেখিস্।

সম্রাটের কথা চিন্তা করতে পারে না পরিচারিকা। ওম্‌রাহই তার কাছে স্বপ্ন। এখন এদের অভ্যর্থনার কি ব্যবস্থা হবে এই নিয়ে তার চিন্তা। একটু হাসল আর চোখে কটাক্ষ করল উধম বাঈ, যা ওদের এখানে নিয়ে আয়।

নত হয়ে অভিবাদন করে চলে গেল পরিচারিকা। উধম বাঈ আবার রূপচর্চ্চায় মন দিল। গভীরভাবে দেখল তার সমস্ত অবয়ব, উন্নত পয়োধর, সমস্ত দেহের বাঁধন। কি আছে তার দেহে? আছে ভ্রমরের
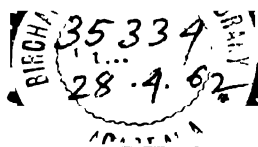
কাছে মধু আর পতঙ্গের কাছে অগ্নি। না সে পুষ্পের আচ্ছাদনে অগ্নি। ভ্রমর, পতঙ্গ, উভয়কেই পুড়িয়ে মারবে। আর একটু দীর্ঘ করে কাজল টানল সে, বেণীটাকে আর একটু অলস করে দিল। হ্যাঁ, এই বেণী তীব্র চাবুকের কাজ করবে। যা কাটবে অথচ জানতে দেবে না। আবার একটু ভাবল, আবার একটু নিজেকে দেখল। না এবার শুধু নিজেকে নয়, আরো তিন জনের ছায়া পড়ল দর্পণে—আমির খান, ইসাক খান আর পরিচারিকার। উঠে ফিরে দাঁড়াল উধম, আর নর্ত্তকী সুলভ অভ্যর্থনা জানাল,—আসুন জনাব।

একটু হাসলেন আমির খান, আর ইসাক খানও। পর্দার ওপাশে চলে গেল পরিচারিকা—

পাশের পালঙ্কে উপবেশন করলেন আমির খান ও ইসাক।

এবার উধম আমিরের বুদ্ধি ও তেজোদৃপ্ত দেহের দিকে তাকাল। তার সমস্ত প্রকাশের মধ্যে একটা সম্ভাবনা রয়েছে। কথা বললেন আমির খান।

—চিনতে পারছ উধম বাঈ ?

—বাইরে আপনাকে চিনতে না পারলেও, ভেতরের আপনাকে চিনতে পেরেছি জনাব। আপনি 'রূপ-সন্ধানী,' বলল উধম বাঈ।

সমস্ত চোখে মুখে এক চতুর অভিব্যক্তি টেনে আমির খাঁ যেন অনুমোদন করলেন সে কথা।

এবার পরিচয় করিয়ে দিল ইসাক,—সুন্দরী ইনি হচ্ছেন আমির খান। দিল্লীতে প্রধান ইরাণী ওম্‌রাহ।

—বন্দেগী জনাব, আবার তাকে অভিবাদন করল উধম বাঈ।

আমির খান বললেন, কাল ইসাকের ওখানে যথেষ্ট উপভোগ করেছি তোমার নৃত্য।

—পুরস্কারেই তার পরিচয় পেয়েছি, বলল উধম বাঈ।

আমির মোগল ওম্‌রাহ্‌দের মধ্যে চতুরতম লোক। তীক্ষ্ণ মেলে তিনি দেখতে লাগলেন উধমকে।

বহু মানুষের হৃদয় রাজ্যের উপর দিয়ে রথ চালিয়ে এসেছে উধম বাঈ। লক্ষ্য করল সেও আমিরকে।

—কি দেখছেন, খোদাবন?

—দেখছি, এক অঙ্গে এতরূপ কি করে সম্ভব?

—শুধু রূপটাই চোখে পড়ল জনাব, রূপের অন্তরালে যে আরো একটা জিনিষ রয়ে গেছে।

—সে যে গভীর সাগরের মুক্তো। অভিজ্ঞ ডুবুরি না হলে তাকে সকলে কি চিনতে পারে?

একটা চপল ভ্রূ ভঙ্গি করে উধম বাঈ বলল,—হুজুরের অভিজ্ঞতা তো শুনেছি অনেক।

—সবই কৃত্রিম সুন্দরী! আমি শুধু সমুদ্রের পারে ঝিনুকের খোল কুড়িয়েছি। মুক্তোর সন্ধান কোনদিনই পাইনি।

আবার একটু তাকালেন আমির খান—তাঁর কথার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখবার জন্য। উধম বাঈও একদৃষ্টিতে তাঁকেই দেখছিল। দীর্ঘ দিন ঠিক এমন লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। বয়স মধ্য—দেহের বাঁধন শক্ত, মনের বাঁধনও পুরুষোচিত। নত হতে শেখেনি কোনদিন আমির খাঁ, বুঝল উধম বাঈ।

একটু একটু যেন হাসছিলেন আমির খাঁ, বললেন,—এবার কিন্তু শুধু রূপ নয়, রূপান্তরেও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

—সে কি জনাব, এই মধ্য বয়সে আবার চিত্ত বিকলন কেন?

—বয়সের আদি, মধ্য, অন্ত নেই। বিশেষ করে রূপ যদি তাকে

তিন

উধমের অন্তরকে আলোড়িত করে গেছেন আমির খান। প্রেমে নয়, রূপে নয়, ভবিষ্যতের এক বিরাট সম্ভাবনায়। আমির খাঁন সামান্য হয়ে থাকবার নয় একথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে উধম বাঈ। পারশ্য থেকে ভারতবর্ষে যে ভাগ্য অন্বেষণ করতে এসেছে সে, সে তা পাবে। উধম বাঈও ভাগ্যান্বেষিণী। দুয়েরই জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। দুই ভাগ্যকে এক পথে মিলিয়ে দিয়ে চলতে পারলে গতিবেগ তার বাড়বে সন্দেহ নেই। আকুল হয়ে তাই অপেক্ষা করছে উধম বাঈ আমির খানের আগমনের। কিন্তু সে দিনের পর একপক্ষ কাল অতিবাহিত হয়ে গেল তবুও এলেন না আমির খান। তা হলে কি রূপের মোহ তাঁর কেটে গেছে? না—রূপের মোহ কাটার কোন প্রশ্নই আসে না। যদি দীর্ঘ দিন বহু পুরুষের সান্নিধ্যে এসে পুরুষ চিনে থাকে উধম, তবে একথা ঠিক যে আমির খাঁ রূপের প্রলোভনে দুর্ব্বল হবার লোক নন। ভালবাসাতেও টলবার পাত্র নন তিনি। তাঁর স্থির লক্ষ্য শুধু ভবিষ্যৎ। এসেছিলেন নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু কি সে প্রয়োজন এবং তা উধমকে বাদ দিয়েই সম্ভব হোল কিনা তাই জানবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে উধম বাঈ। তাই আর অপেক্ষা না করে পক্ষ কাল পরে সে নিজেই নত হয়েছে আমির খানের কাছে। তার পরিচারিকাকে সে পাঠিয়েছে আমির খানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে।

আমির খান কি প্রত্যাখ্যান করবেন তার নিমন্ত্রণ? যদি করেন! আবার যদি গ্রহণ করেন আমন্ত্রণ, তবে?—

সূর্য্য ডুবে গেছে কিছুকাল। দাসী প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আজ বড় দুর্দ্দান্ত হাওয়া দক্ষিণ দিক থেকে। ঐ প্রদীপগুলির মতই আশার এক দুর্দ্দান্ত শিখা বিকম্পিত হচ্ছে উধমের মনের মধ্যে। ভয়ানক যন্ত্রণা এই মুহূর্ত্তে তার।

আবছা অন্ধকারে দূরে কিছু দেখা যায় না। তবু নিকট সম্মুখে যতটুকু দেখা যায়, সেই দিকে তাকিয়ে থাকল উধম বাঈ।

নিতান্ত প্রত্যাশায় হৃদয়ের স্পন্দনকেই এক এক বার অশ্ব-খুরের ধ্বনির মতন মনে হচ্ছে তার। আবার ভুল বুঝতে পেরে গভীর-ভাবে হতাশ হচ্ছে। অবশেষে অনেক দূরে অন্ধকার রাজপথের একটি বিশেষ স্থানেই যেন গাঢ়তর হোল বলে মনে হোল উধমের। হ্যাঁ ঠিকই, অন্ধকার গাঢ়ই হয়েছে। তবে সে অন্ধকার স্থির নয়, চঞ্চল। কেউ আসছে নিশ্চয়ই, কেউ আসছে তার গৃহের দিকে। আকাঙ্ক্ষায় নিতান্ত উদ্বেল হয়ে উঠল বাঈজী। হ্যাঁ আসছে, তিনজন অশ্বারোহী। তা হলে আমির খান নিশ্চয়ই এদের মধ্যে একজন। ওরা একেবারে নিতান্ত নিকটে এসে পড়ল। কিন্তু কৈ থামলনা তো। ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেল তিনজন সৈনিক। কেমন যেন হতাশায় মনটা ভেঙ্গে গেল উধম বাঈয়ের। এই দীর্ঘ জীবনে এই বুঝি তার প্রথম ব্যর্থতা, আর এই বুঝি তার প্রথম আকাঙ্ক্ষা। কোন মানুষের জন্য জীবনে—স্বার্থের জন্যও উধম বাঈ এমন করে ক্ষোভ করেনি আর কোনদিন। কি একটা বিরাট ক্ষোভে তার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। যে পরিচারিকাকে পাঠান হোল, সেও ফিরে আসেনি এখনো। কি হোল কে জানে।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত যেন আশা ত্যাগ করল উধম। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। আবার তার মনে উৎসাহ ফিরে এল।

আমির খান আসবেনই। উধম বাঈকে একবার দেখে জীবনে তৃপ্তি আসেনি কারো। কিন্তু আবার মনটা ভারী হয়ে আসে। আমির খাঁ রূপের মোহে পড়বেন এরকম বোধ হয়না। কিন্তু রূপের প্রতি না থাক অন্য উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে ইরাণী আমিরের; না হয়তো উধম বাঈয়ের দরিদ্র কুটীরে একশত সোনার আসরফি দিয়ে তিনি আসতেন না কখনো।

সন্ধ্যার হাওয়াটা বাড়ছিল তখন। আকাশের কৃষ্ণ মেঘগুলি আর আপন ভার সামলাতে পারলনা যেন। ধীরে ধীরে গলে পড়তে লাগল তারা। আর বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অভ্যন্তরে চলে এল সে। কিন্তু তার মন পড়ে রইল বাইরে রাজপথের দিকে। প্রদীপের কম্পমান শিখার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। ভাবতে লাগল নিজের কথাই। আর এক দিন অমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয়নি আমির খানের প্রস্তাব। কিন্তু প্রত্যাখ্যান যে আকাঙ্ক্ষাক প্রবলতর করে এটাইতো জানত উধমবাঈ। কিন্তু আমির খানের ক্ষেত্রে সে নীতি প্রযোজ্য হবে না এটা কে জানতো।

উধমের মনের মধ্যে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক বিরাট যন্ত্রনা। আমির খান তাকে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। অবদমিত আকাঙ্খা যেন তাকে পুড়িয়ে মারতে লাগল। যেমন করে হোক আমির খানকে তার চাই।

প্রয়োজন হয় নিজে যাবে উধম আমির খানের প্রাসাদে।

চিন্তার মধ্যে বিরাট এক ক্লান্তি আছে। উধমেরও কেমন বিব্রত আর অসহায় বোধ হতে 'লাগল। নিজেরই দুটো কোমল বাহুর উপর তাই মাথার ভারটা রাখবার চেষ্টা করল উধম। কেবল

ক্লান্তি ভারে দেহটা এলিয়ে দিতে যাচ্ছে হঠাৎ কিসের শব্দ পেয়ে মাথা তুলে তাকাল সে। দেখল পরিচারিকা ফিরে এসেছে। একটু ব্যস্ত হয়েই যেন জিজ্ঞাসা করল উধম, কিরে ?

—আমির খান আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আমির খাঁ বলে কি ! যার জন্য এত অপেক্ষা সেই এসেছে ? একটু যেন বেগেই উঠে পড়ল উধম, কৈ চল।

নিজেই উধম আমির খাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল দোরের দিকে। অশ্ব থেকে নেমে এই মাত্র দাঁড়িয়েছিলেন আমির খাঁ। উধম বলল, এই যে জনাব, অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে।

রহস্য করলেন একটু আমির খান, কিন্তু বিবি, ক্লান্তি অপনোদনের জিনিষও যে তোমার কাছে রয়েছে। তোমার রূপের মদিরা পেলে মৃতের মধ্যেও জীবনের সঞ্চার হবে।

—তাই বুঝি দীর্ঘদিন আর এপথ মাড়ান নি, বলল উধম।

—এদ্দিন শুধু স্বপ্নের রেশ টেনেই এসেছিলাম উধমবাঈ।

—স্বপ্নের রসদ এবার ফুরিয়ে এসেছে বুঝি ?

—মনে হয়। তাই আবার ভরিয়ে নিতে এলাম।

—তবু যদি আপন গরজে হোত, একটু কটাক্ষ করে বলল উধম।

হাসলেন একটু আমির খান, হ্যাঁ একটু বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম

বাধা দিল উধম বাঈ।”—ভেতরে চলুন। অনেকক্ষণ বেয়াদপি করে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

আমির খানের হাত ধরে একটা নৃত্যের ভঙ্গিতে তাকে আকর্ষণ করল উধম। মৃদু হেসে তাঁর আয়ত দুটি চোখ রাখলেন আমির খাঁ উধমের যৌবন-ভরা দেহটার উপর।

ভেতরে এসে বসলেন আমির খান।

উধম বলল, এইবার বলুন জনাব, কি বলছিলেন তখন।

আমির খাঁ বলতে লাগলেন,—তোমাকে একমুহূর্ত্ত আমি ভুলিনি সুন্দরী। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিনই মনের মধ্যে তোমার চিত্রপট এঁকে নিয়েছি আমি। কিন্তু তোমার করুণাও যে আমার উপর কৃপণ হয়নি জেনে বড় আনন্দ হল আজ।

উত্তর দিল উধম, খোদাবন, বহু রূপসীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন একথা জানি। কথা বলবার কৌশলও বেশ রপ্ত আছে। স্তুতি থাক। এবার বলুন—এবার বলুন হঠাৎ এতটা বিরূপ হলেন কেন আমার প্রতি। মুক্তোর মালার আকর্ষণ কি শুধু এক দিনের ?—

—না সুন্দরী। চিরদিনের করবারই তো ইচ্ছে ছিল।

—সে ইচ্ছা কি এখন পুরানো হয়ে গেছে ?

—কথায় ওস্তাদ আমির খান, বললেন, পুরানো বলছ কি, নিত্য নূতন হচ্ছে। এ বৃদ্ধকেও যেন তরুণ করে দিয়েছে তোমার চিন্তা।

—শুনে সুখী হলাম, এবার আসল কথাটা বলুন তো শুনি।

—বেশ শোন তবে, বললেন আমির খান,—দিল্লীতে যখন এসেছ তখন মোগল দরবারের কথা নিশ্চয়ই অনেক কিছু জান। একথাও বেশ জান যে—ইরাণী আর তুরাণী ওম্‌রাহদের মধ্যে দরবারে প্রাধান্য নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে। উজির কামরুদ্দিন আর আসফজা নিজাম-উল্ মুলক এঁরা হলেন তুরাণী ওমরাহ। উভয়েই এখন দিলীশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে। কৃপা বলি কেন. দিল্লীশ্বরই এখন এঁদের অনুগ্রহের পাত্র। কামরুদ্দিন চাচ্ছেন দরবার থেকে সম্পূর্নভাবে আমাদের দূরে রাখতে।

গম্ভীর হয়ে শুনছিল উধম। বলল, তারপর ?

—লোভ দেখিয়ে দূরে সরাতে চায় আমাকে কামরুদ্দিন। অযোধ্যা পাঠাবার মতলব করছেন। এদ্দিন তাই যুদ্ধ করতে হোল, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।

—লাভ হল কিছু ?

—না, এখনো কোন হিল্লে করে উঠতে পারিনি, সুন্দরী।

—কেন?

—দিল্লীশ্বরের মনের উপর প্রাধান্য বিস্তার না করতে পারলে আশা নেই।

—সেই চেষ্টাই করুন না।

—করছি তো কিন্তু পারছি কই।

কথাটা বলেই একটু গম্ভীর হলেন যেন আমির খাঁ। উধমও নীরব থাকল কিছু কাল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে আমির খানই বললেন—উধম বাঈ এবার কাজের কথা বলা যাক্। আশা করি তুমিও আমায় চিনতে পেরেছ, আমিও তোমায় পেরেছি। একথা নিশ্চিত সত্য যে স্বার্থের চেয়ে বড় আমাদের কিছু নেই। প্রেম, তোমার আমার কাছে অভিনয়ের সম্বল মাত্র। রূপ হোল বেচা-কেনার মাধ্যম। এবার বল আমি যদি তোমার সাহায্য চাই, তুমি করতে প্রস্তুত কিনা।

আমির খানের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বলল উধম, সাহায্যের চরিত্রটা না জেনে কি করে কথা দিই বলুন!

আমির খান বললেন, সাহায্য তোমার রূপ।

—কার জন্য।

—যদি বলি স্বয়ং বাদশা মুহাম্মদ শাহের জন্য।

উধম বাঈও যে-সে নর্ত্তকী নয়। তারও লক্ষ্য ছিল বাদশা স্বয়ং। তাইতো আমির খানের জন্য তার এত আগ্রহ, নইলে আমির খাঁর জন্য উৎকণ্ঠ অপেক্ষা উধম কখনো করে না। চতুর দুটি চোখ রাখল এবার উধর আমির খানের উপর।

—সত্যি বলছেন ?

—আমির খাঁ আর যাই করুক, যাকে দিয়ে কাজ হবে তার কাছে মিথ্যে বলেনা।

—প্রচুর লাগবে, বলল উধম।

—কত ?

—যা একজন মনসবদারের হয় তাই।

—আরো বেশী তোমাকে দেব।

—যেমন ?

—কোকিজি যা পায়নি তাই। সম্রাটের সম্রাজ্ঞি করব তোমাকে।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। তবে তুমিও কথা দাও। আমি যা চাইব দেবে আমাকে।

—কথা দিচ্ছি।

আমির খাঁ বললেন, যদি সম্রাটের অনুগ্রহে আমি তোমাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারি তবে উজিরের পদ আমার।

—বেশ তাই হবে। বলল উধম বাঈ।

আমির খাঁ বললেন, প্রস্তুত থেকো। কাল আমার লোক এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। কাল গড় মুক্তেশ্বরে মেলা দেখতে যাবেন সম্রাট। ওম্‌রাহেরা তাঁকে দেবেন পুরস্কার। পুরস্কারে বশ সম্রাট। কামরুদ্দিন তাঁকে নর্তকী পুরস্কার দিয়ে বশে এনেছে এতকাল। কিন্তু যতই করুক কামরুদ্দিন ··উধম বাঈকে নজরানা দিতে পারেনি। কামরুদ্দিন যা পারেনি আমি তাই করব। রাজি আছ ?

—রাজি।

—বেশ কাল আবার আমাদের দেখা হবে গড় মুক্তেশ্বরে।

উঠে দাঁড়ালেন আমির খান। উধমও উঠে দাঁড়াল।

তারপর আমির খাঁ ধীরে ধীরে দ্বারপথে বেরিয়ে এলেন। যাবার মুখে আর একবার মনে করিয়ে দিল তাকে উধম বাঈ—'ভুলবেন না যেন জনাব'। তার দিকে তাকিয়ে একটু স্মিত হাসলেন আমির খান।

তুষ্টু হাসি ফুটে উঠল উধম বাঈয়েরও সমস্ত মুখমণ্ডলে। স্বপ্ন-মন্দির আকাশে একটা দমকা হাওয়ার ইশারা সমস্ত জড়তাকে এক নিমিষে দূর করে নব হিল্লোলে মাতিয়ে তুলল তার স্নায়ুকে।

———

চার

গড় মুক্তেশ্বর। মেলা বসেছে, বাদশার জন্য বিশেষ মেলা। দেশ-বিদেশ থেকে লোকজন এসেছে। দুনিয়ার বণিকদেরও ভীড় এখানে সওদার লোভে। আরব-মিশরীয় বণিকদের পাশে ইউরোপীয় বণিকেরাও স্থান পেয়েছে। মুক্ত প্রান্তর শিবিরে শিবিরে ছেয়ে গেছে। পর্দায় পর্দায় জরিকরা কাপড়। মসলিনের অপূর্ব্ব সমাহার। মোগল বাদশার জন্য সবিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরকে আজ নগরীর মত মনে হচ্ছে। মোগল বাদশার শিবির আর হারেমের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া ভার।

ইরাণী তুরাণী আমিরদের ভিড় চতুর্দিকে। এখানে ওখানে দেশ বিদেশের সুন্দরী নর্ত্তকীরা—এসেছে আমির-ওমরাহদের মন পাবার জন্য।

কোথাও গান, কোথাও নাচ, জীবনের স্পন্দন শুরু হয়ে গেছে সমস্ত উৎসব প্রাঙ্গনে। মর্ত্তকে স্বর্গ বলে ভুল হয় আজ গড় মুক্তেশ্বরে।

এই আনন্দের কাকলীর মধ্যে সম্রাট এলেন। বহুবার তোপধ্বনি করা হোল সম্রাটের আগমন ঘোষণা করবার জন্য। তৎক্ষণাৎ আনন্দ উৎসব মুখরিত প্রান্তরে শৃঙ্খলার এক গাম্ভীর্য্য ফিরে এল। যে যেখানে ছিল তেমনভাবে দাঁড়াল।

মেলার দ্বারদেশে বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত তোরণের মুখে হস্তি-পৃষ্ঠে সম্রাটকে অভিবাদন করল আমিরেরা। ইরাণী-তুরাণী সকল আমির।

সম্রাটের বাম পার্শ্বে হস্তি-পৃষ্ঠে ছিলেন রূপসী কোকিজি। দক্ষিণ পার্শ্বে সাম্রাজ্যের উজির কামরুদ্দিন।

সম্রাট অভিবাদন গ্রহন করে মেলার দক্ষিণ প্রান্তে সম্রাটের জন্য নির্মিত শিবিরে চলে গেলেন।

আমিরেরাও সব এলেন পশ্চাতে পশ্চাতে। এইবার আরম্ভ হবে আমির এবং দেশ বিদেশের বণিকদের উপহার দেবার পালা।

সম্রাট শিবিরে প্রবেশ করলেন। বাইরে আমির ওমরাহেরা সার বেঁধে দাঁড়ালেন। তারও পশ্চাতে দাড়ালেন বণিকেরা।

প্রথম উপহার দিলেন কোকিজি, স্পেন থেকে ক্রয় করা হাতীর দাঁতের বহু মূল্যবান ফুলদানী।

—দ্বিতীয় উপহার দিলেন উজির কামরুদ্দিন—তার্কিস্তানের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নর্ত্তকী।

সম্রাট হাস্যমুখে সেগুলো গ্রহন করলেন। বাঁদীরা হারেমে নিয়ে গেল সব। এবার উপহার দিতে লাগলেন অন্যান্য ওমরাহেরা। প্রথম উপহার দিলেন—তুরাণী আমীরের দল। বাদশা দরবারে প্রাধান্য অনুযায়ী তাঁদেরই অগ্রাধিকার। বহুদেশ থেকে আহরিত বহুতর দ্রব্য উপহার দিলেন তাঁরা।

তারপর এলেন ইরাণী ওমরাহেরা। তুরাণী আমিরদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করলেন তাঁরা।

তারপর বণিকেরা। আরবরা প্রথম, দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন তাঁরা।

স্পেনীয় বণিক দ্বিতীয়। তাঁরা দিলেন নিগ্রো ভৃত্য উপহার।

পর্ত্তুগীজ বণিক দিলেন ভারতীয় নিদর্শন।

ইংরেজরা নতুন! তাঁরা দিলেন বহুব্যয়ে নির্মিত একখানা জাহাজের নমুনা। সম্রাট খুব প্রশংসা করলেন এর।

চিরকালের নিয়ম ভঙ্গ করে সর্বশেষ উপহার আনলেন আমির খাঁ।

তিনি ভিতরে প্রবেশ করে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করলেন সম্রাটকে ।

—খোদাবন্দ, যদি অনুমতি হয় তবে আমার কন্যা খাদিজা খানাম দরিদ্রের যথাযোগ্য আপনাকে কিছু দেবার ইচ্ছা রাখে।

তার দিকে একটা শ্যেণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন উজির কামরুদ্দিন।

উপহারের প্রতিযোগিতা হবে উজিরের সঙ্গে ইরাণী আমিরের এটা তিনি বেশ জানেন। তাঁর উপহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—সম্রাটের মনের মত উপহার যদি সে কিছু দিতে পারে তাহলে দরবারে মর্যাদার উন্নতি হবে আমির খানের। কিন্তু কামরুদ্দিন জানেন, সম্রাটের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কি। তাই সুন্দরী তুরাণী নর্ত্তকী উপহার দিয়েছেন তাঁকে। তুরাণী সৌন্দর্যকে পরাজিত করতে পারে এমন উপহার খুব কমই আছে। সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নেই। তবুও যদি—,তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন আমির খানের দিকে।

সম্রাট স্মিতহাস্যে তাকালেন, কই দেখি তোমার উপহার।

আমির খান হাতের ইসারা করলেন পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরকে। দেখতে দেখতে নর্ত্তকী পবিবেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করলেন খাদিজা খানাম। তার বাম বাহুর অত্যন্ত পাশে বোরখা পরিহিতা এক রমণী। মণ্ডপে প্রবেশ করেই খাদিজা সম্রাটকে যথাস্বরূপ কুর্নিশ জানালেন।

সম্রাট কোমল হাস্যে অনুমোদন করলেন তার কুর্নিশ।

এইবার খাদিজা বোরখা পরিহিতা রমণীর আবরণ উন্মোচন করতে লাগলেন। শঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করল উজিরের। কোকিজির অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল।

সম্পুর্ণ আবরণ উন্মিলিত হলো। উৎসুক দর্শকের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অনাবৃতা রমণীর উপর। কেউ তারা দৃষ্টি ফেরাতে পারল না মুহূর্ত্তের জন্য। এত উগ্র রূপ পৃথিবীতে থাকতে পারে ভাবাও যায়

না। আয়ত চোখ, বিদ্যুতের মত তীব্র দ্যুতি। পূর্ণ নদীর মত যৌবন। কাল নাগিনীর মত বেণী। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে টানে সেও তেমনি সকলকে আকর্ষণ করল। উদ্দাম রক্তের একটা চঞ্চল ঢেউ যেন খেলে গল সকলের বুকের উপর দিয়ে। সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়ে গেল মন।

বাদশাকে খুব খুশী মনে হলো। তিনি কাছে আহ্বান করলেন তাকে। অগ্নিশিখার মত সেই জ্বলন্ত সুন্দরী ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাদশার কাছে। অপ্সরীর মত তার নিতান্ত মাদকতাপূর্ণ চোখ দুটি সে রাখল সম্রাটের চোখে। সাপুড়ে যেমন সাপের দিকে তাকায় এ যেন ঠিক তেমনই। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সম্রাট। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন :

—তোমার নাম ?

—উধম বাঈ। প্রত্যুত্তর ভেসে এল নম্র মূর্ছনার সুরে।

হাত ধরলেন সম্রাট তার। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। উজিরের মুখ শুকিয়ে গেল। অনাদৃতা পাশে বসে রইলেন কোকিজি। সম্রাট হারেম-শিবিরে যাবার আগে তাকালেন আমির খানের দিকে। নিতান্ত নত হয়ে বাদশার অনুগ্রহকে গ্রহণ করলেন আমির খাঁ।

চলে গেলেন বাদশা—, শিবিরের মধ্যে।

ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোকিজি তাকালেন আমির খানের দিকে তারপর দৃষ্টি বিনিময় হয় উজিরের সঙ্গে। উজির কি কটাক্ষ করলেন, উঠে দাড়ালেন কোকিজি। তারপর কোকিজি ও উজির গেলেন এঁদের নিজেদের শিবিরের দিকে। যাবার আগে উজির কামরুদ্দিন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন আমির খানের উপর। আমির খাঁ একটু দুষ্ট হাসি হেসে প্রতি উত্তর দিলেন তার।

—ওরকম করতে গেলে গৃহ যুদ্ধ দেখা দেবে! বললেন কামরুদ্দিন।

—তবে বসে বসে পরাজয় স্বীকার করবেন? প্রশ্ন করল কোকিজি।

—না, অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

—বেশ তো তাই করুন। মারাঠাদের সাহায্য নিন। তারা তো এমনই লুণ্ঠন করে বেড়াচ্ছে। মেলা লুণ্ঠন করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

—না, তা হয়না। মারাঠারা আসফজার পরম শত্রু। তাদের সাহায্য নিতে গেলে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটবে।

—তবে উপায়?

—ভাবছি জাঠদের কথা।

খুব মনোমত হল প্রস্তাবটি। বলরাম জাঠদের এখন তরুণ নেতা। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করেনা সে। তাকে দিয়েই একাজ করান চলে। তৎক্ষনাৎ কোকিজি বললেন, আপনি আর দেরী করবেন না, ওকে খবর দিন। শুধু লুণ্ঠনের দ্রব্য নয়। সাফল্য লাভ করলে আরো কিছু পুরস্কার পাবে একথা জানিয়ে দিন তাকে।

—ভাবছি এতে বিপদ হবেনা তো। বললেন কামরুদ্দিন।

—বিপদ কি হয়নি আপনার? বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বিপদেরই ঝুঁকি নিতে হয়।

একটু যেন নীরব থাকলেন কামরুদ্দিন। কামরুদ্দিন এমন মানুষ যিনি 'যা আছে তাই থাক' নীতিতে বিশ্বাসী। সুতরাং একচুল ব্যতিক্রমেই তাঁর ভয়ানক চিন্তা, কিন্তু কোকিজির অবস্থা অন্যরূপ। সে স্বার্থপর। স্বার্থে আঘাত লাগলে সে দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে উঠে। উধম বাঈ তাকে শুধু অপমানই করেনি, তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। যেমন করে হোক তাকে ইহলোক থেকে সরাতে হবেই! কোকিজি বললেন, হ্যাঁ, যে মূহূর্তে গোলযোগ হবে,

সেই মুহূর্তে আপনার অনুচরেরা যেন প্রস্তুত থাকে। জেনানা মহল আক্রমণ করে উধমকে লুণ্ঠন করতে হবে। তারপর

তারপর কি হবে সে আর কামরুদ্দিনকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু তাঁর দুঃখ হোল এই যে, তাঁকে এত দূর অগ্রসর হতে হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য না হলে উধম বাঈ এসে জুটবে কোথা থেকে। আর যদি দিল্লীতেই সে ছিল, তবে এতদিন তাঁর চোখে পড়েনি কেন। এখন কোকিজির প্রস্তাব গ্রহণ করাই কি সমীচিন হবে। বলরাম এখন অনেক দূরে। সেখানে যাওয়া কি সম্ভব। তিনি নীরব থাকলেন।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কোকিজি, বললেন, কি ভাবছেন। যান, ব্যবস্থা করুন।

ভাবছেন! হ্যাঁ ভাবছিলেনই কামরুদ্দিন। ভাবছিলেন উধম বাঈয়ের কথা। এই সমস্ত করবার আগে তার স্মরণাপন্ন হলে হয়না। বাঈজি চরিত্র তিনি ভাল করেই জানেন। যেখানে স্বার্থ সেখানেই তাদের মন। লোভের টোপ রেখে তাকে জয় করা যায় না কি?

হঠাৎ যেন তিনি পথ পেয়ে গেলেন। কোকিজি তার কে? উধম বাঈকে দিয়ে যদি হয়। কোকিজিকে তার কি প্রয়োজন? তিনি উধম বাঈকেই বাজিয়ে দেখবেন আগে। উঠেই দাড়ালেন কামরুদ্দিন।

—একি, কোথায় চলেছেন উজির জী?

মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত তিনি যেন কিছু শুনতে পেলেন না। নতুন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তাঁর মন। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দাঁতে দাঁত চেপে উত্তেজনা উপশম করবার চেষ্টা করলেন কোকিজি। কামরুদ্দিনের ভয় থাকতে পারে কিন্তু কোকিজির নেই। সুতরাং যা ভেবেছেন তা তিনি করবেনই।

———

পাঁচ

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে বাইরে। গড় মুক্তেশ্বরের মেলার প্রাঙ্গন আলোয় আলোময়। যেন উর্দ্ধের নক্ষত্রমণ্ডলী নীচে নেমে এসেছে। সবাই আনন্দে নিমগ্ন। শুধু গভীর চিন্তা আর উত্তেজনা রয়েছে ইরাণী আর তুরাণী ওম্‌রাহদের মধ্যে। এই আনন্দের দিনে ওরা সব আশা-আশঙ্কায় উদ্বেলিত।

এই আনন্দের দিনে চিন্তাক্লিষ্ট বৃদ্ধ উজির কামরুদ্দিন এলেন বাদশার শিবিরে। জেনানা মহলে গোপনে প্রবেশের অধিকার তাঁর আছে? তিনি বরাবর সেইদিকে চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা দরবার বসেছে বাইরে। সম্রাট এখন সেইখানে। এই সুযোগ, এই সুযোগে দেখা করতে হবে উধম বাঈয়ের সঙ্গে।

অপরপক্ষে কোকিজির শিবির থেকে বের হল তিনটি মূর্ত্তি। একটি বোরখাবৃত ক্ষুদ্র দলটি—মেলা অতিক্রম করে গেল জাঠদের পল্লীর দিকে।

ওদেরও যে ছায়ার মতন অনুসরন করছিল আর কেউ, এটা ওরা লক্ষ্য করেনি।

সেই কয়টি ছায়া ওদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখল। গন্তব্য-স্থল দেখেই দুজন তাদের ফিরে এল। ফিরে এল আমির খানের শিবিরে। সম্রাটের দরবারে আমির খানও আজ সন্ধ্যায় অনুপস্থিত।

গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন আমির খান। হঠাৎ অনুচরকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন, কি কোন সংবাদ আছে?

—আছে, জনাব।

—বল। একটা লোভাতুর আগ্রহ ফুটে উঠল আমির খানের চোখে।

অনুচরটি বলল, উজির কামরুদ্দিন জেনানা মহলে গেলেন আর কোকিজির শিবির থেকে তিনজন জাঠ-পল্লীর দিকে গেছে।

—হুম্—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন আমির খাঁ। দুইয়েরই উদ্দেশ্য এক-মুহূর্ত্তে ধরে ফেললেন তিনি। কামরুদ্দিন তাহলে উধমকে ধরবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অনেক সুযোগ দেওয়া হবে না তাকে। তার কন্যা খাদিজা খানামকে এখুনি পাঠাতে হবে সম্রাটের হারেমে। উধমের উপর নজর রাখতে হবে। আর আরো ভয়াবহ পরিকল্পনা নিয়েছে কোকিজি। জাঠদের দিয়ে বেগমমহল লুঠ করতে চায় সে। উধমকে হত্যা করবার পরিকল্পনা।

এই মুহূর্তে ইয়ার আসাদকে ইরাণী সৈন্যদের প্রস্তুত রাখতে বলতে হবে। আর দেরী নয়, উঠে দাড়ালেন তিনি। অনুচরটিকে বললেন, যাও, আরো গভীরভাবে অনুসরন করো ওদের দুজনকে। তিনি তৎক্ষনাৎ অন্দরমহলে প্রবেশ করে খাদিজাকে প্রস্তুত হতে বললেন।

অপর পক্ষে তখন উধম বাঈয়ের কক্ষে নীরবে প্রবেশ করেছেন কামরুদ্দিন।

জেনানা মহলে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞ। সুতরাং ভয় নেই তাঁর। এখন আরো বহুদিন গিয়েছে তার কোকিজির সঙ্গে। প্রয়োজন হলে এমনিভাবে দেখা করেছেন তিনি মালিক-ই জামানি ও সাহিবা মহলের সঙ্গে, মুহাম্মদ শাহের প্রথম ও দ্বিতীয় বেগমের সঙ্গে।

উধমও বহু মানুষের দরবারে মিশেছে। বহু মানুষকে তার সঙ্গ দান করেছে। হঠাৎ অপ্রস্তুত হবার মতন সে নয়। যখনই পরিচারিকা

এসে সংবাদ দিল যে গোপনে উজির কামরুদ্দিন দেখা করতে চায় তার সঙ্গে; তখনি ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছে সে। মোগল হারেমে সৌভাগ্য বজায় রেখে বাস করতে হলে ষড়যন্ত্র যে কত প্রয়োজন তা' এই কয় মুহূর্ত্তেই আঁচ করে নিতে পেরেছে উধম বাঈ। ষড়যন্ত্রে সে পিছপা নয়। সুতরাং কামরুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে সে গররাজি হয়নি। কামরুদ্দিন তাই তার শিবিরে এসেছিল। শিবিরে প্রবেশ করে উধম বাঈকে তিনি মোগল হারেমের প্রথম রমণীর মতই সন্মান করেছেন। নত হয়ে কুর্নিশ অবধি করেছিলেন কামরুদ্দিন। মনে মনে হেসেছিল উধম, 'গরজ বড় বালাই'। বলেছিল সে, বসুন উজির সাহেব। তারপর, কি খবর?

তার কথার ঢংয়ে একমুহূর্ত্তে আঁচ করে নিয়েছিলেন কামরুদ্দিন যে সামান্য মেয়ে নয় উধম বাঈ।

—খবর তো আপনার মর্জ্জির উপর। বলেছিলেন তিনি।

—বলেন কি উজিরসাহেব। আপনি হলেন মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগ্য বিধাতা। আপনার খবর নির্ভর করবে সামান্য একজন বাঈজির উপর?

—বাঈজি যদি প্রথম ভাগ্য বিধাতার আসন চেপে বসেন, তবে তা করতে হবে বই কি।

উধম বাঈ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল কামরুদ্দিনকে। আমির খানের চেয়ে কম নন। বলেছিল উধম বাঈ, আমি সামান্য নর্তকী মাত্র। আপনাদের খেয়ালের উপর আমাদের স্থিতি। আজ আছি কাল নেই।

এইবার কামরুদ্দিন স্পষ্ট করেই তাকিয়েছিলেন উধমের মুখের দিকে। বলেছিলেন, কথা বাড়াবার সময় নেই বেগম সাহেবা। বুঝতেই পাচ্ছেন গভীর স্বার্থ না থাকলে গোপনে এখানে আসবার প্রয়োজন

ছিল না। এবং আপনার দ্বারাই সেই স্বার্থ সিদ্ধ হবে। আমি যদি প্রস্তাব আনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে আপনি রাজি?

একটু ভাবল উধম বাঈ। যতটা ষড়যন্ত্র সে আঁচ করেছিল, তার চেয়ে বহুগুণ ষড়যন্ত্রের আসন এই মোগল হারেম, সে বুঝে নিল। এখানে থাকলে ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে লিপ্ত হতে হবেই।

—অবশ্যই রাজি। যদি গ্রহন যোগ্য হয়। বলল সে।

—কম দেব না। আগ্রহে বললেন কামরুদ্দিন।

—বলুন?

—কোকিজির স্থান আপনার হবে।

—তার জন্য কি চাই আপনার?

—বাদশার দরবারে আমার যাতে স্থান হয় তার ব্যবস্থা। সামান্য উজিরীটুকু তিনি যাতে কেড়ে না নেন এই আরজি।

—কিন্তু আমার কি লাভ তাতে?

—কেন, কোকিজির যা ছিল আপনারও তাই হবে। ঐশ্বর্য্য, আর সম্রাটের বলের উপর প্রভাব।

—তার স্থায়িত্ব কতটুকু। কোকিজিকে কদ্দিন রাখতে পারলেন?

একটু গম্ভীর হলেন কামরুদ্দিন। বুঝলেন, প্রস্তাব মনমত হয়নি। সামান্য মেয়ে নয় উধম, কোকিজির চেয়ে অনেক উপরে। শুধু রূপে নয়, বুদ্ধিতেও। বললেন তিনি, বেশ, আরো উঠতে রাজি আছি। বলুন আপনার কি দাবী।

—আমি যদি বলি সম্রাজ্ঞী হতে চাই আমি? প্রশ্ন করে কটাক্ষপাত করল উধম কামরুদ্দিনের উপর।

বৃদ্ধের কুঞ্চিত ভুরু আরো একটু কুঞ্চিত হোল যেন।

সমাজ রয়েছে, আভিজাত্য রয়েছে। না ভেবে উত্তর দেওয়া যায় না।

উধম দেখল বৃদ্ধ সমস্যায় পড়েছেন। কিন্তু উজিরকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হোলনা তার। হাজার হোক তিনি এখন গদিতে রয়েছেন। আমির খান এখন শুধু আশার উপর ঝুলছেন। এই অবস্থায় কামরুনিদ্দকে হাতছাড়া হতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। যাতে কোকিজির পক্ষে সম্পূর্ণ তিনি না যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। মোগল হারেমে প্রধান রমণী হতে গেলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সাম্য রাখা দরকার। কামরুদ্দিনকে আমিরখানের রাশ টেনে রাখবার জন্য প্রয়োজন আছে। উধম তাই বলল, আজ আপনাকে আর বিব্রত করতে চাই না উজির সাহেব, আমার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন আপনি। আপনার প্রস্তাবও ভাবব আমি। দিল্লী ফিরে আপনি জবাব দেবেন। আপনার স্বার্থের দিকেও এই কয়দিন আমি বেশ লক্ষ্য রাখব ভয় নেই।

একটু আশ্বস্ত হলেন কামারুদ্দিন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি বেশ, আমি ভাবব আপনার কথা। যথা সময়ে দিল্লীতেই উত্তর দেব আমি। আবার কুর্নিশ ক'রে চলে গেলেন কামরুদ্দিন।

এইবার তার প্রথম ভাবনা, কোকিজি কি করেছেন তা জানা। হঠাৎ একটা কিছু তিনি অ' । হতে দেবেন না। জাঠদের দিয়ে আক্রমণ করবার ব্যবস্থা যদি তিনি করেন তবে তা বাধা দেবার চেষ্টা করতে হবে। তিনি দ্রুত চললেন কোকিজির শিবিরের দিকে।

অপর দিকে আমির খাঁ সংবাদ পাবার পর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলেন না আর। কন্যা খাদিজাকে নিয়ে দ্রুত চলে এলেন সম্রাটের দরবারে। আভূমি নত হয়ে কন্যা এবং পিতা কুর্নিশ জানালেন বাদশাকে। বাদশা, মুহাম্মদ শা এখন প্রীত আমির খানের উপর। তিনি সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন আমির খানকে।

—খাঁ সাহেবের অনেক দেরী হোল আজ।

—ভয়ানক বিব্রত ছিলাম খোদাবন্দ। সময় মত আসতে পারিনি, কসুর মাপ করবেন।

এবার সম্রাট তাকালেন খাদিজা খানামের দিকে। বোরখায় আবৃত ছিল খাদিজা। সম্রাট বললেন, ও কে ?

আবার নত হয়ে বললেন আমির খান, ও আমার কন্যা খাদিজা খানাম। খোদাবন্দকে ঐ তো উপহার দিয়েছিল উধম বাঈ। ও একবার দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে।

একটু হেসে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলেন সম্রাট তাকে জেনানা মহলের দিকে। খাদিজা চলে গেল অভ্যন্তরে।

আমির খাঁ এবার দু'পা এগিয়ে এসে সম্রাটের দরবারে কিসের দরখাস্ত পেশ করলেন। সম্রাট হাতে নিলেন না, তা'। বললেন, পড়।

আমির খাঁ পড়লেন,—"প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশা মুহাম্মদ শা খোদাবন্দ, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শান্তিপ্রিয় সম্রাটের ক্ষতির ইচ্ছায় একদল ষড়যন্ত্রকারী অন্ত রাত্রে জাঠদের সাহায্যে গড় মুক্তেশ্বরে সম্রাটের শিবির আক্রমন করিতে চাহে। ইহাদের মধ্যে—'

হঠাৎ থেমে গেলেন আমির খাঁ।

উৎসুক দৃষ্টিতে সকলেই তাকালেন তাঁর দিকে।

সম্রাটের মুখেও একটা আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন, তার পর ?

আমির খাঁ বললেন, খোদাবন্দ, এর মধ্যে এমন ব্যক্তির নাম জড়িত আছে যে, আমি প্রকাশ্যে তা ঘোষনা করতে সাহস করছি না। যদি…

আর বলতে হোল না, উঠে দাড়ালেন সম্রাট আর পাশের গোপন কক্ষে চলে গেলেন তিনি। নিতান্ত বিনীত ভাবে তাকে অনুসরণ করলেন

আমির খাঁ, অন্যান্য আমিররা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে আমির খাঁ ফিরে আসলেন, কিন্তু সম্রাট আর ফিরলেন না। দরবার ভঙ্গ হোল। গম্ভীর মুখে ওম্‌রাহেরা যে যার শিবিরে ফিরে গেলেন।

আমির খাঁ গেলেন মহম্মদ ইসাক এবং আসাদ ইয়ার খানের সঙ্গে দেখা করতে। সমস্ত ইরাণী বাহিণী নিয়ে প্রস্তুত থাকবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তাঁরা।

বাদশার জেনানা মহলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে আজ।

অপর পক্ষে খাদিজা খাতাম দেখা করলেন উধম বাঈয়ের সঙ্গে। কেবল কামরুদ্দিনকে বিদায় দিয়ে গম্ভীর হয়ে ভাবছিলেন উধম বাঈ। ভাবছিল, যে জুয়া খেলায় নেমেছে সে তাতে জীবন পণ রাখতে হবে। জিতলে সাম্রাজ্য, হারলে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুকে ভয় পায়না উধম। বাঁচতে হলে বাঁচার মত বাঁচতে হবে তাকে।

গভীর ভাবে ভাবছিল উধম, হঠাৎ তার ধ্যান ভেঙ্গে যায় খাদিজার পদশব্দে তৎক্ষনাৎ সমস্ত চিন্তার ছায়া মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে উধম,— এই যে বিবি— কি খবর?

একটু রহস্য করল খাদিজা, খবরতো এখন থেকে তোমার আমরা প্রার্থীর মত নেব।

একটু তুষ্টু হেসে উধম বাঈ বলল, এখনো নয় আর একটু দেরী!

এইবার কিন্তু খাদিজা গম্ভীর হোল, তার এই হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করল উধম, বলল, কি হল বিবিজান?

খাদিজা জানাল, গুরুতর কথা আছে। একটু কাছে সরে গেল সে খাদিজার। উধমও একটু কাছে এল তার।

কি খবর? প্রশ্ন করল উধম।

—কোকিজির খবর জান? বলল খাদিজা।

—কি করে জানব, আমি যে এখনো বন্দী হয়ে আছি।

—সে ত প্রতিহিংসায় প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

—তোমাকে সরাবার ফন্দি আঁটছে।

—বটে। তা কি পন্থায়?

—আজ রাতে জাঠদের নিয়ে জেনানা মহল লুণ্ঠন করাতে চায়। উদ্দেশ্য তোমাকে উধাও করে দেওয়া।

একটু যেন শঙ্কিতই হোল উধম।

—সত্যি?

—সত্যি।

—তা হলে কি করা যাবে এখন? উধম জিজ্ঞেস করল।

—কথা আরম্ভ করতে পারল না খাদিজা, এমন সময় পরিচারিকা তারস্বরে ঘোষণা করল মুহাম্মদ শাহের আগমন। তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়াল খাদিজা আর পার্শ্ববর্তী পর্দা সরিয়ে চলে গেল শিবিরাভ্যন্তরে। গম্ভীর হয়ে বসে রইল উধম বাঈ।

বাদশা আসলেন। যথারীতি উঠে-দাঁড়িয়ে তাঁকে কুর্নীশ করল উধম বাঈ। তারপর দাড়িয়ে রইল বাদশার আসন গ্রহণ করবার অপেক্ষায়।

তরুণ বাদশা লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন যৌবনোদ্ধত দেহের দিকে। রসে ঢল ঢল করছে রূপ। নিষ্ঠুর নিস্পেষণে তক্ষুনি নিংড়ে

নেবার ইচ্ছে হল তাঁর। হাত ধরে নিজের পাশে একই আসনে বসালেন তাকে। তারপর কৃত্রিম লজ্জায় নত উধমের চিবুকখানি ধরে তার আনন্দ সুন্দর মুখবিয়বের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন সম্রাট। দেখলেন, অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল আর তীব্র মুখখানি কেমন যেন ম্রিয়মাণ। মুহাম্মদ শাহ বললেন :

—কি হয়েছে উধম? বাদশার হারেম তোমার মনমত হয়নি।

কথা বলল উধম,—বাঈজির কাছে এর চাইতে কি সুখকর হতে পারে সম্রাট!

—তবে তোমাকে ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে কেন।

—ভাবছি—' কথা শেষ করল না উধম। সম্রাটের মনে কৌতুহল জাগাবার জন্যই অবশ্য।

—কি ভাবছ? জিজ্ঞেস করলেন সম্রাট!

—ভাবছি সম্রাটের অনুগ্রহের স্থায়িত্ব কতটুকু।

বাদশা তখন রূপের নেশায় উন্মাদ। বললেন, চিরন্তন।

—কিন্তু সম্রাট আমার ভয় হয়। যৌবন উপভোগ করবার পর, আপনি আমাকে আবর্জনার মত দূরে নিক্ষেপ করবেন।

উধমকে আরো একটু কাছে টেনে এনে সম্রাট বললেন,—কথা দিচ্ছি উধম আমি চিরকাল তোমাকে কাছে রাখব।

—কথা দিচ্ছেন।

আরো গভীর করে উধমকে কাছে টেনে সম্রাট বললেন, হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

—কেউ যদি আমাকে আপনার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে চায়?

একটু কটাক্ষ করে দেখল উধম মুহাম্মদ শাহের মুখে কেমন অভিব্যক্তি হয়। এক মুহূর্তে ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

—কি নিয়ে নেবে ? কার এত বড় স্পর্দ্ধা যে দিল্লীর বাদশাহের হারেমের রমণীকে ছিনিয়ে নেবে। গর্জে উঠলেন বাদশা।

—আমি তো তাই শুনছি খোদাবন্দ। অভিনয় করে বলল উধম।

—কি শুনছ তুমি ?—

—বলতে ভয় পাই সম্রাট।

—ভয় ? কাকে ভয় ? বললেন মুহাম্মদ শা।

—আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

—আমি নির্ভয় দিচ্ছি। বল।

—সম্রাটের খুব নিকটে এসে আস্তে করে কি বলল উধম বাঈ। কেউ শুনতে পেল না তা।

নিতান্ত গম্ভীর হলেন তিনি। তারপর ভাবতে লাগলেন। তারপর কি ভেবে উধম বাঈকে বললেন, এস। শিবিরের অপর পার্শ্বে চলে গেলেন সম্রাট।

সন্ধ্যা কেটে গেল। গভীর রাত নেমে এল। উৎসব মুখর গড় মুক্তেশ্বর এল শান্ত হয়ে। সবাই প্রায় নিদ্রামগ্ন। শুধু মোগল প্রহরীরা প্রহরারত। বাদশার শিবিরে জাগ্রত আর তীব্র সতর্ক উধম। অপর দিকে আমির খানের শিবিরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ইরাণী সৈন্যদল।

হঠাৎ দুপুর রাতে প্রান্তর কম্পিত করে অশ্ব খুরের শব্দ শোনা গেল। শত শত অশ্বখুরের। ইরাণী সৈন্যেরা প্রস্তুত হলেন। সচেতন হোল উধম বাঈ। বাদশা তখন সুরার নেশায় নিদ্রামগ্ন। ঝড়ের বেগে এসে একদল অশ্বারোহী ঝাঁপিয়ে পড়ল মোগল হারেমের উপর।

ইরাণী সৈন্যরা জেগে ছিলেন, তৎক্ষনাৎ তারা ঝাপিয়ে পড়লেন বাধা দান করবার জন্য। দেখতে দেখতে ঘুমন্ত প্রান্তর যুদ্ধের উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। চলল যুদ্ধ।

তুরাণী শিবিরে উজির কামরুদ্দিনও জেগে ছিলেন। তিনি জানতেন কোকিজি জাঠদের নিয়ে আক্রমন করবেন মোগল হারেম। কিন্তু সেটা সমীচিন হবে না সেটা তিনি বুঝতে পারলেন। তাঁর এ ধারনা আরো প্রবলতর হোল উধম বাঈয়ের সঙ্গে দেখা করে। সুতরাং তিনিও জাঠদের প্রতি বাধা দেবার জন্য চেষ্টা করলেন। আক্রমনের ইঙ্গিত পেয়েই মোগল হারেমের দিকে তিনি তুরাণী সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু একটু দেরী হয়ে গেল।

ততক্ষণ জাঠরা ঝড়ের মত হারেম ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছে। আমির খানের সৈন্যরা তাদের বাধাদিতে পারেনি। দেখা গেল— উধম বাঈয়ের শিবির বিধ্বস্ত। তৎক্ষনাৎ শিবিরে ঢুকে অন্বেষণ করলেন আমির খাঁ। উধম বাঈ নেই।

কামরুদ্দিনও এসে খোঁজ করলেন। নেই কেউ।

রোষ কষায়িত লোচনে আমির খাঁ একবার দেখলেন কামরুদ্দিনকে কামরুদ্দিন—তাঁর অন্তরের যন্ত্রনা বুঝতে পেরে একটু যেন উপভোগই করলেন। স্ব—স্ব স্থানে ফিরে গেল সৈন্যেরা।

সমস্ত প্রান্তর ভরে এক ভয়াবহ বিভীষিকায় রাত কাটল। ঘুমোতে পারলোনা আর কেউ। জাঠরা কখন আক্রমণ করবে কে জানে।

কিন্তু কামরুদ্দিন জানতেন, আর আক্রমণ হবে না। আমির খানও যা হবার হয়ে গিয়েছে।

যন্ত্রনায় আর ভয়ে অনেক প্রহর কেটে গেলে রাত্রি ভোর হোল।

মেলা চলবার কথা ছিল সপ্তাহ কাল। কিন্তু সম্রাটের শিবির থেকে ঘোষণা আসল, এই ভোরেই শিবির উঠবে। দিল্লী রওনা হবেন তিনি। তৎক্ষণাৎ শিবির উঠাতে লেগে গেল কুলীরা।

———

ছয়

গড় মুক্তেশ্বর থেকে ফিরেই দিল্লীতে দরবার বসিয়ে দেন সম্রাট। নতুন নতুন আমিরদের আহ্বান করেছেন তিনি আজকের দরবারে। বহুদিন বঞ্চিত ইরাণী আমিররাও এসেছেন। আমির খান, মহম্মদ ইসাক, আসাদ ইয়ার খান আজ প্রফুল্ল। বহুদিন পরে তাঁরা আজ বাদশার দরবারে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু একটুখানি আশ্চর্য্য হয়েছেন আমির খান। তাঁদের জন্য এ ব্যবস্থা করল কে? নিশ্চয়ই উধম বাঈ নয়। উধম বাঈকে জাঠরা লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কিনা কে জানে। সম্ভবত নেই। সে নেই, কিন্তু সম্রাটের সুনজরে তাহলে কে এনেছে তাঁকে। একটু যেন আশ্চর্য্যই হলেন আমির খান, পরমুহূর্তেই তাঁর মনে পড়ল, গড় মুক্তেশ্বরে তিনিই সম্রাটকে জাঠদের আক্রমন থেকে সাবধান থাকবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সন্তুষ্ট হয়েছেন সম্রাট ইরাণীদের পর। কামরুদ্দিন যে এ ষড়যন্ত্রের মুলে এটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। সুতরাং আজ ইরাণী দলকে তিনি প্রত্যক্ষ সমর্থন করছেন রাজ দরবারে।

অপর পক্ষে উজির কামরূদ্দিনও ভাবছিলেন। ইরাণীদের হঠাৎ এই সৌভাগ্যের মুলে কে কাজ করেছে? উধম বাঈতো নেই। তাহলে কি করে এই প্রাধান্য সম্ভব হোল তাদের। একটা রহস্যের মত মনে হতে লাগল উজিরের। মনে করলেন দরবার শেষে কোকিজির সঙ্গে দেখা করে এর একটা চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার চেষ্টা করবেন তিনি।

আপন মনেই ভাবতে লাগলেন উজির।

এমন সময় ঘোষক সম্রাটের হয়ে ঘোষণা করল :

"বাদশা মুহাম্মদ শাহ, দিল্লীর ওমরাহদের বিশেষ কারণে আজি-কার এই দরবারে আহ্বান করিয়াছেন। গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্নের আস্ত সমাধা ন আজ। প্রয়োজন সম্রাট বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে গত গড় মুক্তেশ্বরের উৎসবে তাঁহারই দরবারের কয়েকজন আমির জাঠদের সঙ্গে লিপ্ত থাকিয়া মোগল হারেম লুণ্ঠন করিয়াছেন"

কামরুদ্দিনের মুখে চোখে একটা গুরুতর আশঙ্কার ছায়া নামিয়া আসিল। আমির খান বক্র কটাক্ষে একবার তা, দেখে নিলেন। তিনি খুব উৎফুল্ল।

ঘোষক আবার পাঠ করল :

"সম্রাট জানতে পেরেছেনএই ঘটনার জন্য মুখ্যতা দায়ী কোকিজি। কোকিজি সম্রাটকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাহারবিচার ভার সম্রাট এই কক্ষের উপর ন্যস্ত করিতেছেন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বুকটাকে হাল্‌কা করবার চেষ্টা করলেন কামরুদ্দিন। যাক্ আল্লাহকে ধন্যবাদ। তাঁর নাম এর মধ্যে যুক্ত হয়নি!

কিন্তু উজিরের নাম অনুল্লেখিত হয়ায় যেন একটুখানি অসন্তুষ্ট হলেন আমির খান। যা হোক, কোকিজিকে বিনাশ করতে পারলে উজিরের প্রতিপত্তি কমবে এটুকু অনুমান করে তিনি আশ্বস্ত বোধ করলেন।

কথা বললেন আমির খানই প্রথম, সম্রাট যদি—তাঁর সন্দেহে নিঃসন্দেহ হয়ে থাকেন, তবে এ দরবার তাঁর বিরুদ্ধে কোন মত পোষণ করতে পারেনা। সম্রাটের সমর্থন করে আমরা বলব— এ ব্যাপারে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক্!

শুকিয়ে গেল কামরুদ্দিনের মুখ।

তৎক্ষনাৎ আমির খানকে সমর্থন করলেন ইরাণী দল। মহম্মদ ইসাক আর আসাদ ইয়ার খান কোকিজির মৃত্যুদণ্ড সমীচিন বলে অভিমত জ্ঞাপন করলেন।

কোন কথা বলতে পারলেন না তুরাণী দল। তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি উজির কামরুদ্দিনের দিকে তাকালেন।

কামরুদ্দিন বুঝতে পারলেন বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থককে নিজের অনুমোদন দিয়েই সরাতে হবে আজ তাঁকে। বিরূপ মত প্রকাশ ক্ষতিকারক হবে তাঁর পক্ষে। সুতরাং কিছুটা সময় তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

বাদশা মুহাম্মদ শাহই এবার তাকালেন তাঁর দিকে। অর্থাৎ তিনি উজিরের মত জানতে চান। শুষ্ক মুখে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ উজির।

বললেন,—সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা নেই। আমির খানের মত আমারও এই অভিমত যে সম্রাটের জীবন নাশের চক্রান্তে যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হোক।

আবার তিনি বসে পড়লেন।

এবার উঠে দাঁড়ালেন আমির খান, মহামান্য বাদশার অনুমতি হলে আমি কিছু বলতে চাই।

সম্রাট ঘোষকের দিকে তাকালেন। ঘোষক ঘোষনা করল, সম্রাট মহম্মদ শাহ, আপনাকে বলবার অনুমতি দিলেন।

আমির খাঁ বলতে লাগলেন, সম্রাট আমি মনে করি এই ষড়যন্ত্রের পিছনে শুধু কোকিজিই লিপ্ত নন, সম্রাটের বিশ্বাসভাজন কয়েকজন রাজকর্ম্মচারীও এর মধ্যে সংযুক্ত।

কামরুদ্দিনের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি সম্রাটের দিকে তাকালেন। তাঁর দুচোখে যেন গভীর আকুতি। সম্রাট তা দেখে একটু মৃদু হাসলেন

এবং ডান হাত তুলে আমির খানকে বসতে বললেন। অর্থাৎ তিনি আমির খানের নতুন আর্জ্জি গ্রহণ করলেন না।

নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়েই যেন আমির খান আসন গ্রহণ করলেন।

সম্রাট একখণ্ড কাগজে কি লিখলেন। ঘোষক তা জোরে পাঠ করে শোনাল—

"মুক্তেশ্বরে জাঠ দস্যুদের আক্রমন সম্বন্ধে সম্রাট আর কাহাকেও সন্দেহ করেন না। সুতরাং অপর কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি বিচার করিতে উৎসুক নহেন। তাঁর ধারনায় একমাত্র কোকিজিই ইহার জন্য দায়ী, সুতরাং অনেক বিবেচনার পর কোকিজিকে তিনি দিল্লী হারেমের অন্ধ গৃহে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিতেছেন।"

অন্যান্য আমিরেরা তৎক্ষনাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নত মস্তকে সম্রাটের বিচারকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

অন্ধকারার মধ্যে কোকিজির ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মোগল হারেমে এক নাটকীয় দৃশ্য ঘটে গেল।

মুহাম্মদ শার গভীর অন্তঃপুরে হারেম। সেখানে জাবিদ খাঁ ছিলেন হারেম পরিদর্শক। অপূর্ব সুন্দর যুবক এই জাবিদ খাঁ। কিন্তু তিনি খোজা তবে খোজা হলে কি হয় তার দেহের দীপ্তির প্রবল আকর্ষন যে কোন সময় রমণীর মন আকর্ষন করতে পারে। তিনি যাচ্ছিলেন বেগম মহলের পাশ দিয়ে, হঠাৎ দুটো গভীর কালো চোখ তাঁর নজরে আটকে গেল।

যেতে যেতে থেমে পড়লেন জাবিদ খাঁ। ফুলের মধু যেমন ভ্রমরকে আকৃষ্ট করে সেই চোখদুটিও যেন তাঁকে তেমনি আকর্ষন করল। জাবিদ খাঁর পুরুষের যে অন্তরটাকে এতদিন জোর করে হত্যা করা

হয়েছিল তা যেন আবার ঘুমন্ত রাজপুরী থেকে সেইমাত্র জেগে উঠতে চাইল, সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে একটা শির শির আবেগ বয়ে গেল তাঁর।

আপনার অজ্ঞাতসারেই সেই দিকে এগিয়ে যেতে চাইলেন জাবিদ খাঁ।

অন্তরের মধ্যে বিরাট বিপ্লব শুরু হল তাঁর। কেন যাচ্ছে? ঈশ্বরের প্রতিনিধির রক্ষিত-রমণী—তার দিকে সাধারণ মানুষের কোন আকর্ষন থাকতে আছে কি? তাঁর কাজ শুধু হারেমের পবিত্রতা আছে কিনা লক্ষ্য করা। কামনার দুষ্ট লেহনে হারেমকে পঙ্কিল করাতো কর্ত্তব্য নয়। কেঁপে উঠে থামতে চাইলেন জাবিদ খাঁ। কিন্তু কি এক অদৃশ্য মন্ত্রবল যেন তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলল, থামতে পারলেন না জাবিদ খান, ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন নতুন মহলের বাতায়নে ওধারে পাতলা মসলিনের আড়ালে আবছা সেই মোহিনী-মুর্ত্তি বলল তাকে,—কে আপনি?

—জাবিদ খাঁ। বেগম মহলের পরিদর্শক।

আবার তাকালেন জাবিদ খাঁ।

হারেমের সৌন্দর্য্যের দেবী কি?—ফিস্‌ফিস্ করে বললেন জাবিদ খাঁ—কে আপনি

মধুর রমণী কণ্ঠে উত্তর এল,—বাদশা আমাকে বইজু বেগম বলেন'

বইজু বেগম! নামটা ভাবতে লাগলেন জাবিদ খাঁ। কে জানে মোগল হারেমের কোন প্রকোষ্ঠে কোন অপরূপ নীলকান্ত মান লুকিয়ে আছে। মোগল হারেম সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। কত অদৃশ্য মুক্তার ঘনঘটা এখানে কে জানে।

আবার যেন মোহিত হয়েই তাকাল জাবিদ খান পর্দার ওপাশে।

বৈজু বেগম বললেন—একটা কাজ করতে পারবেন খাঁ সাহেব?

—বলুন? নত হয়েই যেন বললেন জাবিদ খান।

—দিল্লী দরবারে আজ বিশেষ অধিবেশন বসেছে। আমি বাদশার মুখে সেই রকমই শুনতে পেয়েছি। কি নিয়ে বিচার হোল এবং কি ফল হোল জানালে বাধিত হব।

বিরাট দুটো চোখ তুলে বইজু বেগম তাকালেন জাবিদ খাঁর দিকে। জাবিদ খাঁকে যেন সাপুড়ের মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত মনে হোল। অভিভূতের মত স্বীকার করলেন জাবিদ খান। বেগম বললেন, তবে সংবাদটা অবশ্য আমাকে আজই দিয়ে যাবেন।

জাবিদ খাঁ যেন আজ তাঁর সমস্ত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়ে মুগ্ধের মত হেঁটে যেতে লাগলেন বেগম মহলের উপর দিয়ে। প্রধানা বেগম মালিকা-ই-জামানীর কক্ষের পাশ দিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু রোজকার মত তাঁকে কুর্নিশ করতে ভুলে গেছেন। দ্বিতীয়া বেগম, সাহিবা মহল তাঁকেও শ্রদ্ধা জানাতে মনে থাকল না জাবিদ খাঁর। আপনমনে তিনি বেগম মহল অতিক্রম করে বাইরে আসলেন। দুয়ারে অশ্ব দাড়ানো ছিল। তৎক্ষনাৎ তাতে চেপে বসলেন।

দেওয়ানী-আমেরদিকে চললেন তিনি।

সাত

দরবার ভাঙ্গলে বরাবর নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন আমির খান। আজকের দরবারের সবটাই তাঁর কাছে রহস্যের মত মনে হয়েছে।

মুহাম্মদ শা, ইরাণী দলকে আজ দরবারে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু তুরাণী দলকে আঘাত দেবার সুযোগ পেয়েও তিনি কেন তা দিলেন না ?

আর তুরানী দল যদি তাঁর বিরাগভাজন না হয়ে থাকে তবে ইরাণী দলকেই বা তিনি ডাকলেন কেন। নিশ্চয়ই উজির কামরুদ্দিন তাঁকে স্বেচ্ছায় দরবারে প্রবেশ করতে দেননি ! কিন্তু এ তবে কেমন করে সম্ভব হোল ?

সম্ভব হোত যদি উধম থাকতো। কিন্তু সে ত নেই। তাকে কোকিজি হত্যা করেছে নিশ্চয়ই। হত্যাই করেছে কিনা তাই বা কে জানে।

কেমন একটা রহস্তের মতন মনে হোল তাঁর। মনে হোল, উধম-বাঈ সম্বন্ধে একটা সঠিক উত্তর জানতে পারলে এর একটা কুল কিনারা মিলতে পারে।

কিন্তু উধম বাঈ সম্বন্ধে এখন কোন সংবাদ জানা কি সম্ভব ?

হঠাৎ তাঁর খাদিজা খানামের কথা মনে পড়ে গেল। সে দিনতো আর স্পষ্ট করে কিছু জানা হয়নি, কি হল উধমের। হয়তো রহস্তের সে কোন কিনারা দিতে পারে।

তৎক্ষনাৎ তিনি খাদিজাকে ডেকে পাঠালেন। আবার গভীর-ভাবে ভাবতে লাগলেন তিনি। খাদিজা এসে ডাকল, আব্বাজান, আমায় ডেকেছ ?

—মাথা তুললেন আমির খান, ও খাদিজা হ্যাঁ ডেকেছি, তোমায় !

—কি, আব্বাজান।

—একটা কথা জানতে চাই আমি।

—বল ?

—সে দিন গড় মুক্তেশ্বরে সন্ধ্যা বেলায় উধমের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?

—হয়েছিল, আব্বাজান।

—তাকে তার বিপদের কথা বলতে পেরেছিলে ?

—কিছুটা বলেছিলাম, সবটা বলতে পারিনি।

—কেন ?

—তক্ষুনি মুহাম্মদ শা নিজে এসে পড়লেন কিনা সেখানে।

—ওঃ। আচ্ছা বলতো দিকিন, উধম বাঈয়ের কোন খবর নেই সেই রাত্রি থেকে। কিছু জান তার ?

—না, আব্বাজান।

মনটা যেন একটু ভেঙ্গে গেল আমির খানের।

—আচ্ছা এবার তুমি যাও, বললেন তিনি খাদিজা খানামকে। আবার তিনি ভাবতে লাগলেন। এ রহস্যের এক মাত্র উপায় কোকিজি। কিন্তু তিনি এখন মাটীর নীচে অন্ধকার কারাগারে। সেখানে তাঁর সন্ধান পাওয়া আমির খাঁর অসাধ্য।

না, ঠিক অসাধ্য নয়, হঠাৎ মনে পড়ল। এর একটা কিনারা হতে পারে—যদি জাবিদ খানকে ধরা যায়। জাবিদ খান বেগম মহলের পরিদর্শক। সমস্ত গোপন কক্ষের সন্ধান সে রাখে। সে ইচ্ছে করলে কোকিজির কাছে যেতে পারে।

কিন্তু কোকিজিই আর সে সংবাদ দেবে কি ? দিতে পারে যদি তাকে মুক্তির লোভ দেখান যায়।

আবার আর একটি সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। এমনও তো হতে পারে যে উধম বাঈ সেই অতর্কিত আক্রমনের রাত্রিতে মুহাম্মদ শাহের শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মুহাম্মদ শা তাকে নীরবে দিল্লীতে নিয়ে এসেছেন। উধম বাঈ চতুরা। তার পলায়ন সংবাদসে গোপন রেখেছে। এ-যদি সত্য হয় তবে জাবিদ খাঁই তার সংবাদদিতে পারে। তা ব্যাতিত মোগল হারেমের খবর আর জানবার উপায়নেই। সম্রাটের কাছে উধমের খোঁজ করা হবে ধৃষ্টতা। খাদিজাকেদি য়ও কোনরকম হদিস করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘদিন সম্রাটেরও কোন হদিশ পাওয়া যাবে না। তিনি এবার দিল্লীর মরকত কুঞ্জে মাসের পর মাস কাটাবেন। সুতরাং একমাত্র জাবিদ খান সহায়। জাবিদ খানকে দিয়ে একাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব তাও নয়,—কারণ জাবিদ খান উজির কামরুদ্দিনের শত্রু। তার পক্ষে আমির খানকে সাহায্য করা অসম্ভব নয়।

এই অদ্ভুত ম্ভাবনা মাথায় আসতেই আমির খাঁ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি আর দেরী করলেন না। তৎক্ষনাৎ বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন সহিসকে অশ্ব প্রস্তুত করতে বলে তিনি নিজে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অশ্বপৃষ্ঠে দিল্লার রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন জাবিদ খানের উদ্দেশ্যে।

বেশীদূর যেতে হল না, অকস্মাৎ পথিমধ্যে দেখা পেলেন জাবিদ খানের। জাবিদ খানও ে রিয়েছিলেন আমির খানের উদ্দেশ্যে। বেগম মহল থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন দরবার পথে। কিন্তু পথি-মধ্যে শুনতে পান দরবার শেষ হয়েছে। মুহাম্মদ শা হারেমে চলে গেছেন। সুতরাং সংবাদ পেতে হলে অন্যত্র যেতে হবে। দিল্লীর

ওম্‌রাহদের মধ্যে তুরাণীদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নেই। ইরাণীদের সঙ্গে এখনো বনিবনা রয়েছে। সুতরাং তাদেরই একজনের কাছে চলে-ছিলেন জাবিদ খাঁ। এবং আমির খানের কাছেই।

—এই যে খাঁ সাহেব কোনদিকে ? অশ্বের বল্‌গা টেনে জিজ্ঞেস করলেন আমিব খাঁ।

জাবিদ খাঁন তখন একমনে কি ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন। কোনদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলনা। সম্ভব সেই বিরাট গভীর ছুটি কালো চোখের কথা ভেবে চলেছিলেন। চমকে উঠলেন তিনি। লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—সালাম, খাঁ সাহেব।

—সালাম, প্রত্যাভিবাদন করলেন আমির খাঁ।

—তাবপর কোন দিকে, প্রশ্ন করলেম আমির খাঁ।

—আমি যে আপনারই ওখানে চলেছিলাম, বললেন জাবিদ খাঁ।

—আমার কাছে ? আকাশ থেকে পড়লেন যেন আমির খাঁ। সঙ্গে সঙ্গে উধম বাঈয়ের কথা মনে পড়ে গেল। সে পাঠায়নি তো একে ? নিজের কথা বেমালুম চেপে গেলেন।

জাবিদ খাঁ বললেন, সময় হবে কি খাঁ সাহেবের ? অনুনয়ের রেশ থাকে কথায়।

—নিশ্চয়ই। সময় হবে না, একশোবার হবে। আপনার মত অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। অধীনের কুটীরে তাহলে পদার্পণ করবেন কি ? অতি বিনয়ের ভান করলেন আমির খাঁ।

জাবিদ খাঁ বললেন,

—হ্যাঁ, একটু প্রয়োজন ছিল। গোপনে হলেই ভাল হয়।

আপন অশ্বের মুখ ফেরালেন আমির খাঁ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওঁরা উপস্থিত হলেন আমির খাঁর প্রাসাদে। অশ্ব থেকে নামলেন আমির খাঁ। ভৃত্য এসে জাবিদ খাঁর অশ্ববল্গা ধরে দাঁড়াল। জাবিদ খাঁও নামলেন।

ওঁরা দুজনে এসে বাইরের মহলে বসলেন। আমির খাঁই কথা পাড়লেন।

খাঁ সাহেবের আগমনের কারণ জানতে পারি কি ?

—বিশেষ একটি কারণে এলুম, খাঁ সাহেব। একটু ভীত ভাবেই যেন বললেন জাবিদ খাঁ।

—বলুন।

—একটু ইতস্তত করে বললেন জাবিদ খাঁ, ব্যাপারটাতে যদিও আমার নাক গলান উচিৎ নয় এবং একটু পরে যদিও সবাই জানবেন তবু, মানে আজই আমার জানবার প্রয়োজন বলে আজ এলুম।

—বলুন কি প্রয়োজন ?

—তার আগে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, সম্রাটকে জানাবেন না যে আমি আপনার কাছে কোন ব্যাপারের জন্য এসেছিলুম।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। অবশ্য এক সর্ত্তে যে, আমিও আপনার কাছে কিছু জানতে চাইলে সত্যিকারের জবাব দেবেন এবং আমার এ কৌতূহলের কথা সম্রাটের কাছে গোপন রাখবেন।

একটু যেন ভাবনায় পড়ে গেলেন জাবিদ খাঁ। কি জানতে চান আমির খাঁ। মনে হোল আগে সেটা শুনে নেওয়াই যাক। বললেন, আপনিই আগে বলুন খাঁ সাহেব, কি আপনার জ্ঞাতব্য।

—খুব বেশী নয়, আপনার কথা আপনি আগে আমাকে নির্ভয়ে বলতে পারেন। খুবই সহজভাবে কথা কয়টি বললেন আমির খাঁ।

জাবিদ খাঁ বললেন, আজকের দরবারের বিশেষ অধিবেশন সম্বন্ধেই আমার জানবার প্রয়োজন।

—যেমন ?

—কি নিয়ে এই অধিবেশন এবং কেন ?

আমির খাঁ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার জাবিদ খাঁকে দেখে নিলেন। কিসের একটা সন্দেহ হোল তাঁর মধ্যে। আবার একটু আশার সঞ্চার হোল। জাবিদ খাঁর স্বার্থও তবে এর মধ্যে জড়িত। তাহলে আমির খাঁর স্বার্থও সিদ্ধ হতে পারে। উজিরের বিরুদ্ধে মোগল হারেমের খবর রাখা সম্ভব হবে এর মাধ্যমে। বাদশার গতিবিধিও ভাল করে জানতে পারবেন আমির খান। জাবিদ খাঁকে হাতে রাখতেই হবে। বললেন তিনি, আজকের বিশেষ অধিবেশন গড় মুক্তেশ্বরে জাঠদের মোগল হারেম লুঠ করা নিয়ে। কোকিজিই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বাদশা একথা জানতে পেরেছেন। তিনি তাই তাকে আজীবন অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করবার আদেশ দিলেন।

জাবিদ খাঁ যেন এই সংবাদে একটু উৎফুল্লই হলেন। তীব্র-বুদ্ধি আমির খাঁ লক্ষ্য করলেন তার ভাব পারবর্ত্তন। মুহূর্ত্তে আঁচ করে নিলেন যে—কোকিজির সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না জাবিদ খানের। সন্তুষ্টই হলেন এ সংবাদে তিনি।

জাবিদ খাঁ প্রশ্ন করলেন, আর কোন সংবাদ আছে ?

—আপাতত নেই, প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে সরবরাহ করতে পারি।

—ধন্যবাদ। বললেন জাবিদ খান।

এবার আমির খাঁ বললেন—এবার আমাকে কয়টি সংবাদ সরবরাহ করা হলে, বাধিত হব।

—বলুন ?

—আচ্ছা, মোগল হারেমে উধম বাঈ বলে কোন নর্ত্তকী নতুন এসেছে ?

একটু ভাবতে লাগলেন জাবিদ খাঁ। মনে করতে পারলেন না যেন এমন কোন নাম। বললেন, না ত ?

—আপনি ঠিক জানেন ?

জাবিদ খান বললেন,—সঠিক বলতে পারব না। মোগল হারেম সমুদ্র-সদৃশ। সেখানে কোন রত্ন লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে।

—আপনি খোঁজ নিতে পারেন ?

আপ্রান চেষ্টা করব। একটু থেমে জাবিদ খান বললেন, আরো কিছু জানবার আছে আপনার ?

—হ্যাঁ আরো একটা কথা জানবার আছে। আপনার পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হবে। কিন্তু জানতে পারলে বাধিত হব আমি। এবং প্রতিদানে আপনারও উপকার করতে ত্রুটি করব না।

—বলুন ? প্রশ্ন করলেন জাবিদ খাঁ।

আমির বললেন,—কোকিজিকে দিল্লী প্রাসাদের কোন হারেমের অন্ধ প্রকোষ্ঠেই আটক রাখা হবে। দু-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনি সে কথা জানতে পারবেন।

—হয়তো জানতে পারব।

—মেহেরবানি করে, তার কাছে আপনাকে একটু যেতে হবে। জানতে হবে, সে উধম বাঈয়ের কোন খবর জানে কিনা।

—এই ?

—হ্যাঁ। আপাতত আমার আর কিছু জানবার নেই।

উঠে পড়লেন জাবিদ খান। যাবার আগে বলে গেলেন, আমি যথা শীঘ্র আপনাকে সংবাদ দেবার চেষ্টা করব।

—ধন্যবাদ, বললেন আমির খাঁ।

ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন জাবিদ খান। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল। জাবিদ খান আবার দিল্লী প্রাসাদের দিকে চললেন। দ্রুত চলে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদ সীমায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মন নিতান্ত চঞ্চল আজ। যে দুটি গভীর কালো চোখ দেখেছেন তিনি প্রাসাদে তার মায়া তাঁকে ঘন ঘন হাতছানি দিচ্ছে যেন। বারে বারে মনে হতে লাগল কতক্ষণে তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারবেন।

কিন্তু রাত্রিতে হারেমে প্রবেশ নিষেধ। সেখানে সশস্ত্র নারী প্রহরীরা পাহারা দেয়। জাবিদ খান পরিদর্শক হলে কি হয়, রাত্রিতে তাঁরো প্রবেশাধিকার নেই হারেমে।

কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে না গেলে কিছুতেই চলবে না জাবিদ খানের। সেই কালো দুটি চোখ যেন তাঁকে অনবরত ডাকছে। অসীম সাহসে ভর করে জাবিদ খাঁ—নতুন মহলের দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাবসি রমণী মেহের সেখানে প্রধান প্রহরিণী। জাবিদ খাঁ তাকে চেনেন। তিনিই নিযুক্ত করেছেন মেহেরকে। আশায় ভর করে সেই দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

দ্বারের অস্পষ্ট আলোকে দূর থেকেই মনুষ্যমূর্ত্তি দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল মেহের, কে?

দ্রুত তার কাছে ছুটে আসলেন জাবিদ খান। বললেন, আস্তে, বিবিজান আমি।

এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন মেহের, ও খান সাহেব। তা' হঠাৎ অসময়ে।

—প্রয়োজন আছে বিবিজান। একটু গোপনীয়।

মেহেরের সঙ্গে গোপনীয় ব্যাপার। কি এমন কাজ। একটু চিন্তায় পড়ে গেল যেন মেহের। তার মুখে কোন ভাষা জুটল না।

জাবিদ খানই বললেন—শোন বিবিজান, একটা কাজ করে দিতে হবে।

কিছু বলতে পারল না মেহের। তার এই দীর্ঘ দিনের জীবনে এমনটি দেখেনি সে কখনো।

জাবিদ খান ভাবলেন সুযোগ পেয়ে মেহের দর উঠাতে চায়। কিন্তু আজ তিনি দিল্‌দরিয়া, বললেন,—পুরস্কার পাবে ভেবে দেখ।

আরো অবাক হোল মেহের। কি এমন কাজ, যার জন্য, জাবিদ খানের মত লোকও পুরস্কার দিতে রাজী। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে। কিন্তু পুরস্কারের কথা শুনে লোভও হোল প্রচুর। এতক্ষণে সাধারণ বুদ্ধি ফিরে এল তার।

সে বলল, বলুন কি করতে হবে।

—হারেমে যেতে দিতে হবে আমাকে।

—কবে ?

—আজ, এই এখনই।

গরজ বড় বালাই। ঝোপ বুঝে কোপ বসাল মেহের। বলল,. খান সাহেব, আপনারাই হর্ত্তাকর্ত্তা। আপনারই বিধান দিয়েছেন—রাত করে কোন পুরুষের হারেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আপনারাই আবার তা ভঙ্গ করছেন ? আমি নিছক হারামি করতে পারব না হুজুর। আমি কর্তব্যে অবহেলা করতে পারব না।

জাবিদ খান বললেন, তোমার কোন ভয় নেই মেহের। শুধু কথাটা গোপন রাখবে। আমি আর তুমি জানব কেবল। প্রচুর বখশিস মিলবে।

—কিন্তু জানাজানি হলে যে গর্দান যাবে, খান সাহেব।

—তুমি না জানালে কে আর জানবে বল ?

মেহের বলল, হুজুর একাজ করে হারেমে সাহস করে থাকা চলবে না। দেশে পাড়ি দিতে হবে। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা না করে আমি কোন কিছু করতে পারব না।

জাবিদ খান বুঝলেন, বেশ কিছু চাচ্ছে মেহের। আজ তিনি অনেক কিছু দিতেই রাজি। এতকাল ধরে বহু কামিয়েছেন। আজকে তার কিছু গেলে বিশেষ কিছু এসে যাবে না। বললেন,—বেশ তোমার ভবিষ্যতের ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি। এবার রাজি ?

মেহের এমন ভাব দেখাল, যার অর্থ এই যে, রাজি না হয়ে আর করি কি বলুন ? আপনারাই হর্ত্তা-কর্ত্তা, ভাগ্য-বিধাতা।

জাবিদ খান বললেন, —কাল আমার সঙ্গে দেখা কর। তোমার প্রাপ্য মিটিয়ে দেব আমি। জাবিদ খান মেহেরের পাশ দিয়ে মৃদু আলো পার হয়ে হারেমে প্রবেশ করলেন।

হারেমে তখন নৈশ জীবন চলেছে। কেউ ঘুমিয়েছে। কেউ বা অন্তর্জ্বালায় জ্বলছে। কেউ বা গোপনে মনের মানুষ ডেকে এনেছে। যার ভাগ্য ফিরেছে তার কক্ষে হয়তো বাদশা স্বয়ং এসেছেন। তবে বাদশা অধিকাংশ সময় একজনকেই কেন্দ্র করে চলেন। এতদিন কোকিজিই ছিল তাঁর মূল আকর্ষণ। কিন্তু আজ আর তা হবে না। এইমাত্র আমির খানের কাছ থেকে তার ভাগ্য সম্বন্ধে শুনে এসেছেন জাবিদ খান। সম্ভবত বাদশা আজ বেগম মহলে আসবেন না।

দৃষ্টির আড়ালে অন্ধকারে ঢাকা গলি দিয়ে জাবিদ খান অসীম সাহসে ভর করে নতুন মহলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে তিনি নতুন মহলের অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বুকটা আশা আশঙ্কায় টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল। সেই আয়ত দুটি গভীর কালো চোখ তার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে কি? যদি অন্য কিছু ······।

নতুন মহলের বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালেন জাবিদ খান। একি! ঘরে কাদের গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছে না? তাইতো, বৈজু বেগমের মহলে আবার কে এল? সম্রাট কি? কিন্তু কোনদিনতো এদিকে তাঁকে আসতে দেখা যায়নি। তিনি বরাবর কোকিজির মহলেই থাকতেন। আজকে কোকিজি নেই। হঠাৎ নতুন কাকে আবিষ্কার করলেন। বেগম মহলের সব খবর তিনি রাখেন কি? আবার নতুন সন্দেহ হোল। বৈজু বেগমের কোন গোপন প্রণয়ী নয়তো। মোগল হারেমে এত হামেশাই চলেছে। গভীর আগ্রহে আরো এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালে কান পাতলেন জাবিদ খান।

ভেতরে কথা হচ্ছে।

নারী কণ্ঠ বলছে,—সম্রাটকে ধন্যবাদ। এ বাঁদীর উপর তাঁর অসীম করুণা।

একি—এযে সম্রাট! শোনা উচিৎ হবে কি তাঁর? কিন্তু কি যেন তাঁকে দেওয়ালের সঙ্গে আটকে রেখে দিল। শুনতে লাগলেন তিনি। অভ্যন্তরে সম্রাট বলছেন:

—কোকিজিকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছি। বাকী রয়েছে উজির। এখন ওকে কিছু বলা যাবে না। আসফজা দাক্ষিণাত্যে গেলেই দেখব। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত, বেগম?

নারীকণ্ঠ বলল, এ বাঁদীর কোন অভিমত নেই খোদাবন্দ্। আপনার মর্জিই আমার অভিমত।

কথা বন্ধ হল। কিসের একটা আওয়াজ হোল। জাবিদ খান বুঝতে পারলেন সম্রাট বৈজুকে আলিঙ্গন করেছেন।

এরপর আর অপেক্ষা করা উচিৎ নয়। সম্রাট সমস্ত রাত বেগম মহলেই থাকবেন। বৈজু বেগমকে যে সংবাদ দেবার ছিল, সেত সম্রাট নিজ মুখেই তাকে বললেন। সুতরাং তাঁর আর প্রয়োজন নেই। নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়ে ফিরতে লাগলেন জাবিদ খান। কিন্তু সেই দুটো চোখ, আরো জ্বলন্তভাবে যেন ডাকছিল তাঁকে নতুন মহলের দিকে। জাবিদ খান আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

কিন্তু আকাংখা তাঁর উন্মত্তের মত ঘুরতে লাগল নতুন মহলের চতুর্দিকে।

পরদিন যথা সময়ের পূর্ব্বেই জাবিদ খান হারেম পরিদর্শনে প্রস্তুত হলেন। মামুলি দুটি কাজ সেরে তিনি নতুন মহলের দিকেই দ্রুত এগিয়ে গেলেন। কিন্তু গতকালের সেই গভীর দুটো কালো চোখ তখন আর বাতায়ন পথে অপেক্ষা করে ছিল না।

—কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন জাবিদ খান।

তাঁর মনে হোল যথা সময়ের পূর্ব্বে এসেছেন তিনি। হয়তো বৈজু বেগম ভাবতেও পারেনি যে জাবিদ খান তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। সুতরাং অপেক্ষা করতে লাগলেন জাবিদ খান।

ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে গভীর কালো দুটো চোখ ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত ধীরে ধীরে যেন বাতায়ন পাশে ভেসে উঠল। সমস্ত বুকের মধ্যে একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল জাবিদ খানের। দেখলেন বৈজু বেগম দাঁড়িয়েছেন নতুন মহলের বাতায়ন পথে। কি যেন

একটা বিরাট আকর্ষণ তার। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে টানে ঠিক তেমনি। বিমুগ্ধের মতন জাবিদ খান সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

মায়াবী কণ্ঠে ডাকলেন বৈজু বেগম, খাঁ সাহেব।

—হুকুম করুন বেগম সাহেবা।

—কৈ, কালতো আমার সংবাদ নিয়ে এলেন না ?

কি বলবেন জাবিদ খান। একটা মিথ্যে অজুহাত ভাবতে লাগলেন। বলা যায় না যে কাল রাতে তাঁদের নৈশবিহারের সময় তিনি পাশেই ছিলেন। বললেন,

—রাত হয়ে গেল, আর হারেমে প্রবেশ করতে পারলুম না বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা যেন কিছু জানেন না এমন একটা ভাব মুখে টেনে বললেন, বলুন কি খবর এনেছেন।

কি আর বলবেন, সব তো তার জানাই। তবু জাবিদ খান অভিনয় করলেন,

—কাল বিশেষ অধিবেশনে কোকিজিকে বাদশার জীবননাশের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করে চিরদিনের জন্য অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

—এই কঠোর শাস্তির ফরমান কি দরবারের সমস্ত আমির-ওমরাহেরা সম্পূর্ণ একমত হয়ে অনুমোদন করলেন ?

—তাইতো শুনেছি। জাবিদ উত্তর দিলেন যেন কৃতার্থ হয়ে।

—আর ?

—আপাতত নতুন খবর কিছু দেবার নেই বেগম সাহেবা।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার পরিশ্রম স্বীকারের জন্য। মধুর ঝঙ্কার উঠে বাতায়নের ওপারে।

জাবিদ খান বৈজু বেগমের মুখের দিকে তাকালেন। দুই চোখ দিয়ে প্রচুর লোভ ছড়াচ্ছেন বেগম। জাবিদ খানের মনে হোল মুহূর্তে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাঁকে। চেতনা অবলুপ্তির অন্ধকারে পাক খেয়ে মরতে লাগল।

বেগম সাহেবা এবারে মোহিনী ভঙ্গিতে বললেন,—আচ্ছা খাঁ সাহেব—আপনার বাসস্থান কোথায় বলতে পারেন ?—

—ঠিক মনে পড়ছে না। আমি শৈশবে ভারতবর্ষে যেন ভাসতে ভাসতে এসেছি। কিন্তু কেন বেগম সাহেবা ? জাবিদ খান আবার তার মুখের দিকে তাকালেন।—চমকে উঠলেন তিনি, বেগম সাহেবা কি চান ? তার চোখে মুখে এ বিরাট আকর্ষণ কেন ?

বেগম সাহেবাও বুঝি সমস্ত ভাবান্তরগুলি লক্ষ্য করছিলেন জাবিদ খানের। সমস্ত অন্তরটা বুঝি এক মুহূর্তে পাঠ করে নিয়েছিলেন তার। বুঝতে পেরেছিলেন, জাবিদ খানের মনের গতি কোন্ দিকে। তাই অবিশ্বাস্য একটি কথাই বললেন বৈজু বেগম। বেগম বললেন, আপনি বড় সুন্দর খান সাহেব।

সুন্দর! জাবিদ খান সুন্দর, একথা বৈজু বেগম বললেন! সমস্ত দেহমনে আগুন ধরে গেল জাবিদ খানের। মনে হোল এই মুহূর্তে সমস্ত বাধা নিষেধের বেড়া ভেঙ্গে ঝাপিয়ে পড়েন বেগমের বুকে।

কিন্তু তার উপায় নেই। তাই অনুরাগে আরক্ত প্রেমিক প্রত্যুত্তর করলেন প্রিয়াব রূপ প্রশস্তি দিয়ে,—আপনার চেয়েও সুন্দর বেগম সাহেবা ?

বেগম সাহেবা তার দিকে তাকিয়ে তাকি'য় একটু ইঙ্গিতময় হাসি হাসলেন।

—আমি কি খুবই সুন্দরী ? সহাস্যবদনে শুধান তিনি।

—খুবই সুন্দরী, হুরীর চাইতেও সুন্দরী বেগম সাহেবা, গদ গদ হয়ে বললেন জাবিদ খান।

মোহিনী হাসি হাসলেন বৈজু বেগম। তার দিকে তাকিয়ে বললেন, লোকে তাই বলে। কিন্তু এ রূপের যোগ্য পাত্র কৈ খান সাহেব।

কি বলছেন বেগম সাহেবা। পায়ের তলায় মাটি যেন সরে গেল জাবিদ খানের।

বেগম বললেন, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।

হৃদপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে যাবে নাকি জাবিদ খানের? দুহাতে বুকটা চেপে ধরলেন তিনি।

—কাল আসবেন ?

উদভ্রান্তের মত শুধু সেই মোহিনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন জাবিদ খান।

আট

দরবারে স্থান পেয়েছেন। কোকিজির অন্ধ প্রকোষ্ঠে চির নির্ব্বাসন হয়েছে। তবু যেন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি আমির খান। কোকিজির উপর তো তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না। কোকিজির অপসারনেও তাঁর লাভ ক্ষতি কিছুই হবেনা। তিনি আশা করেছিলেন দরবারে তুরাণী দলের ক্ষমতা হ্রাস এবং ইরাণী দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি। সম্রাটের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে সে দিকে কোন আশাই নেই। আবার দেখতে দেখতে কামরুদ্দিন সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন। নতুন সুন্দরী উপহার দেবেন। আবার সম্রাটকে আবদ্ধ করবেন। রূপের জালে। যে জাল তারিই পক্ষে আসত যদি উধম বাঈকে রক্ষা করতে পারতেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য চেষ্টা করেও তাকে রাখতে পারলেন না তিনি। ঝড়ের মত জাঠরা এসে কোথায় তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। উধম বাঈয়ের শেষটুকু না জেনে কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছেন না আমির খান। তাঁর বহু আশায় রচিত স্বপ্ন-সৌধ এক মুহূর্তে ধুলিসাৎ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

কিন্তু উধম বাঈয়ের খবর তিনি কোথায় পাবেন? পরিচিত দুনিয়াতে কেউ তার খবর দিতে পারবেনা। একমাত্র অন্ধগৃহে অন্তরীন কোকিজি জানতে পারে তার কথা।

কোকিজির কাছে জাবিদ খাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছেন তিনি· কিন্তু কোকিজিকে জানলেও সে কথা আর বলবেন?

হ্যাঁ, জানা যেতে পারে যদি, কোকিজিকে বোঝান যায় যে উধম বাঈয়ের জীবনের উপর কোকিজির ভবিষ্যৎ মুক্তি করছে। একমাত্র উধম বাঈএর অনুরোধই সম্রাটকে কোকিজির প্রতি দয়াদ্র করতে পারে।

এবিষয়ে একমাত্র জাবিদ খানই তার সহায়। আল্লাহ্ই তাকে সময় মত জুটিয়ে দিয়েছেন। এই জাবিদ খাকে দিয়েই কার্য্য উদ্ধার করতে হবে।

ধীরে ধীরে লোভের টোপ রেখে হাত করতে হবে তাকে। আমির খাঁ আজ তাই জাবিদ খানকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমির খা ভাবতে লাগলেন—জাবিদ খাকে যেমন হাতে রাখতে হবে,—তেমনি উজির কামারুদ্দিনের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দেখতে হবে ইতিমধ্যে অন্য সৌন্দর্য্যের মোহে যেন সে সম্রাটকে জড়িয়ে না ফেলতে পারে। অবশ্য তার গতিবিধির উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ পর্যান্ত নতুন সৌন্দর্যের সংগ্রহের কোন খবর পাওয়া যায়নি। আমির খান অবশ্য দ্বিতীয় উধম বাঈয়ের জন্য দিল্লী চষে দেছেন। কামরুদ্দিনের আগেই তাকে নতুন হুরীর অনুসন্ধান দিতে হবে বাদশাকে।

হঠাৎ আমির খানের চিন্তা বাধা প্রাপ্ত হোল বাঁদী এসে সংবাদ জানাল, জাবিদ খান দেখা করতে এসেছেন।

জাবিদ খান! চমকে উঠলেন যেন আমির খা। এতক্ষণ যে তিনি তারিই অপেক্ষা করছেন। বললেন, কৈ? শিগ্‌গীর নিয়ে এস তাকে এখানে।

সেলাম জানিয়ে বাঁদী চলে গেল। কিছু কালের মধ্যেই জাবিদ খা এসে কক্ষে ঢুকলেন। তাকে দেখেই বিরাট একটা সম্মানের ভাব দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আমির খা—এই যে আসুন খা সাহেব।

জাবিদ খান আসন গ্রহণ করলেন। আমির খান বললেন,—

—কোন সংবাদ পেলেন?

—না।

কিন্তু আমার যে নিতান্ত প্রয়োজন। একটু যেন অধীর হয়েই বললেন আমির খান।

—ভাববেন না, খান সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে খবর দিতে পারব।

—কোন উপায় হয়েছে ?

—হ্যাঁ, পেয়েছি বলে বোধ হয়।

—বড় উপকৃত হব, চোখে একটা বিরাট আগ্রহ ফুটিয়ে আমির খাঁ বললেন।

—আব আপনাকে বলতে হবেনা , একটু বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বললেন জাবিদ খাঁ।

আমির খাঁ একটু পরে এলেন জাবিদ খানের কাছে, আর একটা খবর দিতে হবে খাঁ সাহেব।

—বলুন।

—হারেমের খবর দিতে পারবেন ?

একটু নীরব থাকলেন জাবিদ খাঁ। আমির খাঁ লোভদেখালেন তাকে—

—আপনার ভালই হবে। আমার স্বার্থকে যদি দেখেন। আপনার স্বার্থকেও আমি পরিপূর্ণ রক্ষা করে চলব। আমির খান এই বলে তাকালেন জাবিদ খানের দিকে।

—বলুন ? বললেন জাবিদ খান।

—মোগল হারেমে নতুন কোন রূপসীর আমদানি হয়েছে ?

জাবিদ খাঁ বুকের মধ্যে কিসের যেন একটা আঘাত অনুভব করলেন। বিরাট দুটো অপেক্ষার চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলেন।

আমির খান। জাবিদকে চুপ করে থাকতে দেখে কিসের একটা সন্দেহ যেন ঘনতর হোল আমির খানের মধ্যে।

—বলুন? অধৈর্য্য হয়েই বললেন আমির খান, না।

একটু ইতস্তত করে বললেন জাবিদ খান।

'না।' কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন আমির খান। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ্য করলেন জাবিদ খানকে। দেখলেন জাবিদ খান স্পষ্ট করে এবিষয়ে কিছু বলতে রাজি নন। তাই অন্য ভাবে কাজটা আদায় করতে চেষ্টা করলেন তিনি। বললেন, আচ্ছা আর একটা খবর দিতে পারবেন?

—চেষ্টা করব। বলুন।

—বাদশা, কি এখন অন্দর মহলে যান।

কি একটু ভাবলেন জাবিদ খান। তার পর বললেন, হ্যাঁ, যান।

—কার কাছে?—

আবার চুপ করে গেলেন জাবিদ খান। কার কাছে সে নামটি তিনি বলতে রাজি নন। সে তার বড় প্রিয় নাম।

লক্ষ্য করলেন আমির খান। বললেন, নাম বলতে বাধা আছে?

—আজ্ঞে সেইরকম।

—বেশ, নামে আমার প্রয়োজন নেই শুধু বলুন, বেগম মহলে সে নতুন কিনা?

আমির খান জানতে চান, কামরুদ্দিন নতুন কোন রূপসী সরবরাহ করেছেন কিনা বেগম মহলে।

এবার জাবিদ খান বললেন, না। নতুন নয়। বাদশাহেরই বেগম তিনি। পুরানো।

পুরানো কি নতুন জাবিদ খান নিজেও জানেন না। কিন্তু বেগন নাম যুক্ত থেকে কল্পনা করে নিয়েছেন যে পুরানো।

তা শুনে আমির খান একটু হতাশ হলেন যেন।

জাবিদ বললেন, আমি এবার তা হলে উঠি। সময় মত খবর দেব। চলে গেলেন তিনি।

স্থির দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবতে লাগলেন আমির খান। তারপর হঠাৎ একবার উঠে দাড়ালেন। কি মনে করে বাইরে এসে তিনি অশ্ব প্রস্তুত করতে বললেন ভৃত্যকে। অবশেষে তারপর অশ্বপৃষ্টে বেরিয়ে পড়লেন।

অপর দিকে আনমনে দিল্লী প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জাবিদ খান পথিমধ্যে দেখা হোল তাঁর কামরুদ্দিনের এক ভৃত্যের সঙ্গে। আসরাফ তৎক্ষনাৎ মাটিতে নেমে সালাম জানাল তাঁকে।

আসলে এদেখা অকস্মাৎ নয়। কামরুদ্দিনের নির্দ্দেশে জাবিদ খানের উপর সতর্ক দষ্টি রাখছিল আসরাফ।

জাবিদ খানকে আজ কামরুদ্দিনেরও নিতান্ত প্রয়োজন। কোকিজ্বির অপসারনের পথে হারেমে তাঁর কোন হাত নেই বললেই হয়।

অথচ হারেমের খবর না রাখলে উজিরের পদে অধিষ্ঠিত থাকাও সম্ভব নয়। শেষ মোগম সম্রাটদের উপর হারেমের প্রভাব প্রচুর। জাবিদ খানকে আমির খানের আবাসে যাতায়াত করতে দেখে তিনি নিতান্ত শঙ্কিত বোধ করছেন। সুতরাং তাকে প্রত্যক্ষ আমন্ত্রন করবার কথা ভাবছেন তিনি।

আসরাফ সেলাম জানিয়ে গতিরোধ করে দাড়ালে, থামলেন জাবিদ খান জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি?

—আমি আসরফ। উজির সাহেবের বান্দা।

—কি চাই।

—উজির সাহেব একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন।

কেমন সন্দেহ হোল জাবিদ খানের, বললেন, তা হঠাৎ একবারে পথের মাঝখানে নিমন্ত্রন।

উপস্থিত বুদ্ধিতে আসরাফ কম নয়। বলল, হুজুর আপনার ওখানে গিয়েছিলাম আমি—দেখা পাইনি, ফিরছিলাম—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিলেন আসরাফকে জাবিদ খান।

—কোন চিঠি আছে ?

—আজ্ঞে, জনাব। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে একখানা চিঠি বের করে জাবিদ খানের হাতে রাখল আসরাফ।

জাবিদ খা পড়লেন, সত্যি উজির তাকে দেখা করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। সে চিঠিতে আবেদনের সুরই প্রবল।

কি একটু ভেবে বললেন, জাবিদ খান—, বেশ চল।

পশ্চিম দিকে অশ্বের গতি ফেরালেন জাবিদ খান।

কামরুদ্দিনও যেন উৎকণ্ঠা নিয়েই অপেক্ষা করছিলেন জাবিদ খানের। তাঁকে দেখতে পেয়েই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

উপবেশন করলেন জাবিদ খান। পদ মর্য্যাদায় তিনি ছোট হলেও খুব হেয় নন।

বাদশাহের হারেমের পরিদর্শক তিনি। ব্যক্তিগত ভাবে অনেক সময় বাদশার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সুতরাং তাঁকেও অনেক পদস্থ ব্যক্তিরা সমীহ করে চলেন।

জাবিদ খানই বললেন, কি মনে করে খান সাহেব।

আমির খানের মত দীর্ঘ ভনিতা করলেন না কামরুদ্দিন। জাবিদ খাঁকে তিনি চেনেন। বললেন, অনেক সময় নষ্ট করব না আপনার এবং স্পষ্ট করেই আমি বলব। বুঝতেই পারছেন যে স্বার্থের ব্যাপার না হলে আপনাকে বিরক্ত করিনি। সামান্য একটু প্রয়োজন আছে আপনার কাছে আমার।

—কি প্রয়োজন বলুন?

—তার আগে তার একটু কথা বলে নেওয়া ভাল। আমি জানিয়ে রাখছি আমার স্বার্থ যদি সিদ্ধ হয় আমি আপনার স্বার্থ রক্ষা করব এবং আপনাকে আপনার যথাযোগ্য প্রাপ্য দেব। এই সূত্রে সন্ধি করতে আপনি রাজি আছেন কি?

ব্যাপার যে গুরুতর একথা বুঝলেন জাবিদ খান। কিন্তু স্বার্থ তাঁরও কিছু সাধন করবার আছে। সুতরাং আমির ও কামরুদ্দিন, উভয়কে তিনি হাতে রাখতে চাইলেন। বললেন, দেখুন উজির সাহেব। আপনার যেমন স্বার্থ, আমারও তেমনি স্বার্থ আছে। সুতরাং আমার স্বার্থ রক্ষা করলে নিশ্চয়ই আমি আপনার স্বার্থ সাধনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করব না।

কামরুদ্দিন বললেন, এইতো স্পষ্ট কথা এবং স্পষ্ট কথাই পছন্দ করি। তবে শুনুন, হারেমের কিছু খবর আমাকে দিতে হবে।

—বলুন।

উধম বাঈয়ের কথাই ভাবছিলেন কামরুদ্দিন। সেদিন গোপনে তার সঙ্গে দেখা করেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যে উধম বুদ্ধিমতী। আমির খাঁ তাকে আমদানী করলেও তাকে দিয়ে উজিরের স্বার্থও সিদ্ধ হতে পারে। তিনি বললেন,—আচ্ছা হারেমে কি উধম বাঈকে রাখা হয়েছে?

কামরুদ্দিন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নন—যে জাঠরা সেদিন রাত্রে তাকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে।

জাবিদ খাঁ যতটুকু জানেন সত্য কথাই বললেন। বললেন, না হারেমে উধম বাঈ বলে কেউ নেই।

—নেই, সত্যি ?

—মিথ্যে বলে আমার লাভ ?

আশ্বস্ত হলেন কামরুদ্দিন। উধম না থাকে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমির খানের হাতে পড়লেই সর্ব্বনাশ।

তিনি আর একটি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা হারেমে কোন নতুন নর্ত্তকীর আমদানি হয়েছে ?

—উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু আমদানি হয়নি ?

আরও একটু শান্ত হলেন কামরুদ্দিন যাক—আমির খাঁ তাহলে নতুন কোন মোহিনীকে পাঠাতে পারেনি। একটা বিরাট চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েই যেন তিনি কিছুটা বিশ্রাম নিলেন।

জাবিদ খাঁ বললেন, আর কিছু জানবার আছে ?

—আপাতত নেই। তবে ভবিষ্যতে মাঝে মাঝেই হয়তো বিরক্ত করব।

—ভাল। তাহলে এবার আমার পুরস্কার ? জাবিদ খাঁ বললেন।

কামরুদ্দিন তার দিকে একটু হেসে তাকালেন,—ভাববেন না, আপনার পুরস্কার নিশ্চয়ই মিলবে। কারণ ভবিষ্যতেও আপনাকে আমার প্রয়োজন হবে। আপনাকে ছয় হাজারী মনসবদার করা হবে এবং কালই তা ঘোষনা করব।

এইবার নত হয়ে কুর্নিশ করলেন কামরুদ্দিনকে জাবিদ খান। তারপর উঠে দাঁড়ালেন,

এবার তাহলে আমি জনাব। আবার কুর্নিশ করে আপ্যায়িতের ভঙ্গীতে বললেন জাবিদ।

—আসুন।

বাইরে এলেন জাবিদ খান।

ওদিকে জাবিদ খানের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে আমির খাঁ চলেছিলেন আসাদ ইয়ার খানের সঙ্গে দেখা করতে। উধম বাঙ্গী এবং রাজনৈতিক পবিস্থিতি নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। আসাদ ইয়ার খান ভাবতীয় মুসলমান হলেও প্রচুব বুদ্ধিব অধিকারী। সুতবাং আসাদের কাছেই মূল্যবান পবামর্শ লাভেব আশায় এসেছিলেন আমিব খাঁ।

এসেই দেখলেন আসাদ খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাইবে যাবাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ব্যাপার কি ?

একটু দ্রুতই এগিয়ে গেলেন তিনি আমাদের কাছে কি অলিন্দে ? আসাদ এতক্ষণ দেখতে পায়নি আমিরকে।

হঠাৎ চমকে উঠে ডাকলেন তিনি, এই যে খাঁ সাহেব, সংবাদ শুনেছেন ? তার মুখে চোখে একটা ভয়ের ভাব।

—সংবাদ ! কি সংবাদ ! আশ্চর্য্য হলেন আমিব খাঁ।

—বলেন কি, আপনি জানেন না। আমি তা আপনারই ওখানে চলেছিলাম। নাদিব শা অতর্কিতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছেন। উত্তব পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এসে গেছে তাব সৈন্য।

—কি বললেন ? সজোবে ছুটে গিয়ে আসাদেব কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানতে চাইলেন আমির খাঁ।

—হ্যাঁ, এই মুহূর্তে সংবাদ পেলাম তাই।

—কাব কাছে ?

—মহম্মদ ইসাকের কাছে। সংগ্রাহক সংবাদ পাঠিয়েছিল। আপনাকে জানান হয়নি ?

—নাতো ! আকাশ থেকে যেন পড়লেন আমির খাঁ। এতক্ষণ স্বার্থের জাল বুনে চলেছিলেন কল্পনার মধ্যে। তা যেন অকস্মাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আসাদবললেন, তাহলে এতক্ষণ মহাম্মদ ইসাকই হয়তো আপনার ওখানে গিয়ে থাকবেন। চলুন।

চোখের পলকে উভয়েই ঘোড়ায় উঠে পড়লেন। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ওঁরা।

সত্যি মহাম্মদ ইসাক আমির খাঁর ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। ওদের দুজনকে দেখেই চীৎকাব করে উঠলেন তিনি, এই যে সর্ব্বনাশ হয়েছে।

—জানি। গম্ভীরভাবে বললেন আমির খান।

—এবার উপায় ? ইশাক বললেন।

—ভাবতে হবে।

গভীর মন্ত্রণা বসে গেল আমির খানের প্রাসাদে।

—নাদির শাহের আক্রমণে আমাদের ভয় নেই। আমরাও পার্শিয়ান, নাদিরও পার্শ্যত্ব সাহা, ইশাক বললেন।

আসাদ বললেন,—আমরা নাদিরকে সাহায্য করি। এর ফলে আমাদেরই জয় হবে। নাদিরের জয় হলে দিল্লী দরবার থেকে তুরাণী দলের অপসারণ অবশ্যম্ভাবী।

—না। গম্ভীরভাবে বললেন আমির খাঁ।

—কেন ?

—ভারতবর্ষ থেকে বিদেশীকে সাহায্য করে সাময়িকভাবে দরবারে প্রাধান্য থাকলেও চিরকাল তা রাখা যাবে না। সুতরাং নাদিরকে

বিদেশী বলেই ধরে নিতে হবে। আমরা মুহাম্মদ শাহকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সাহায্য এবং উৎসাহ দেব। এভাবেই আমরা সম্রাটের সুনজরে পড়তে পারি।

—কিন্তু সম্রাট যদি পার্শিয়ান ভেবে, এই সময় আমাদের উপর বিরূপ হন।

—বিরূপ হন, তাঁর ভ্রান্ত ধারনা, দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। তবু নাদিরকে সাহায্য করা চলবে না।

একি! হঠাৎ আমির খানের মত ষড়যন্ত্র পটু লোকের মুখে দেশাত্ম বোধক কথা। হ্যাঁ, কারণ আছে বৈইকি।

আমির খান জানেন যে, সম্রাট তাহার উপর বিরূপ হতে পারবেন না। ইরাণীদের সাহায্যেই এই মুহূর্তের তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে তুরাণী বাহিনী আসফজার অধীনে দাক্ষিণাত্য রয়েছে। অল্পদিনের মধ্যে দিল্লী এসে পৌছান তাদের সম্ভব নয়। অপর পক্ষে কামরুদ্দিন নিজে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী নন। তিনি বরং বশ্যতা স্বীকারে রাজি হবেন তবু যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। এই সময় বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করলে ভারতবর্ষে তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি দুই-ই বাড়বে বৈ কি। দৃঢ় প্রত্যয় এল তার মনে। আসন্ন যুদ্ধে ইরাণীরা পারশ্য বাহিনীর বিরুদ্ধে মুহাম্মদ শাহকে সাহায্য করলে ফল সুদূর প্রসারী হবেই।

তাদের মুখে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে আমির খান বললেন, আর কোন পরামর্শ নয়। যুদ্ধ করব এটাই ঠিক। আমাদের এ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকবে। আসুন, আমরা দরবারের জন্য অপেক্ষা করি।

———

নয়

১৭৩৯ সাল। দরবার দেওয়ানী আম।

গভীর মন্ত্রণা কক্ষ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে এক বিরাট ঝড় ঘনিয়ে এসেছে। নাদির শাহ আক্রমন করেছেন হিন্দুস্থান। সম্রাট মুহাম্মদ শা পরামর্শ চাইলেন পারিষদস্থের নিকট।

প্রথম তুরাণী পক্ষের কাছ থেকেই এল পরামর্শ। উজির কামরুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। যুদ্ধ বিদ্যায় তিনি মোটেই পারদর্শী নন। বরং যুদ্ধ ভীতিই আছে তাঁর। তারপর যার উপর তাঁর আস্থা, সেই ঘনিষ্ঠ ভ্রাতা আসফজা তখন দাক্ষিনাত্যে। মারাঠারা সেখানে তাকে ব্যস্ত রেখেছে। উড়িষ্যা এবং বাংলার প্রান্তেও তখন বর্গীরা হাঙ্গামা আরম্ভ করেছে। দিল্লীর রাজ-ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত প্রায়। বিরাট বাহিনী তৈরী করে নাদির শাহকে বাধা দান করাও সেই মূহূর্ত্তে সম্ভব নয়। সুতরাং কামরুদ্দিন ভয়ানক সমস্যায় পড়ে গেলেন। যুদ্ধ না করলে বিরুদ্ধ দল তাঁকে আক্রমন করবে। তাঁর মর্য্যাদা নষ্ট হবে। যুদ্ধ করলেও পরাজয় ও অপমান অবধারিত। বুঝতে পারলেন, তিনি যুদ্ধ করতে চাইলে ইরাণীরা গোপনে নাদিরকে সাহায্য করবে। না চাইলে, ভারতীয় মুসলমানদের কাছে তাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলে চিত্রিত করা হবে।

অগত্যা তিনি কুটনৈতিক পন্থায় চলতে চাইলেন। বললেন,

—শাহান শা, আমার মতে এই মূহূর্ত্তে যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে ধীরে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। নাদিরকে যদি আমরা বুঝিয়ে ফেরাতে পারি সেইটে হবে লাভজনক। তাতে সাম্রাজ্যের গরিমাও অক্ষুন্ন থাকবেন, কাজওহাসিল হবে। যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে।

জিতলে কথা নেই, কিন্তু জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব। বর্তমান অবস্থায় পরাজয় হলে চিরদিনের মত মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব ক্ষয় হবে। সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হবেনা আর।

ক্ষণেক থেমে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে উজীরজী আবার বললেন, সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের শ্রেষ্ঠ উপায় হবে নাদিরকে বুঝিয়ে থামান।

—কিন্তু সে কি করে সম্ভব? জিজ্ঞেস করলেন একজন তুরাণী ওমরাহই।

উজিরের চোখ দুটো যেন জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। যেন এমন একটি প্রশ্নের অপেক্ষা করছিলেন তিনি। ইরাণীদের দিকে কটাক্ষপাত করে আক্রমমনাত্মক ভাবে বললেন তিনি, তার কারণ আছে। নাদির ভারতের অভ্যন্তরে সমর্থন না পেয়ে এদেশ আক্রমন করতে আসেন নি। নিশ্চয়ই পারশিয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য নাদিরকে দিয়ে মহামান্য বাদশার উপর একটা অপ্রত্যক্ষ চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বন্ধুর বেশে শত্রুর অভাব নেই সম্রাটের। কথা শেষ না করেই কামরুদ্দিন কটাক্ষ করে তাকালেন আমির খানের দিকে।

এর মুহূর্ত নিরব থাকল সভা। উঠে দাঁড়ালেন আমির খান।

—উজিরের বক্তব্যটা একটু স্পষ্ট না হলে বুঝতে পারছি না।

এবার স্পষ্ট করে বললেন কামরুদ্দিন আমার বিশ্বাস ইরাণীরা সাহায্য করছেন নাদির শাহকে এবং তাঁরাই তাঁকে ফেরাতে পারেন।

কথা শুনে সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন আমির খান ও তাঁর ইরাণীদলের উপর।

কিন্তু আমির খাঁ মোটেই অপ্রস্তুত হলেন না। তিনি পূর্বেই এ সমস্ত আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এবং তার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ইরাণী বলতে উজির সাহেব কি বুঝেছেন বলতে পারি না। তবে উনি যদি আমাদের ইঙ্গিত করে থাকেন তার ভুল হয়েছে। ইরাণ দেশ থেকে এলেও আমরা আর ইরাণী নই, আমরা এখন ভারতীয়। এবং ভারতবর্ষের জন্য জীবন ও মরণ পণ করতে প্রস্তুত আছি। আমরা মহামান্য সম্রাটকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই আসন্ন ভারত পারশ্য যুদ্ধে আমাদের সমস্ত সাহায্যে দিল্লীর বাদশাই পাবেন। আর আমরা তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হব না। আর আমাদের বিশ্বাস নাদির শাহের সঙ্গে কোন প্রকার কূটনৈতিক সংযোগ করবার চেষ্টা না করাই ভাল হবে। আক্রমনকারীর সঙ্গে কোন প্রকার সন্ধির কথা হতে পারে না।

থম্ থমে দরবার কক্ষে বুঝি সামান্য নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ শোনা যায় না। আবেগ সহকারে আমির খান আরও যুক্তি দেখালেন, এ সন্ধির শর্ত্ত হবে দিল্লীর পক্ষে গভীর অবমাননাকর। ধূর্ত্ত নাদিরের আকাশ-ছোঁয়া লোভের মাশুল জোগাতে আমাদের বনিয়াদ ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং আমরা আক্রমনকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনের পক্ষে এবং এই বিষয়ে মহামান্য সম্রাট আমাদের সমর্থন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন একথা আমি আল্লার নামে শপথ করে বলছি।

এই সতর্কবানী উচ্চারণ করে বসলেন আমির খাঁ।

কামরুদ্দিনের দুচোখে শঙ্কা [illegible] এল। সমস্ত দরবার অনুমোদনের ভঙ্গিতে তাকাল আমির খাঁর দিকে।

উঠে দাঁড়ালেন কামরুদ্দিন,—কিন্তু আমার বিবেচনায় যুদ্ধের দায়িত্ব

প্রথমে নেওয়া উচিৎ হবে না। আলোচনা ব্যর্থ হলে যুদ্ধের ব্যবস্থা হবে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকলেই হবে। সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেই একথা বলছি। এখন মহামান্য বাদশার অভিরুচির উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। দূরদর্শী বাদশাহের সিদ্ধান্তও যে সুচিন্তিত হবে, সন্দেহ নাই।

থামলেন উজির কামরুদ্দিন। সকলে এবার সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন বাদশা মুহাম্মদ শাহের দিকে।

তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ শাহ কোন রকম সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলেন না। জানালেন আগামী প্রত্যুষে তিনি দরবারে তাঁর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করবেন। ইতিমধ্যে তিনি যথাসম্ভব সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করবার আদেশ দিলেন।

দরবার ভাঙ্গল।

সম্বিত ফিরে এল আমির-ওমরাহেরা। স্বার্থ ঘেরা গণ্ডীতে চুলচেরা ভবিষ্যতের অংক কষতে লেগে গেল মনে।

ইরাণী আর তুরাণী আমিররা পরস্পরে পরস্পরের দিকে একটা আক্রোষের দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

আমির খাঁ, মহম্মদ ইসাক, আর আসাদ তুরাণীদের দৃষ্টি বিদ্ধ করে নিজেদের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কামরুদ্দিন তাঁদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের প্রাসাদের দিকে চলতে লাগলেন। এখন কিছু বলবেন না তিনি। শিগ্‌গীরই দাক্ষিণাত্য থেকে আসাফজ্বাকে আসছেন, তখন ব্যবস্থা এর সমুচীন হবে।

যুদ্ধের উন্মাদনার এই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে উভয়েই ভুলে গেলেন উধম বাঈয়ের কথা।

এদিকে নাদিরের আশু আক্রমনের কথা বেগম মহলেও প্রবেশ করেছে। সর্ব্বত্র একটা শঙ্কার হাওয়া।

বৈজু বেগমও এ সংবাদ পেলেন জাবিদ খানের মুখে। নতুন মহলের অভ্যন্তরেই তিনি ডাকলেন জাবিদ খানকে। জাবিদ খাঁ কিন্তু তখন রূপের উন্মাদনায় যুদ্ধের ভয় থেকে অনেক দূরে এক কল্পনার স্বর্গে বিচরণ করছিলেন। বেগম মহলে প্রবেশ যেন তার স্বর্গের এক ধাপ নিকটে আসবার মত মনে হোল। শিরায় উপশিরায় এক উদ্বেল আনন্দ ঢেউ খেলে গেল তার।

বৈজু বেগম বললেন, খাঁ সাহেব, নাদির এখন কত দূর ?

রূপের নেশায় উন্মত্ত জাবিদ খান বললেন, অনেক দূর। অনবরত চললেও দিল্লী পৌঁছাতে তার মাসখানেক লাগবে। কোন ভয় নেই বেগম সাহেবা। তা ছাড়া পাঞ্জাবের সুবাদার তাকে নিশ্চয়ই বাধা দেবেন। দিল্লী হয়তো নাদির পৌঁছাতেই পারবে না।

রূপ-বিহ্বল জাবিদখানের আজকের এই অনুগত ভাব দেখলে বৈজু বেগম আর কোনদিন হয়তো তার লোভে ইন্ধন জোগাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আজ কি একটা শঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল যেন।

তিনি বললেন, কিন্তু আমি শুনেছি নাদির বীর। আফগানদের মত যোদ্ধারাও তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য আটকাতে পারেনি। পাঞ্জাবের সুবাদার তাকে অবরোধ করবেন সে ভরসা কোথায় ?

জাবিদখান অভয় দিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে বাদশা নিশ্চয়ই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

জাবিদ খান জানেন বাদশা আজ দরবারে পার্শীয়ান আক্রমণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্যই উপস্থিত।

তবু যেন বৈজু বেগমের দুচোখে শঙ্কার ভাব রয়ে গেল। জাবিদ খাঁ তার ভীতিবিহ্বল চোখ দুটোর আরো মধুর হয়ে আসা দেখে যেন আরো মোহিত হলেন। একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন তিনি বেগমের কাছে।

জাবিদখানের সৌন্দর্য্যের প্রতি বেগমের আকর্ষণ কিছু কমতি না হলেও, একটু বাধা দিলেন। নদীর জলকে ঠেলে রেখে একটু প্রবল করবার ইচ্ছা। হাত দিয়ে কাছে আসতে তিনি মানা করলেন জাবিদখানকে। বললেন,—আজ নয় খাঁ সাহেব। আর একদিন। আজ বলুন, যদি সত্যি নাদির দিল্লী আক্রমণ করেন, তবে আমাদের উপায় কি?

—কোন ভয় নেই। নাদির তো দূরস্থান। স্বয়ং আল্লা এসে দিল্লী আক্রমণ করলেও আমাদের ভয় নেই। এই হারেমের এমন সব গোপন কক্ষ আমাদের জানা আছে যে যেখান থেকে কোন আক্রমনকারীই আমাদের আবিষ্কার করতে পারবেন না। দীর্ঘদিন সেখানে আত্মগোপন করে থাকবার ব্যবস্থা আছে।

—কিন্তু নাদির যদি, ভারতবর্ষ জয় করতে এসে থাকেন। আর ফিরে না যান?

এইবার একটু হেসে বৈজু বেগমের দিকে তাকালেন জাবিদ খান,—তাহলেও ভয় নেই বেগম সাহিবা। আমরা দিল্লীর ইরাণী দলে ভিড়ে যাব।—

জাবিদ খান ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তাহলে একথা বলতেন না। তার কথার মধ্যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের আভাষ যেন।

বৈজু বেগম একটু সতর্ক হলেন। রূপের লোভ আরো একটু ছড়িয়ে দিলেন তিনি জাবিদের চোখে,—

—দিল্লীতে, ইরাণী দল কাদের খান সাহেব?

—সে কি আপনি জানেন না? আশ্চর্য্য হলেন যেন জাবিদ খান। বললেন, সবাই তো জানে সেকথা। আমির খাঁর দল হোল ইরাণী-দল। নিশ্চয়ই নাদিরশা, এইসব পারশ্যের লোকদের বিরুদ্ধে কখনও যাবেন না।

এইবার নিজের ইচ্ছায় কাছে সরে আসলেন বৈজু বেগম, জাবিদ খানের।

—আপনার সঙ্গে আমির খানের পরিচয় আছে বুঝি?

—নেই, আবার। অনেক দিন আছে। এবার আরও গভীর হয়েছে।

—কেন?

হঠাৎ যেন একটু চমকে উঠেন জাবিদ খান। রূপোন্মাদনার মধ্যেও নিজের স্বার্থকে তিনি পরিষ্কার চোখে দেখতে পান। গোপন কথা প্রায়ই তিনি বলে ফেলেছিলে . আর কি?—থেমে গেলেন তিনি।

তার এই ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন বৈজু বেগম। বললেন,

—কৈ বললেন না?

—না, মানে সে তেমন কিছু নয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে তাকিয়ে দেখলেন বৈজু বেগম। একটু নিবিড় ভাবে কাছে সরে আসলেন তিনি জাবিদ খানের। যৌবনের একটা পাগল করা গন্ধ যেন পেলেন জাবিদ খান। বিদ্যুতের একটা স্পর্শ পেলেন তিনি।

—"খান সাহেব, আমি আপনাকে ভালবাসি,—" কানের কাছে আস্তে আস্তে বললেন বৈজুবেগম। সমস্ত চেতনার মধ্যে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেল জাবিদ খানের। নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললেন তিনি। গদ গদ হয়ে বললেন, বেগম সাহেবা, আমিও আপনাকে মন প্রান দিয়ে ভালবাসি।

—তা. যদি হয়, তবে আমার কাছে, কথা লুকোচ্ছেন কেন খান সাহেব।

—কিসের কথা ?

—বললেন না তো কেন আমির খানের সঙ্গে এবার আপনার আরও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ হয়েছে ?

—বলছি বেগম সাহেবা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন আপনি সে কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করবেন না ?

—খান সাহেব, আপনি আমি এক। আপনার ক্ষতি আমারও ক্ষতি। সুতরাং ভয় নেই।

জাবিদ খান এবার খুবই সাবধানে বললেন, বেগম মহলের কথা আমির খান এবার আমার কাছে জানতে চায়।

—বেগম মহলের কার কথা ?—আরো কাছে এলেন বৈজু বেগম। তার দেহের উন্মাদনাকর উত্তাপ পেলেন জাবিদ খান।

—আমি তাকে চিনি না বেগম সাহিবা। নাম তার উধম বাঈ।

কেমন যেন একটু আশ্চর্য্য হলেন বেগম সাহিবা। একটু নীরব হলেন যেন। তারপর বললেন,—উধম বাঈ! চিনি না তো। বাদশা কি নতুন রূপসী আমদানী করেছেন? তা' উধম বাঈকে দিয়ে আমির খানের কি প্রয়োজন?

—কি প্রয়োজন তা ঠিক বলতে পারব না। তবে তার জন্য উন্মাদ মনে হোল আমির খানকে। আর শুধু কি আমির খান—

—আর কে?

—উজির সাহেবও খোঁজ করছেন তার?

—বটে! তা আপনি তার খোঁজ পেলেন?

—না, বেগম মহলে তার হদিস নেই।

—যাক, বাঁচা গেল, তাহলে বাদশার কাছে নেই তাহলে সে। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন যেন বৈজু বেগম। আবার তিনি মোহিনী ভঙ্গিতে তাকালেন জাবিদ খানের দিকে,—আর কি জানতে চেয়েছেন ওরা?

—কোকিজি কোথায় আছেন?

—কেন?

—তা জানি না।

—কোন খোঁজ পেলেন তার?

—পেয়েছি।

—কোথায়?

—বেগম মহলের অন্ধগৃহে।

বিরাট এক পরিবর্ত্তন এসে গেল যেন বৈজু বেগমের মুখে। সমস্ত মুখটাতে যেন একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল। তা দেখে, চঞ্চল হয়ে উঠলেন জাবিদ খান।

—কি হোল বেগম সাহেবা ?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বৈজু বেগম বললেন, নাঃ আমার কপাল মন্দ।

—কেন ?

—কোকিজি আজো বেঁচে আছে। আমার ভাগ্যে সুখ নেই। কোকিজির জন্যেই বাদশা এতদিন আমাকে অবহেলা করেছেন। কোকিজি যদি এখনও বেঁচে থাকেন তাহলে আমার আশা নেই।

খুব গম্ভীর হলেন তিনি।

দুঃখ হোল যেন জাবিদ খানের। একটু থেমে আশ্চর্য দরদ দিয়ে বললেন জাবিদ খান,

—কি করতে পারি আমি বেগম সাহেবার জন্য ?

তার চোখে স্থির দুটো চোখ রেখে বৈজু বেগম বললেন,—আপনি আমায় ভালবাসেন ?

জাবিদ খান অভিভূতের মত বললেন, কোরাণ স্পর্শ করে বলতে পারি বেগম সাহেবা, যেদিন আপনাকে প্রথম দেখেছি সেদিনই ভালবেসেছি।

—তার পরিচয় দিতে পারেন ?

—নিশ্চয়ই দিতে পারি। বলুন কি করতে হবে ?

—কোকিজিকে হত্যা করতে হবে। পারবেন ?

—পারব, নিশ্চয়ই পারব। আপনার জন্য সব পারব বেগম সাহেবা।

এবার একটু করুণা করলেন বেগম সাহেবা জাবিদ খানকে। নিজেরই দুটো সুকোমল বাহু বিস্তার করে তিনি জড়িয়ে ধরলেন জাবিদ খানকে। তার পর অপ্রস্তুত খান সাহেবের রক্তাভ মুখখানাতে উষ্ণ একটি চুম্বন এঁকে দিলেন।

ব্যক্তি চেতনা হারিয়ে কেমন যেন স্থাবির হয়ে বৌদ্ধসের মত রইলেন জাবিদ খান।

এবার কানে কানে বললেন বেগম সাহেবা, আর কিছু জানতে চেয়েছে ওরা ?

—হ্যাঁ।

—কি ?

—জানতে চেয়েছে যে কার মহলে রাত্রিযাপন করেন বাদশা ?

—কি বলেছেন ?

—বলিনি কিছু।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন।

—কি বলবেন ? তাঁদের, তাহলে ?

—বলব,…হঠাৎ থেমে গেলেন জাবিদ খাঁ।

—বলুন ?—

—একটু ইতস্তত করে বললেন জাবিদ খাঁ, বলব, কিছু জানি না। সত্যিতো আমি জানি না, কার মহলে বাদশা আসেন ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে জাবিদ খানের অন্তরটাও বিচার করে দেখলেন বৈজু বেগম। বুঝলেন জাবিদ খাঁ সব জানেন কিন্তু বলছেন না। একটু অভিনয় করলেন। হতভম্ব জাবিদ খানের উপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, সত্যি জনেন না খাঁ সাহেব। বুঝতেও পারেন না কার ঘরে বাদশা আসেন ? আমাদের রূপে কি ·····

আর বলতে হোলনা, জাবিদ খাঁ নিজেই বললেন,—না সেত বুঝতেই পারি।

—কি বুঝতে পারেন।

—বাদশা নতুন মহলেই আসেন।

—একথা ওদের বলবেন ?

—বলতে পারি ? তোবা ! কক্ষনো নয়। কসম খেলেন জাবিদ খান।

তবু নিশ্চিন্ত নন বেগম ?

চোখের ভাষায় তা বুঝতে পেরে জাবিদ বিমর্ষ হন। কি আর বলবেন ভেবে ঠিক পান না।

—আমায় ছুঁয়ে বলুন খান সাহেব, কক্ষনো বলবেন না।

শশথ করলেন জাবিদ খান বৈজু বেগমকে ছুঁয়ে। তাতেও যেন মন ভরল না বৈজু বেগমের। কোরাণ আনিয়ে শপথ করালেন তিনি।

কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করবেন জাবিদ খান যে তিনি এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করলেন না।

সন্তুষ্ট হলেন বৈজু বেগম। আন্তরিক খুসী হয়ে সোহাগে যেন গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললেন, এইবার কিন্তু আরো একটি কাজ করে দিতে হবে ?

—বলুন ? অনুগতভাবে বললেন জাবিদ খান।

—জেনে আসতে হবে দরবারে নাদির শার বিরুদ্ধে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোল।

মনে হয়এ নিয়ে দরবার বসেছে এতক্ষণ।

—আমারও বিশ্বাস তাই। আপনি কি বলেন ?

এই সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারেননি বেগম নাদিরের ভারত আক্রমনের কথা।

তার কথা শুনে জাবিদ খান বললেন, নিশ্চয়ই।

—আপনি আমাকে জানাতে পারবেন ?

—পারব বেগম সাহেবা। এই আমি যাচ্ছি।

—শুনুন ?

আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ জাবিদ।

জাবিদ খানকে যে এখন পোষা বাঁদরের মত নাচান যায় তা চতুরা বেগমের আর বুঝতে বাকী নাই। কৃত্রিম শঙ্কায় বললেন, সুযোগমত কাছে কাছে থাকবেন এবার থেকে। সম্রাটের পরে আপনিই ভরসা।

অসহ্য পুলকে বেরিয়ে আসলেন জাবিদ খান। বিরাট একটা কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৈজু বেগম।

দশ

পরদিন প্রত্যুষে আবার দরবার বসল। গভীর আগ্রহে তুরাণী আর ইরাণী আমিরেরা ঘোষকের মুখের দিকে তাকালেন শাহী ঘোষণার অপেক্ষায়।

বাদশাহের সিদ্ধান্ত পাঠ করে শোনাল ঘোষক :

এতদ্বারা জানান যাইতেছে, সম্রাট মুহাম্মদ শাহ আক্রমনকারীকে বাধা দান করাই সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লীর ওম্‌রাহদের প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। তিনি প্রাদেশিক সুবাদারদেরও এই মুহূর্তে নির্দেশ দান করিতেছেন। অবিলম্বে দিল্লী অভিমুখে সৈন্য পাঠাইবার জন্য।

ঘোষনা সমাপ্ত হলে সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তা অনুমোদন করলেন। তোরণ দ্বার থেকে দিল্লীবাসীকে সম্রাটের যুদ্ধ ঘোষনা একুশবার সংকেত দ্বারা ঘোষনা করা হোল। সারা দিল্লী নগরীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

এক উন্মাদনা শুরু হয়ে গেল রাজধানীতে পক্ষকাল ধরে। যারা ভীরু, দুর্ব্বল-পক্ষকাল ধরে পালাতে লাগলেন রাজধানী ত্যা করে। যারা সবল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আমির ওম্‌রাহ প্রত্যেকে যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। সম্রাটের ঘোষনা পাঠ করে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকেরা দলে দলে রাজধানীতে এসে সৈন্য বাহিনীতে নাম লেখাতে লাগল। সমস্ত দিল্লী নগরী এক যুদ্ধ শিবিরে প্রস্তুত হোল যেন।

দিল্লীর পথে নাদিরের কাহিনী প্রত্যহ পরিবর্ত্তিত আকারে এসে পৌঁছুতে লাগল। ভয়ে উত্তেজনায় সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা দিল দিল্লীর রাজপথে, গৃহে সর্ব্বত্র। মুহাম্মদ শা পক্ষকাল অপেক্ষা করলেন সুবাদারদের আগমনের অপেক্ষায়। কিন্তু কোন প্রদেশ থেকেই সাহায্য এল না। দিল্লীর নব গঠিত বাহিনী নিয়েই তিনি শেষ পর্য্যন্ত অসীম সাহসে নাদিরকে প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বরাত্রে এলেন তিনি বেগম মহলে বৈজু বেগমের প্রকোষ্ঠে। গভীর প্রেমে সম্রাট বেগমকে বুকের অত্যন্ত নিকটে টেনে নিলেন।

বৈজুর অন্তরে কেমন মানসিক পরিবর্তন হোল বেগমকে ধরা গেল না। কিন্তুতিনিও প্রবল আবেগে সম্রাটের বক্ষলগ্না হলেন। সম্রাট বললেন,—

—যুদ্ধে চললাম, বৈজু।

—আমাকেও নিয়ে চলুন সম্রাট।

সম্রাট বললেন, যুদ্ধে অবশ্য হারেমে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার রীতি আমাদেরও আছে। কিন্তু এ যুদ্ধ হচ্ছে দিল্লীর অনতি দূরে, সুতরাং তোমাদের না গেলেও চলবে।

—যদি, আমাদের কোন বিপদ হয়?

—তার পূর্ব্বেই টের পাবে, জাবিদ খানকে রেখে যাচ্ছি। বিপদের সঙ্কেত পেলেই তোমাদের নিয়ে সে প্রাসাদ ত্যাগ করবে।

প্রতিবাদ করল না বৈজু সম্রাটের কথার। একটু আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে সে শুধু ডাকল,—সম্রাট।

—বল বেগম ?

—বাঁদীর একটা অনুরোধ রাখবেন ?

—বল।

—যুদ্ধক্ষেত্রে ইরাণী অথবা তুরাণী কারো কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবেন।

—কেন ?

—সে কথা দেখা হলে বলব সম্রাট। তবে আমার কথা মনে রাখতে চেষ্টা করবেন। আর, আমির খান বা কামরুদ্দিন কাউকে গভীর-ভাবে বিশ্বাস করবেন না।

একটু অবাক হয়ে তাকালেন সম্রাট বৈজু বেগমের দিকে। বৈজু বললেন,

—আপনি আমাকে কথা দিন সম্রাট।

বৈজুর এই ব্যাপারে একটু আশ্চর্য্য হলেও, আজ তার কথার সত্যতা যেন অনুভব করতে পারলেন সম্রাট। তিনি কথা দিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

বৈজু অনুরোধ করল,

—আর একটি কথা রাখতে হবে সম্রাট।

—বল, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

বৈজু বললেন, যুদ্ধকালীন অবস্থাতে প্রাসাদের সর্ব্বত্র আমার অবাধ গতি থাকবে এই কথা আমায় দিন বাদশা।

—কেন ? একটু অবাক হলেন মুহাম্মদ শাহ।

একটু অভিমান করে যেন বৈজু বলল, আপনি যদি জানতে চান আমাকে বলতে হবে। কিন্তু না বললেও সম্রাটের মঙ্গল বই ক্ষতি হোত না।

সম্রাট আর জানতে চাইলেন না। বললেন, থাক। তুমি যুদ্ধকালে প্রাসাদে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারবে।

নিতান্ত বাধিত হয়ে সম্রটের বক্ষে নিজের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি রাখলেন বৈজু। সপ্রেমে তাকে চুম্বন করলেন সম্রাট।

রাত্রি ভোর হোল। মুহাম্মদ শাহ হারেম ত্যাগ করলেন। সারি

বেঁধে অশ্রুসিক্ত নয়নে বেগমেরা তাকালেন তাঁর দিকে। প্রত্যেকে সান্ত্বনা দিলেন মুহাম্মদ শাহ। তারপর বাইরে এলেন তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। মোগল বাহিনী রাজধানী ত্যাগ করল নাদিরের বিরুদ্ধে। নাদির এখন কারখানে শিবির সমাবেশ করে বসেছিলেন। সেই দিকে চললেন সবে।

* *

মুহামম্মদ শাহ রণক্ষেত্রে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাবি খানকে তলব করে পাঠালেন বৈজু বেগন।

নিশাচর পেচক যেমন সূর্য্য ডোবার অপেক্ষা করে তেমনি সম্রাটের অন্তর্ধ্যানের ।চন্মাই একান্তে করছিলেন বুঝি জাবিদ খান। তিনি ছুটে এলেন বেগম মহলের দিকে। তাকে দেখতে পেয়েই কাছে ডাকলেন বৈজু বেগম।

একটা উগ্র লোভ ছিল জাবিদ খানের চোখে। সেই লোভের কাছে যৌবনের এক টুকরো মাংস ছেড়ে দিলেন বৈজু বেগম। নিজেকে সমর্পণ করলেন জাবিদ খানের অঙ্কে তিনি। একটা বিস্ময়ের উগ্র নেশায় কামোন্মাদ ব্যাঘ্রের মত পাশবিক রূপ ধারণ করলেন জাবিদ খান।

আগুন যখন জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন বৈজু—

তীব্র লোভ ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে জাবিদ খান। এগিয়ে আসতে চাইলেন তিনি। হাত দিয়ে আসতে মানা করলেন বেগম। কথা বললেন তিনি—

—আমার জন্য কি করতে পারেন খান সাহেব।

—সব।

—তবে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে চলুন?

—কোথায়?

—আমি যেখানে নিয়ে যাব।

—কিন্তু বাদশা?

—ভয় নেই। এই দেখুন বাদশার অনুমতি।

রাত্রে বাদশার অনুমতি লিখিয়ে ছিলেন বৈজু বেগম।

জাবিদ খান বললেন, বলুন আমাকে কোথায় যেতে হবে?

—আমাকে অন্ধগৃহে যেখানে কোকিজি আছে সেইখানে নিয়ে চলুন।

বৈজু বেগমকে নিয়ে বর হলেন জাবিদ খান অন্ধ প্রকোষ্ঠের দিকে এগিয়ে চললেন তারা।

ধীরে ধীরে এক অন্ধকারের রাজত্ব এগিয়ে যেন তাদের কাছে। সে পথে ভূগর্ভে অবারোহণ করতে লাগলেন বৈজু বেগম ও জাবিদ খান। অন্ধকার স্যাঁতসেতে প্রকোষ্ঠের দরজায় এসে থামলেন তারা।

বৈজু বললেন, কোথায় সে?

—এই কক্ষে?

—যান, ভেতরে যান।

—তারপর?

তীক্ষ্ণধার একটা ছুরিকা বের করে বৈজু দিলেন তার হাতে; বললেন, আরো বুঝিয়ে বলতে হবে?

সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা পৈশাচিক দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখতে পেলেন জাবিদ খান। কিন্তু তিনি তখন উন্মাদ। রূপের নেশায় পাগল জাবিদ খান। বললেন,—না।

ভেতরে প্রবেশ করলেন জাবিদ খান। আলো জ্বাললেন। নারী কণ্ঠে অপর দিক থেকে যেন চিৎকার ভেসে এল—কে? জাবিদ স্পষ্ট দেখতে পেলেন—কোকিজি।

সেই মনোহারিনী রূপ তার ঝরে গেছে। দু'দিনে কঙ্কাল-সার হয়েছেন কোকিজি।

তৎক্ষণাৎ আমির খান আর কামরুদ্দিনের কথাও মনে পড়ে গেল তাঁর। ফিস্ ফিস্ করে বললেন জাবিদ খান,—কোকিজি আমি এসেছি তোমার কাছে, ভয় নেই।

—কে তুমি?

আরো কাছে এগিয়ে বললেন জাবিদ খান, বেগম মহলের পরিদর্শক আমি জাবিদ খান।

—কি চাই!

কি একটু ভাবলেন জাবিদ খান, বললেন, মুক্তি নেবে তুমি কোকিজি?

মৃদু আলোর মধ্যেও চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল কোকিজির। মরুভূমে পথহারা পথিকের মত।

—তুমি দেবে? এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলে হাঁপাতে থাকে অভিশাপগ্রস্তা বন্দিনী।

—হ্যাঁ।

—কেন।

—দরকার আছে?

—বল? আমায় পাগল কর না, দোহাই তোমাদের—বল, ভাবতে দাও।

—উধম বাঈ কোথায় জান?

মৃত্যু চীৎকার উঠতে দেরী হচ্ছিল। আর যেন থাকতে পারলেন না বৈজু বেগম। অন্ধকারের গা ঘেঁষে তিনি আর একটু গেলেন। এগিয়ে দেয়ালে কান পাতলেন।

শুনলেন ফিস্ ফিস্ করে কি বলছেন জাবিদ খান। অবাক হলেন তিনি খুবই।

জাবিদ খান বলছেন, উধম বাঈ কোথায়?

—জানি না।

—মিথ্যে বলনা, দেখো মুক্তি পাবে তুমি?

—সত্যি বলছি জাবিদ খান, আমি জানি না। সে রাত্রে তাকে পাওয়া যায় নি।

—সত্যি?

—সত্যি।

—তা হলে সে বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ, সে বেঁচে আছে। সে মূর্তিমতী শয়তানী; তাকে মারবে কার সাধ্য।

জাবিদ খান এবার উৎফুল্ল হ'লেন, হ্যাঁ, খুবই উৎফুল্ল হলেন। পুরস্কার, প্রচুর পুরস্কার মিলবে উভয় তরফ থেকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে কি করতে এসেছিলেন, তাও ভুলে গেলেন।

শিউরে উঠলেন বৈজু বেগম। বুঝলেন জাবিদ খানের অন্য মতলব আছে। দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন তিনি। চীৎকার করে ডাকলেন, জাবিদ খান।

চমকে উঠলো কোকিজি—কে ?

মুহূর্তে সম্বিত ফিরে এল জাবিদ খানের। ঝল্‌সে উঠল উদ্যত ছুরিকা।

মুহূর্তে একটা আর্ত চীৎকার অন্ধ প্রকোষ্ঠের নীরবতাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল।

একটা উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরে আসলেন জাবিদ খান !

তার হাতখানা ধরে ফেললেন উধম বাঈ। রক্তাক্ত ছুরিকাখানা হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তিনি তারপর এক হতভাগ্য মৃতদেহের দিকে ছুড়ে দিলেন তা।

প্রকৃতিস্থ হতে যেন একটু সময় নিলেন জাবিদ খান। বৈজু বেগম এগিয়ে এলেন তার কাছে—তা খান সাহেব কি কথা বলছিলেন এতক্ষণ ?

—কৈ নাত। অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেন জাবিদ খান প্রবল-ভাবে মাথা নেড়ে।

—মিথ্যে বল না। আমি সব শুনেছি। শোন একটা কথা বলি, উধম বাঈ যে জীবিত একথা কাউকে বল না। বললে তোমারই বিপদ হবে।

—বিপদ !

হ্যাঁ, বিপদ। উধম বাঈ প্রকাশ হলে, কোকিজি হত্যাও প্রকাশ হবে বুঝলে ?

শিউরে উঠলেন জাবিদ খান।

বৈজু বললেন, শোন, উধম বাঈকে আমি খুঁজব। তাকে আমারও প্রয়োজন।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন জাবিদ খান এই রণচণ্ডী মূর্তির সামনে।

অপরদিকে দিল্লীর অন্ধ প্রকোষ্ঠ যখন সিক্ত হোল এক হতভাগিনীর রক্তে, সেই মুহূর্তে কারনালের প্রান্তর হাজার হাজার মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেল। নাদিরের দুদ্ধর্ষ আক্রমনের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন মুহাম্মদ শা। বিশৃঙ্খল সৈন্য যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

সর্ব্বাগ্রে পালাতে মনস্থ করলেন কামরুদ্দিন। সম্রাটের কাছে আসলেন তিনি, বললেন,

—সম্রাট আর দেরী নয়। বাঁচতে চান তো এই মুহূর্তে রণক্ষেত্র ত্যাগ করুন।

—কোথায় যাব ? অসহায়ভাবে বললেন মুহাম্মদ শাহ।

—বাংলার দিকে পালিয়ে চলুন।

—তারপর ?

—নাদির চলে গেলে আবার আমরা দিল্লীতে ফিরব।

—কিন্তু আমার হারেম ?

বৈজু বেগমের কালো দুটো চোখ মনে পড়ল সম্রাটের। অসহায়ভাবে তাকে ফেলে তিনি পালাতে পারবেন না। শুধ্ বৈজু নয়, আরো শত শত চোখ যে তাঁরি আশায় পথ চেয়ে রয়েছে।

কামরুদ্দিন বললেন, আপনি বন্দী হলেই কি হারেম রক্ষা করতে পারবেন ?—

কি একটু ভাবলেন সম্রাট। হঠাৎ বৈজুর কথা মনে পড়ল তাঁর। সে বলেছে কাউকে বিশ্বাস না করতে। নিজেব সিদ্ধান্তকেই যে গ্রহণ করতে বলেছে সে।

নিজের হৃদয়ের দিকে তাকালেন সম্রাট···

···দেখলেন, হৃদয় বলছে, :বেগমদের ফেলে একলা তুমি যেন চলে যেও না !

সম্রাট বললেন, না আমি যাব না।

—ভেবে দেখুন সম্রাট।

—ভেবে দেখেছি।

—সম্রাট আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি যা বলে, বললাম আপনাকে, এবার আপনার মর্জ্জি।

শিবির ত্যাগ করলেন কামরুদ্দিন।

এবার এলেন আমির খান, মহম্মদ ইসাক, আর আসাদ।

আমির খান নতশিরে বললেন, সম্রাট আমরা পরাজিত।

—আমি জানি।

—কি করব এখন ?

—তোমরা কি বল ?

চলুন পালিয়ে যাই। আবার সৈন্য সংগ্রহ করে আমরা নাদির শাহকে আক্রমন করব।

সম্রাট বললেন, না।

—না।

—হ্যাঁ, না।

—বাদশার মর্জিই আমাদের কাছে চিরকালের হুকুম। অপরাধ নেবেন না, তবুও অনুরোধ করি, রাজী হোন। পশ্চাদাপসরণের পর এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও শক্তি সঞ্চয় করে অপমানের প্রতিশোধ নিই।

—আমায় বৃথা অনুরোধ করবেন না, আপনাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সম্রাট।

—তা হয় না, সম্রাট। আপনার ভাগ্যই আমাদের ভাগ্য। মরি, একসঙ্গে মরব।

অবসাদগ্রস্ত মনে সম্রাট শুধু বললেন; বেশ।

—তবে কি করব আমরা বলুন।

—শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিন।

—তার মানে তো আত্ম সমর্পন।

—হ্যাঁ, আত্ম সমর্পন করব আমি। আপনাদের কোন আপত্তি আছে ?

মাথা নীচু করলেন আমির খাঁ, না সম্রাট। আপনার অভিমতই আমাদের মত।

তৎক্ষনাৎ শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হোল মুহাম্মদ শাহের শিবিরে।

অস্ত্র নিয়ে আক্রমনে উদ্যত হয়েছিল পার্শীয়ানরা সম্রাটের শিবির,

অস্ত্র তাদের নেমে এল। ধীরে ধীরে দলবদ্ধ ভাবে পারশ্য বাহিনী সম্রাটের শিবির ঘিরে ফেলল।

শিবিরে অস্ত্র পরিত্যাগ করছে মোগল বাহিনী। বাহিনী বলা চলে না, সম্রাটের জন কয় বিশ্বস্ত অনুচর। অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিল পূর্ব্বেই।

সম্রাট মুহাম্মদ শা' বন্দী হলেন। যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিলেন নাদির শাহ।

মোগল বাদশাকে নিয়ে যাওয়া হোল পারশ্যের শাহের কাছে।

মুহাম্মদ শাহ স্বয়ং, মহম্মদ ইসাক, আমির খাঁ আর আসাদ নত শিরে এসে দাঁড়ালেন নাদির শাহের সামনে। দিল্লীশ্বর এখন রাজ্যর রাজা নহেন, তিনি এখন রাজার প্রজা।

সম্রাট এখন নাদির শাহ।

নাদির শাহ বাম পার্শ্বের আসনে বসতে আজ্ঞা দিলেন সম্রাটকে। পারশ্য সম্রাটের অধীনে একজন ওম্‌রাহ বলে গন্য হবেন এখন মুহাম্মদ। মুহাম্মদ শাহ তাঁকে কুর্নিশ করে আসন গ্রহণ করলেন।

নাদির শা কথা বললেন,—ভারতবর্ষ রূপকথার ঐশ্বর্য্যের দেশ। আমি সেই ঐশ্বর্য্য সংগ্রহেই এসেছি।

মুহাম্মদ শাহ অনুমোদন করলেন নাদির শাহের কথা, কিন্তু নীরবে কথা বললেন মহম্মদ ইসাক, পারশ্য সম্রাটের ধারনা মিথ্যে নয়

তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকালেন নাদির শাহ। মুহাম্মদ শাহকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, এটি কে?

মুহাম্মদ শাহ বললেন, পারশ্য থেকে ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল। বর্ত্তমানে আমার সভাসদ, এখন আপনারও ভৃত্য।

এইবার নাদির শাহ মহম্মদ ইসাকের দিকে তাকালেন,—দিল্লীতে নিশ্চয়ই সে রূপকথার পরিচয় পাব আমরা ? দিল্লী প্রাসাদ নিশ্চয়ই হতাশ করবে না আমাদের ?

একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন ইসাক।—আর সম্রাট, সেই দিল্লী আর নেই , একদিন ছিল। আজো যদি দিল্লী সেই রূপকথার দেশ থাকতো তবে পারশ্য বাহিনী কারনাল তো দূরস্থান, পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই আসতে পারতো কিনা সন্দেহ।

নাদির বুঝলেন ইসাকের ব্যথাটা কোথায়। তবু আঘাত দিয়েই বললেন,

—নদী মরে গেলেও চলার পথের রেখা ফেলে রেখে যায়। দিল্লী আজকে মৃত.হলেও নিশ্চয়ই কিছুটা পরিচয় আমরা আজো পাব। দিল্লী দেখবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল।

এবারে নাদির তাকালেন মুহাম্মদ শাহের দিকে, সম্রাট নিশ্চয়ই অতিথি আপ্যায়নে বিরক্ত হবেন না।

ইঙ্গিত স্পষ্ট অর্থাৎ নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করতে চান। কি বলবেন মুহাম্মদ শাহ। তাঁর দুচোখ ফেটে জল আসতে চাইল। শুধু বললেন তিনি, সম্রাট দিল্লী এখন আপনারই।

নাদির শাহ তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

অনুমোদনটা বাহুল্য। হৃদয় ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে বিজিত সম্রাটের ; তবুও সুন্দরী দিল্লী নগরীকে লুঠেরাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার উপায়ান্তরহীন অনুমোদন দিতে হল। নাদিরের শ্বাপদ মন মুহাম্মদ শাহের এই অসহায় অবস্থা পরম সুখে উপভোগ করল।

সেনা বাহিনীকে তৎক্ষনাৎ দিল্লী রওনা হবার নির্দ্দেশ দিলেন নাদির।

কারনালের প্রান্তর ত্যাগ করে বিজয়ী পারশ্য বাহিনী অতিকায় রাক্ষসের মত চলল দিল্লীর পথে। অশ্বখুর নিক্ষিপ্ত ধূলোর অন্ধকারে মাটির দুনিয়া ঢাকা পড়ে গেল।

বাতাসের চেয়ে দ্রুততর গতিতে সমাসন্ন এই ঝড়ের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল।

দিল্লী যখন শুনল একথা, ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল সব। গৃহী গৃহ ছেড়ে পালাল, দোকানী দোকান বন্ধ করল। ওমরাহেরা জীবন রক্ষার জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল। গায়ক, বাদক, নর্ত্তকী যে যেখানে ছিল পালাল দিল্লী ছেড়ে। প্রকাশ্য দিবালোকে এক প্রেতপুরীর মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী। শুধু যে হতভাগ্যদের কোন উপায় নেই, সেই অন্ধ, পঙ্গু আর দরিদ্রেরা রয়ে গেল দিল্লীতে। আর রইল মোগল হারেমে সম্রাটের অসংখ্য বেগম—বিলাস-ব্যসনের বহুবিধ জীবন্ত উপচার, আর সুযোগ-সন্ধানী...।

হারেমেও এ সংবাদ গিয়ে পৌঁছুল। ত্বরিতে বেগম মহলে ডেকে আনলেন বৈজু বেগম জাবিদ খানকে।

—কি শুনছি খাঁ সাহেব?

—বলুন, বেগম সাহেবা?

—কার্ণালের যুদ্ধে সম্রাটের পরাজয় হয়েছে?

মাথা নীচু করে রইলেন জাবিদ খান?

—কি, জবাব দাও? ধৈর্য্যহীন উৎকণ্ঠায়, রাগে আগুন হয়ে বলেন বৈজু।

—আজ্ঞে, বেগম সাহেবা।

—নাদির শাহ, দিল্লীর দিকে উন্মত্ত প্রবাহে ছুটে আসছেন—একথা সত্য ?

—হ্যাঁ, সত্য।

বৈজু বেগম বললেন, সম্রাট বেগম মহলকে রক্ষা করবার দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাকে। কি করবেন আপনি ?

হতচকিত হয়ে গেছেন জাবিদ খান নিজেও। আজ তার নিজেরই বুদ্ধি নেই এসংকটে। চুপ করে থাকলেন তিনি।

আবার অধৈর্য্য হয়েই বেগম জিজ্ঞাস করলেন, বলুন কি করতে হবে ?

জাবিদ খাঁ ধীরে ধীরে বললেন, পারশ্য বাহিনী এখন দিল্লীর অতি নিকটে। পার্শ্ববর্ত্তী সুবাতেও আর পালাবার উপায় নেই। এ অবস্থায় পালানো বিপজ্জনক। সম্রাটের পরাজয়ের কথা শুনে সমস্ত দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব চলেছে। বিশেষ করে মারাঠা আর জাঠ দস্যুরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুতরাং হারেম নিয়ে এই মুহূর্ত্তে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

—তাহলে উপায় ? জিজ্ঞেস করলেন বৈজু বেগম।

—সবার কথা বলতে পারি না, কিন্তু আপনার একটা উপায় করতে পারি বেগম সাহেবা। বললেন জাবিদ খাঁ।

—কি ? কি উপায় ? সাগ্রহে তাকালেন বৈজু বেগম।

—বেগম সাহেবা কি রাজি হবেন ?

বিপদে মানুষ তৃণ ধরে স্রোত থেকে বাঁচতে চায়, ভাসমান মৃত দেহ ছুঁতেও ঘৃণা করে না বাঁচবার এমন কি উপায় যা আজ বৈজু বেগম অস্বীকার করবেন? বৈজু বললেন,

—কি বলুন, খাঁ সাহেব।

—সেই অন্ধ প্রকোষ্ঠ! দুর্দ্ধর্ষ লুণ্ঠকও তার সন্ধান পাবেনা।

একমুহূর্ত্ত বুঝি শিউরে উঠলেন বৈজু বেগম।

কিন্তু বাঁচতে হবে তাঁকে। বললেন, সম্মান যদি রাখতে হয়, তাই করতে হবে বৈকি। আমি যাব।

—বেশ বলুন।

জাবিদ খাঁর হাত ধরে দৃষ্টির অলক্ষ্যে অন্ধকার প্রকোষ্ঠের পথে এগিয়ে গেলেন বৈজু বেগম।

যেই মূহূর্ত্তে বৈজু পালালেন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, সেই মূহূর্ত্তে নাদির এসে উপস্থিত হলেন দিল্লীর প্রান্তে। শিবির গড়লেন তিনি।

মুহাম্মদ শাহকে বললেন নাদির, আশা করি মোগল হারেমে আমাকে পৌঁছুতে হবে না। দিল্লীশ্বরই সব ব্যবস্থা করবেন। আমার সৈন্যদের আমি প্রাসাদে পাঠাচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনি তাদের সাহায্য করবেন। দিল্লীশ্বরের মর্যাদাও থাকে, পারশ্য সম্রাটের মর্যাদাও বজায় হয় এমনভাবে ব্যবস্থা করবেন। কি রাজি?

মুহাম্মদ শাহের কাছে এ ত্যাগ খুবই অনুগ্রহের প্রস্তাব। তিনি নিজ হাতে দিল্লীর হারেমের সম্পদ নাদিরের হাতে তুলে দিতে রাজি হলেন। শুধু অনুরোধ করলেন, যেন হারেমের অমর্য্যাদা না করে পারশ্য বাহিনী।

ব্যাকুল নেত্রে মিনতি জানালেন সম্রাট।

নাদির কথা দিলেন।

মুহাম্মদ শাহ নিজে পারশ্য সৈন্যদের নিয়ে প্রাসাদে এলেন।

সমস্ত দিল্লীর রাজপথ পারশ্য বাহিনীতে ছেয়ে গেল। দিল্লী প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য হস্তান্তর করতে প্রস্তুত হলেন মুহাম্মদ শা। হারেম রেহাই পাবে, এই তাঁব সান্ত্বনা।

সৈন্যরা নিজেদের হাতে ভার নিল ওমরাহদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের। আরম্ভ হোল কবদানের পালা। দিল্লীর ঐশ্বর্য্য ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে লাগল পার্শীয়ান সেনানায়করা নিজ নিজ খেয়াল খুশী মত।

কিন্তু ঐশ্বর্য্য বড় প্রিয়। অনেকে প্রাণেব বিনিময়ে ঐশ্বর্য্য রক্ষা করতে চায়। বড় যন্ত্রণা হতে লাগল দিল্লীবাসীর তাদের যুগ যুগ সঞ্চিত অর্থ দস্যুর হাতে তুলে দিতে। একটা রুদ্ধ আক্রোষ গুমবে মবতে লাগল ধর্ষিতা দিল্লীর আকাশে-বাতাসে।

*　　　*　　　*

হঠাৎ এই অসন্তুষ্টির মধ্যে একদিন সংবাদ এল, নাদিব শাহের মৃত্যু হয়েছে। মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল দিল্লীব অধিবাসীরা। সংক্রামিত হল তা' পথে-প্রান্তরে।

গ্লানির বারুদস্তূপে আগুন জ্বলে উঠল। যে যেখানে পারল হত্যা করল পারশ্য বাহিনীকে।

সংবাদ শুনলেন নাদির। এতক্ষণ তিনি স্থির হয়েছিলেন। জ্বলে উঠে বললেন, নাদিরশাহের মৃত্যু সংবাদ যারা রটিয়েছে, নিজেদের

জীবন দিয়ে তারা তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। হত্যা করা হোক সমস্ত দিল্লী-বাসীকে। আর লুণ্ঠন করা হোক তাদের সমস্ত সম্পদ।

নিষ্ঠুর আদেশ এল নাদির শাহের। মুহূর্তে এক মৃত্যুর উন্মাদনায় ডুবে গেল দিল্লী নগরী।

সর্ব্বগ্রাসী নির্ম্মমতা থেকে রেহাই পেল না কেউ।

চলল রক্তপাতের খেলা, উঠল আর্ত চীৎকারের ঢেউ।

অসহায় মুহাম্মদ শাহ স্থির হয়ে শুনলেন সব। অবশেষে সংবাদ এল, দু'ঘণ্টায় দেড় লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে পারশ্য ঘাতকদের হাতে।

দমকে দমকে জীবন্ত অট্টহাসি ফেটে পড়ে নাদিরের।

ভগ্ন হর্ম্মরাজী কবন্ধের মত নীবব সাক্ষ্য বহন করে সেই অকল্পনীয় তাণ্ডবলীলার।

আর থাকতে পারলেন না দিল্লীশ্বর, ছুটে গিয়ে দীনের মত ভিক্ষা চাইলেন নাদির শাহের কাছে। সকাতরে প্রাণভিক্ষা চাইলেন হতাবিশিষ্ট দিল্লীবাসীব

অনেক অনুরোধে আক্রোষ কিছুটা প্রশমিত হলো নাদিরের। কিন্তু গুরুতর সর্ত আরোপ করলেন, দিল্লী নগরী থেকে পনের কোটী টাকা আর দিল্লী প্রাসাদ থেকে পঞ্চাশ কোটী টাকর মণি-মুক্তা দিতে হবে।

রাজী হলেন মুহাম্মদ শাহ।

দিল্লী লুণ্ঠিত হোল, সম্পদ বিহীন হোল মোগল হারেম নাদির শাহের সর্ব্বগ্রাসী লোভের পরিতৃপ্তির জন্য।

বহু দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন মুহম্মদ শাহ। মোগলের সাধের দিল্লী নগরীর কৌমার্য্যকে বলাৎকার করে, সকল গর্ব্বকে চূড়ান্ত-ভাবে ধূলিসাৎ করে লুণ্ঠিত পসরা নিয়ে নাদির খোশমেজাজে ফিরলেন পারশ্যে।

এগার

শ্মশানের যে স্তব্ধতা, প্রেতপুরীর যে বীভৎসতা তাই যেন বিরাজ করতে লাগল দিল্লীতে। সেই বিদ্ধস্ত অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে স্তিমিত প্রদীপের মত বিরাজ করতে লাগলেন মুহাম্মদ শাহ। দিল্লীর নাম আছে, সে গৌরব নেই। মোগল হারেম আছে; কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য এখন অপগত। হতভাগ্য, অপমানিত মুহাম্মদ শাহ এলেন দেওয়ানী-আমে।

আবার দরবার বসালেন তিনি। যেটুকু মধু এখনো শেষ স্তরে রয়েছে তাও লুট করবার জন্য আবার পলাতক আমিরেরা গোপন গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। তুরানী-ইরানী, কেউ বাদ গেলেন না। পলাতক উজির কামরুদ্দিনও আবার ফিরে এলেন।

আর বিপদ কেটে যাবার অনেক পর দাক্ষিনাত্যের সুবাদার নিজাম উল্-মুল্‌ক আসফজাও দিল্লীর প্রান্ত প্রদেশে এসে তার সুবিশাল ছাউনি ফেললেন।

ময়ুর সিংহাসন নেই। সামান্য সিংহাসনে বসলেন মুহাম্মদ শা, ক্ষীয়মান আলোকের মত দেখাল তাঁকে। তাঁর পাশে উজির কামরুদ্দিনও দাঁড়ালেন এসে মাথা নত করে। কিন্তু উৎফুল্ল দেখাল আমির খাঁ আর তাঁর দলবলকে। তাদের বিশ্বাস, নিঃসন্দেহে এই বার তাদের ভাগ্য ফিরবে।

নাদিরের আক্রমনকালে তুরাণীরা যে পরিচয় দিয়েছে, তারপর আর দরবারে তাদের স্থান হবেনা। দরবারে স্থান হলেও প্রাধান্য আর নিশ্চিত ফিরে পাবে না কামরুদ্দিন। নূতন করে নিশ্চয়ই সম্রাট

আবার মনোনীত করবেন তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী। নিশ্চয়ই তিনি এবার ইরাণীদের হাতে তুলে দেবেন সকল ভার। আমির খানকে উজির করবেন তিনি।

ইতিমধ্যে আসাদ ইয়ার খানও সম্রাটের খুবই বিশ্বাসভাজন হয়েছেন। সম্রাট তাকে সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন। দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করতে ব্যস্ত আসাদ। আসাদ নতুন বাহিনী গড়ে তুলতে পারলে নিজাম উল্‌মুলকের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্ভব হবে। যে সামরিক শক্তিকে ভয় করে সম্রাট এতদিন তুরাণী প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন তার আর প্রয়োজন হবে না।

ইরানী দলের অপর একজন মহম্মদ ইসাক সম্রাটের খুবই প্রিয় পাত্র হয়েছেন। কার্ণালে নাদিরের শিবিরে অনবরত সম্রাটের পার্শ্বচর হিসাবে থেকেছেন ইসাক। তার ব্যক্তিত্ব শুধু মুহাম্মদ শাহ নয়, নাদির শাহকেও মুগ্ধ করেছিল।

নাদির মুহাম্মদকে স্পষ্টই বলেছিলেন, মহম্মদ ইসাকের মত লোক থাকতে আপনি কামরুদ্দিনকে নিযুক্ত করেছেন কেন?

কামরুদ্দিনের অক্ষমতার কথা সম্রাট এবার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই ঘনিষ্ঠ ভাবে ডেকে নিয়েছেন মহম্মদ ইসাককে। এখন ইসাকের অনেক কথাই শুনেন তিনি।

কিন্তু এই ইসাককে ও আসাদকে সম্রাট-দরবারে যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই হলেন আমির খাঁ।

আমির খাঁই ইরাণী দলের নায়ক এখন। সুতরাং ইরাণী প্রাধান্য যদি বেশী হয়ে থাকে দরবারে তবে তাঁরই উজির হবার কথা

সম্পূর্ণ সঙ্গতভাবেই। বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল ইরাণী ওম্‌রাহ আমির খানকে।

কিন্তু তাঁর সমস্ত আশাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাদশা আবার পূর্ববৎ সভা পুনর্গঠিত করলেন।

উজির কামরুদ্দিনকে অনুরোধ করলেন সম্রাট তাঁর যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করতে।

রাজনীতি খেলা ভোজবাজী, রেই ধরা বিখম দায়। তবু বাদশার এ ব্যবহার অকল্পনীয়!

ক্ষনেকের জন্য বিহ্বল হোল সমস্ত সভা।

…কামরুদ্দিন ও তাঁর দলবলের কাছেও এ যে অযাচিত সৌভাগ্য!

কৃতজ্ঞতায় যেন নত হোলেন কামরুদ্দিন। নত হয়ে বারবার কুর্নিশ জানালেন সম্রাটকে।

প্রথা অনুযায়ী ভেট দিলেন তিনি সম্রাটকে। এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আর অযোধ্যা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষী বাঈকে।

সম্রাট কি ভাবলেন, তার পর নিজ হাতে গ্রহণ করলেন এ দান, যেমন করে একদিন তিনি গড় মুক্তেশ্বরে গ্রহন করেছিলেন আমির খানের উপহার।

সাধারনের তিল তিল স্বেদবিন্দু দিয়ে গড়া প্রাসাদ সৌধের উষ্ণও আওহাওয়ায় যাঁদের জন্ম—মানুষের রক্ত মাখা সোপানাবলীর কার্পেট মোড়া পথে তাঁদের আসা-যাওয়া। নীল রক্তের বিষে জর্জ্জর সম্রাটের

দেহ-মন। ঘোলাটে চোখে চেতনার আভাস মেলেও মেলে না। মুক্তি কোথায় ?

আকাশের বুক চিরে যেন একটা তীব্র বাজ পড়ল আমির খাঁর মাথায়। তাঁর বহু কষ্টকল্পিত স্বপ্নের জাল এক মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল। এত কিছু ঘটবার পরও সম্রাট কামরুদ্দিনকে নতুন করে উজির নিযুক্ত করবেন এটা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সম্রাট এবার নিশ্চিতভাবে তাঁকেই উজিরের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু······।

তাহলে কি সম্রাট আবার রূপের মোহে ভুললেন, কিন্তু এই মুহূর্তে যে কেউ রূপ নিয়ে জুয়া খেলবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এতটুকু ইঙ্গিত যদি পেতেন তার, তাহলে আমির খানও কি নিয়ে আসতেন না কোন রূপসী ? ব্যাথায় ভয়ানক মুসড়ে গেলেন যেন আমির খান।

সম্রাট এবার তাঁর দিকে তাকালেন।

তাঁকেও অনুরোধ করলেন দক্ষিনে সম্রাটের নিকটে আসন গ্রহণ করতে অর্থাৎ আমিরকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ওম্‌বাহদের মধ্যে একজন বলে গ্রহণ করতে রাজি।

হায়রে যার চোখ রয়েছে আকাশে, সেকি পাহাড়ের চূড়াতে সন্তুষ্ট হতে পারে কখনও ? নিজেকে আজ প্রকৃত পক্ষে পরাজিত মনে করলেন আমির খাঁ।

চোখ ধাঁধানো ভেল্কির রহস্য—এর কিনারা করতেই হবে তাঁকে।

গ্লানির মাঝেও মায়াবিনী আশার কুহকে আমির খান আবার বুক বাঁধেন।

স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন তিনি সম্রাটকে। কোন উধম বাঙ্গী নিয়ে এবার তিনি প্রস্তুত হয়ে আসেন নি।

যথারীতি অন্যান্য ওমরাহেরাও তাদের উপহার রাখলেন সম্রাট সমীপে।

সম্রাট সমাদরে গ্রহণ করলেন তাদের দান, সামান্য হলে তাও। কারণ এই মুহূর্ত্তে মোগল বাদশার গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে সামান্যতম দানকেও অবহেলা করা যায় না।

নাদিরের পৈশাচিকতায় সম্রাটের মন প্রজাপুঞ্জের দুঃখে বিকল হয় নি। অসহায় নর-নারীর উচ্চকিত ক্রন্দন রোল তাঁর অক্ষমতাকে শুধু প্রকট করেছে। দুর্ব্বল সম্রাটের বাহু, পঙ্গু তাঁর মন-শাহী শাসন ব্যবস্থা কেবল অযোগ্যই নয়, ক্লীব।

আক্রমনের আঘাতে তাঁর অস্তিত্ব প্রচণ্ডভাবেই বিপন্ন হয়েছিল। বিলাসের খেয়ালে কেটে গেছে সারা জীবন। ভোগের দুর্নিবার লোভে ইজ্জতকে ধূলার মূল্যে বিকিয়েও কোন ক্রমে মসনদটা বজায় রাখা গেল। কিন্তু, রাক্ষুসের রিপুর ক্ষুধার মাশুল জোগাবে কে—মদ আর মদির কটাক্ষের সমারোহ থাকবে কেমন করে? অথচ বাদশাহী জীবনের এই ধারাই সনাতন।

যদি জৌলুস না থাকে, দিকে দিকে উদগ্র কামনার বিস্ফোরণ যদি ঘটে অপটু ও অক্ষম মুঠোয় তা ঠেকাবেন কেমন করে? নিজের এই

অসহায় অবস্থা, তাঁকে আরো ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। নির্ভর করার মত কোন সৈন্য বাহিনীই তাঁর নেই।

শক্তি তাঁর চাই-ই।

আশায়—আবেগে দুলতে থাকেন তিনি। থেমে থেমে উপস্থিত সকলের দিকে বারবার তাকান বাদশা মুহাম্মদ শাহ—মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করেন।

নাদির শা' মোগল সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছেন। সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। প্রাদেশিক সকল সুবাদাররাই প্রায় স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন। এই মুহূর্তে দিল্লীর নিম্নতম ওম্‌রাহের আর্থিক এবং নৈতিক সমর্থনেরও অনেক মূল্য আছে। প্রত্যেকেরই দান তিনি আজ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলেন।

দরবার ভাঙ্গল তারপর।

ওমরাহেরা ফিরতে লাগলেন।

আশ্চর্য্য হয়ে ফিরলেন প্রথম কামরুদ্দিন। তিনি ভাবতেও পারেন নি যে সম্রাটের অনুগ্রহ তিনি আবার লাভ করতে পারবেন। তাহলে কি লক্ষী বাঈয়ের রূপ মুগ্ধ করল সম্রাটকে! কিন্তু এখুনি তার মনে চিন্তা হল যে লক্ষী বাঈয়ের সৌন্দর্য্যের জুড়ি তার অনেক মিলবে। এর চেয়ে আরো সুন্দরীও খোঁজ করলে মিলতে পারে। নতুন রূপ সংগ্রহ হলে সম্রাটের অনুগ্রহে ভাটা ধরতে কতক্ষন।

রূপই যদি সম্রাটের অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হয় তবে তার স্থায়িত্ব কতটুকু, কে জানে।

ভাবতে ভাবতে উজিরের বৃদ্ধ, শিথিল মন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে ক্রমাগত।

জটিল আবর্ত্তের দুর্নিবার দোলা কতদিন সামলান যায় এ ভাবে? কোন উত্তর আসে না মনের গভীর থেকে। অনাগত আশঙ্কার সম্ভাবনা তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে।

তাই বুঝি আজ ষোল আনা পাওয়ার পুলক উজির কামরুদ্দিনকে তেমন করে মাতিয়ে তুলতে পারল না।

অপর পক্ষে আমির খানেরও একই ভাবনা হোল। তাহলে লক্ষী বাঈই কামরুদ্দিনের অনুগ্রহের কারণ? ভাবতে ভাবতে বিষাদগ্রস্ত মনে ফিরলেন তিনি।

রূপের নেশায় বুঁদ করে সম্রাটের নেক-নজরে পড়া—এ কসরত কামরুদ্দিনই আমদানী করেছেন। তিনিও তাতে ইন্ধন যোগাবেন।

দাবানল যদি জ্বলে উঠে, তবুও।

যথাসময়ে বেগম মহলের অভ্যন্তরে জাবিদ খান আর বৈজু বেগম ফিরে এসেছিলেন সেই অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে।

নতুন দরবারের কথা জানতে পেরেছেন তারা। একথাও জানতে

পেরেছেন বৈজু যে কামরুদ্দিন লক্ষী বাঈ নামে একজন সুন্দরী নর্ত্তকীকে উপহার দিয়েছেন সম্রাট-দরবারে।

সংবাদ শুনে একটু বিচলিত মনে হোল বৈজু বেগমকে। জাবিদ খানের দিকে তাকালেন তিনি।

—খাঁ সাহেব, কামরুদ্দিন সম্রাটকে নতুন বাঈজি উপহাব দিয়েছেন?

—আজ্ঞে, বেগম সাহেবা।

—আপনি দেখেছেন তাঁকে?

—আজ্ঞে দেখেছি।

—কি রকম দেখতে সে?—

কাব্য করলেন জাবিদ খাঁ। বললেন, —বেগম সাহিবা, আমাব চোখের সামনে রয়েছে সূর্য্য; তার আড়ালে কোন গ্রহকে কি আমাব দেখা সম্ভব?

—কাব্য রাখুন খাঁ সাহেব। বলুন, সত্যি সে দেখতে কি রকম। মনে বাখবেন তার রূপের উপর আমার আর আপনার ভাগ্যেবও অনেকটা নির্ভর করছে।

জাবিদ খাঁ বৈজু বেগমের দিকে একপলকে তাকিয়ে বললেন, —সত্যি বলছি বেগম সাহেবা, আপনি যদি মহাকাশের সূর্য্য হন তবে সে প্রতিপদের চন্দ্র।

বেগম একটা ঠমকভরা দৃষ্টিতে জাবিদ খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু চন্দ্র লোককে বেশী আকর্ষন করে, এটা জানেন তো? শুনুন, আমার কাছে আসুন।

একটু এগিয়ে গেলেন জাবিদ খাঁ তার প্রিয়তমার কাছে।

আবার মোহিনী ভঙ্গিতে জাবিদ খানকে দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন বেগম, একটা অনুরোধ করব খাঁ সাহেব ?

—অনুরোধ কি, বলুন আদেশ। আপনি যে বাস্তব এবং মানস দু'জগতেই আমাকে আদেশ জানবার অবস্থাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার অনুরোধ আমার কাছে আদেশের চাইতেও বেশী বলেই জানতে পেরেছি ।

—বাদশার চাইতেও ?

—হ্যাঁ, এ জাঁহানের মালিক আপনি এখন থেকেই।

খিল খিল করে হেসে উঠল বৈজু।

—না, না, কৌতুক নয় ; মুষ্টিবদ্ধ করে জাবিদ বলেন, ফরমাইশ করুন। বান্দা এখনই তা তামিল করে প্রমাণ দেবে তার কথার।

চোখের একটু দুষ্টু রশ্মি যেন ছড়িয়ে দিলেন বেগম জাবিদের দিকে।

—আপনার তো বেগম মহলের সর্বত্র যাতায়াত আছে ? জিজ্ঞেস করলেন বেগম।

—আজ্ঞে, আছে।

—আপনি দেখবেন, লক্ষ্মী বাঈকে কোথায় রাখা হয়। আর সম্রাটের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি। পারবেন ?

—পারব বেগম সাহিবা।

বেগম বললেন, বেশ, আমাকে যত শিগগীর সম্ভব এ বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ করবেন।

—সূর্য্য সায়াহ্নের কোলে ঢলে পড়েছে। দরবার ভাঙ্গলে নিজের প্রাসাদে ফিরে আমির খান গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন। যেমন করেই

হোক উধমের অনুরূপ আর একটি সুন্দরী তাঁকে খুজে বের করতেই হবে। ভাগ্য তার বিরূপ, না হলে উধমের মত অমন সুন্দরী পেয়েও তাকে হাব'তে হোল হাতের মুঠো থেকে।

ভাবলেন, দিল্লীর নর্তকী মহলে যাবেন তিনি নিজে আজ। সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসীকে তিনি নিজে বিচার করে নেবেন। তবু যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি করেছেন তা পূরণ হওয়া চাই-ই। উপায় নির্ধা রণের জন্য আবার ভাবতে বসবেন, এমন সময় অদূরে দেখলেন মহম্মদ ইসাক আসছেন।

—হ্যাঁ, ভালই হোল।

ইসাকের সঙ্গে এ নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

ইসাক আসলে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। ইসাক বসলেন।

আমির বললেন,—দেখ ইসাক, আমি তোমার কথাই আজ কেবলই ভাবছিলাম।

—সেটা অধীনের সৌভাগ্য, আপনি আমাদের দলপতি যখন ইসাক হাস্য মুখেই বলে।

—সে তোমাদের ভালবাসা। আজ দিল্লীর সমস্ত ইরাণীদের ভাগ্য একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করছে,ভাই। তা' দেখ, ইসাক! চাপা আওয়াজে বলেন আমির খান।

—বলুন?

—ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ?

—কোন ব্যাপার?

একটু আশ্চর্যই হয়ে যেন আমির খান তাকালেন ইসাকের দিকে।

এরা কি অন্ধ? কিছু দেখে না?—না, ভাবতে চায় না এরা? অল্পেতে সন্তুষ্ট হওয়াই এদের স্বভাব।

—কোন ব্যাপারটা বলুন তো? আবার প্রশ্ন করলেন ইসাক।

আমির খাঁ বললেন, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি সম্রাট কামরুদ্দিনকে আবার উজির করলেন।

—আমার মনে হয় এই অবস্থায় সম্রাট স্থিতাবস্থা রাখতেই ইচ্ছুক।

—না, তুমি জান না ইসাক, এর পিছনে কোন গুরুতর কারণ আছে।

—কি আর কারণ থাকতে পারে বলুন? সম্রাট কামরুদ্দিনকে সরাতে সাহস করছেন না। কামরুদ্দিনের ভাই; দিল্লীর কাছে শিবির করে বসে আছেন, নতুন কিছু করলে চাপ আসতে পারে।

একটু যেন অধৈর্য্য হয়েই বললেন আমির খান,—না ইসাক, ওসব কিছু নয়।

—এ সম্পূর্ণ রূপের মোহ। দেখনি কেমন আগ্রহে লক্ষ্মী বাঈকে গ্রহণ করলেন তিনি? বলে যান তিনি।

—আমার কিন্তু মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে নেতার এই ধারণার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন ইসাক।

তাকে বাধা দিয়ে বললেন আমির খান; তোমার বুদ্ধির দৌড় আমি জানি ইসাক। তুমি যা ভাবছ তা নয়। সম্রাট গভীরভাবে চিন্তা করে কিছু নেবেন এটা আমি বিশ্বাস করি না। এ সম্পূর্ণ রূপের মোহ। বেগম মহলে রূপের ইন্ধন জুগিয়ে এতদিন কামরুদ্দিন তার প্রাধান্য বজায় রেখেছেন।

ইসাক আর কিছু বললেন না।

আমির খান বললেন,—আচ্ছা ইসাক, উধমকে তুমি পেয়েছিলে কোথায় ?

—এই দিল্লীতেই।

—যেখানে পেয়েছিলে, সেখানে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার ?

—পারি, নর্তকী মহলে যেতে হবে।

—চল, আমি এক্ষুনি সেখানে যাব। অধীর ভাবে বলে উঠল খান।

—দাঁড়ান। লগ্নের সময় অস্থুক।

—বেশ।

একটা স্বপ্নের ইশারা জীবন্ত হয়ে কেবলই চিন্তার মধ্য দিয়ে খেলে যেতে লাগল যেন। উধমের মত সুন্দরী কি সেখানে আর একটিও পাওয়া যাবে না ?

দিন শেষের ম্লান আভা মিলিয়ে যেতে লাগল।

আর অপেক্ষায় না থেকে আমির খান বললেন, চল, এবার যাওয়া যাক।

ইসাকও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ওরা দুজনে হাওয়ার বেগে বেরিয়ে পড়লেন।

বিধ্বস্ত নগরীর ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ওরা ছুটলেন রূপের সন্ধানে।

সন্ধ্যা বহুক্ষন উত্তীর্ণ। আমির আর ইসাক অশ্ব থেকে নামল প্রায়ান্ধকার নগরীর পথে।

অপর দিকে সম্রাট এলেন বেগম মহলে। নতুন মহলেই এলেন তিনি।

পূর্ব্বেই সংবাদ পেয়েছিলেন বৈজু বেগম। অপরূপ সাজে সাজিয়ে নিলেন তিনি নিজেকে মোহিনী বেশে,...কাচুলি এটে উদ্ধত পয়োধরকে আরো একটু উন্নত করলেন বেগম।

দীর্ঘ করে কাজল টানলেন চোখের পাতায়।

...তাম্বুল রাগে রঞ্জিত করলেন আগুন রংয়ের ঠোঁট দুটোকে।

...দীর্ঘ সাপের মত করে কালো বেণীটা ছড়িয়ে দিলেন পিঠের উপর।

...ফুলের হৃদয় লুণ্ঠন করে আনা গন্ধ ছড়িয়ে দিলেন নিজের দেহে।

আকাজ্ক্ষার পথ বেয়ে সম্রাট এলেন বেগম মহলে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি আজ বড় ক্লান্ত। উৎসবের মধ্যে ডুবে যেতে চান তিনি আজ, উপভোগের মধ্যে নিজেকে সিক্ত করে নিতে চান তিনি। দীর্ঘ দিন যেন তাঁর কামনার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই অভুক্ত রয়েছে।

মহলে প্রবেশ করে ডাকলেন তিনি, বৈজু বেগম?

—হুকুম করুন খোদাবন্দ।

দুটি বুভুক্ষু বাহু দিয়ে টেনে নিলেন সম্রাট বেগমকে। তারপর বেগমের সমস্ত যৌবনকে উগ্র গ্রাসে গিলতে লাগলেন যেন তিনি উন্মত্তের মত।

মদির কটাক্ষ, আর উত্তপ্ত যৌবনের স্পর্শ কামনাতে আগুন জ্বালাল যেন মুহাম্মদ শাহের।

মাতাল হাওয়ায় সুরার পেয়ালা এগিয়ে দিতে লাগলেন বৈজু

নিজে সম্রাটকে।

বিহ্বল দুটি চোখে সম্রাট তাকিয়ে দেখতে লাগলেন বেগমকে। জড়িত কণ্ঠে বললেন, বেগম, আমার নতুন বেগম, তুমি বেহেস্তের হুরী।

আরো কাছে সরে এসে নিজের বাহু লগ্ন করল বেগম মুহাম্মদ শাহের কণ্ঠে,

—খোদাবন্দ!

—বল বেগম।

—বলছি। যদি কিছু মনে করেন...

—তুমি নির্ভয়ে বলতে পার সকল সময়।

—একটি জিনিষ দিবেন আমাকে?

—তোমাকে তো আমার অদেয় কিছু নেই, বেগম? বল সুন্দরী তোমার কি চাই।

—সম্রাটের হারেমে লক্ষ্মী বাঈ নামে এক বাঁদী আছে, আমি যদি তাকে চাই?

—নিশ্চয়ই, এই মুহূর্তে পাবে তুমি তাকে। কেন?

—খোদাবন্দ, আমি বাঈজিকে বড় ভালবাসি, বলল বৈজু।

—বেশ কালই নতুন মহলে আমি তাকে পাঠিয়ে দেব, বেগম সাহেবা! তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মুহাম্মদ শা' আবার জড়িয়ে ধরলেন বেগমকে।

কেমন একটা নিঃশব্দ অবর্ণনীয় হাসির ছটা ধীরে ফুটে উঠল বেগমের চোখে।

বিবশ রাত্রি এগিয়ে চলে।

দিনের কুশ্রীতাকে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ঢেকে ফেলেছে। দিল্লীর এই অংশে এলে মনে পড়বে না সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা—সেই শ্মশান স্তব্ধতা।

নর্ত্তকী মহলের অলিতে গলিতে উন্মুক্ত হাসির ফোয়ারা—জ্বলজ্বলে রোশনাই আঘাতের গভীর কালো ক্ষত রং-এর পলেস্তারার আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে ;

আমির খান মহম্মদ ইসাককে নিয়ে দিল্লীর নর্তকী মহল তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু উধম বাঈয়ের সঙ্গে তুলনীয় কোন মেয়েই চোখে পড়ল না তার।

চারিদিকে ফুর্ত্তির ফোয়ারা। পেয়ালাব টুং—টাং, নুপুরের নিক্কন-ধ্বনি আর সুরের মুর্চ্ছনায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে উন্মনা হলেও আমির খান তাঁদের অভিসারের উদ্দেশ্য ভূলে যান নি।

দিল্লীর বাগিচায় নতুন রূপসী যে তাঁব চাই। সম্রাটের রূপ লালসার কাছে বলি দিতে হবে একটি প্রস্ফুটিত যৌবনকে। সেই হবে তার পূর্ন আহুতি।

অবশেষে অনেক দেখে মনে লাগবার মত একজনকে বেছে নিলেন আমির খান।

রূপের বিকি-কিনির হাটে সওদার পালা চুকিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরলেন তাঁরা।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপহার চলে গেল মোগল হারেমে। কন্যা খাদিজা খানাম নিজে রেখে এল। লক্ষ্মী বাঈয়ের চেয়ে সুন্দর এই মেয়েটি। একটু যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আমির খান।

একটা উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় দুটো দিন কাটালেন তিনি। দুটো দিন সম্রাট বাইরে আসেননি, হারেমেই ছিলেন তিনি।

তৃতীয় দিন আবার দরবার বসল। মুহাম্মদ শাহকে বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছে আজ। আমির খানকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাছে ডাকলেন। কথা বললেন, রাজ্যের সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা করলেন, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যা।

ব্যাপার কি? তাহলে কি ভাগ্য আবার ফিরল আমির খানের আশায় বরাভয় দান করতে।

তাহলে কি সেদিন নিশীথে তাঁর সংগৃহীত নর্তকী সম্রাটের পছন্দ হয়েছে। কে জানে, সম্রাটকে তো সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না।

কিন্তু আবেগ যেন আর চেপে রাখা যায় না। ধৃষ্টতা হলেও এক ফাঁকে বলেই ফেললেন,—খোদাবন্দকে, এ বান্দা একটা বাঁদী উপহার দিয়েছিল।

—ওঃ, খুউব পছন্দ হয়েছে। তোমার রুচি আছে বটে আমির খান। তাকে আমি নতুন বেগম হজরত বৈজু সাহিবাকে উপহার দিয়েছি।

চাঁদের উপর যেন একখণ্ড কালো মেঘ তীব্র বেগে এসে ঘিরে দাড়াল। আমির খানের সমস্ত মুখ খানা দেখতে দেখতে

অন্ধকার ভাবান্তর হয়ে গেল   সম্রাট লক্ষ্য করলেন কিনা কে জানে।

দরবার আরম্ভ হয়ে গেল।

উজির কামরুদ্দিন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি এক এক করে পাঠ করে যেতে লাগলেন।

—সম্রাট, বাংলাদেশের সংবাদই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে মারাঠারা বাংলার সুবা আক্রমন করে বিধ্বস্ত করছে। নতুন সুবাদার আলিবর্দি খান কিছুতেই তাদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। এই মুহূর্তে সাহায্য পাঠাতে না পারলে সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

গম্ভীরভাবে ভাবলেন কিছুকাল সম্রাট। তারপর বললেন, হ্যাঁ বাংলাদেশে সাহায্য পাঠিয়ে দিন।

—এ অতি উত্তম কথা, কিন্তু—

—না, না, অ৲ চিন্তার অবকাশ নেই।

—কিন্তু আমাদের সৈন্য কোথায়?—

সম্রাট বললেন, কেন, ভ.,সাদকে তো আমি নতুন বাহিনী গঠন করতে অনুমতি দিয়েছি।

উঠে দাঁড়ালেন আসাদ। কিন্তু লজ্জায় তাঁর মাথা নীচু। বললেন, সম্রাট, আমি নতুন বাহিনী গঠন করতে পারিনি।

—কারণ? গম্ভীরভাবে ; 'জ্ঞেস করলেন সম্রাট।

—কাবণ; অর্থাভাব। মোটেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ কবা গেল না। নাদির শাহের লুণ্ঠনের পর দিল্লীতে আর মোগল কাহিনী তৈরী করবার মত অর্থ অবশিষ্ট নেই।

—হুঁ, গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন সম্রাট।

মহাম্মদ ইসাক বসেছিলেন আমির খানের পাশে। বললেন, কিছু বলবেন জনাব।

কি আর একটা চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়েছিলেন আমির খান। হঠাৎ যেন তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, এঁ।

ইসাক বললেন, এই সুযোগ। তুরাণীদের আক্রমণ করুন। জানিয়ে দিন যে, দিল্লীতে এখনো অর্থের অপ্রাচুর্য্য নেই। ইচ্ছে করলে উজির কামরুদ্দিনই নতুন সাম্রাজ্যের গভীর স্বার্থের প্রয়োজনে বাহিনী গঠন করতে পারেন।

সে কথা আমির খানের কানে গেল বলে বোধ হোল না। তিনি তেমনিই নীরবে থাকলেন।

ফলে ইসাক নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, সম্রাট। কিছু বলার অনুমতি প্রার্থনা করি।

—বলুন ?

—আমার বিশ্বাস দিল্লীতে অর্থের অভাব এখনো ঘটেনি। উজির সাহেব স্বয়ং এর ব্যবস্থা করতে পারেন।

কথার ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে সম্রাট তাকালেন কামরুদ্দিনের দিকে।

উঠে দাঁড়ালেন কামরুদ্দিন,—জাহাপনা, জানিনা, কোন বিশ্বাসে মহম্মদ ইসাক একথা বলছেন। তবে আমি আপনাকে অত্যন্ত বিনীতভবে জানাচ্ছি যে—অর্থের সংস্থান করবার ক্ষমতা আমারও নেই। একমাত্র উপায় নতুন কর ধার্য্য করা।

—কিন্তু সে তো অনেক বিলম্বের ব্যাপার

করে কাছে ডাকা। দুই দলের মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় থাকলে তবেই—জাহাপনার নিজের স্বার্থ সঠিক রক্ষা পাবে। অযাচিত উপদেশ দিলুম, জাহাপনা আন্তরিকভাবে ক্ষমা করবেন আমাকে তার জন্য নিশ্চয়ই।

অযাচিত কি! এ যে বিজ্ঞের মত কথা।

বেগমের উপদেশই সেই মুহূর্তে যথাযোগ্য ও সমীচীন মনে হোল যেন সম্রাটের।

আরো ভাল লাগল এই নতুন বেগমকে, তাঁরই সৃষ্টি বৈজু সাহিবাকে। আকুল আবেগে বুকের কাছে নিবিড়ভাবে টেনে নিলেন তিনি বৈজুকে।

বার

দরবার থেকে ফিরে এসেই জাবিদ খানকে গোপনে ডেকে পাঠালেন আমির খাঁ।

আর এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। নবতম এই বৈজু বেগম কে?

হারেমে নতুন রমণী সরবরাহ করেনি তো কামরুদ্দিন। এই ধূর্ত্ত, উজিরটাকে এঁটে উঠা রীতিমত দায় দেখছি। সত্যি যদি বৈজু নামে কোন মেয়েকে হারেমে পাঠিয়ে থাকেন কামরুদ্দিন আর তবেই প্রভাবে পড়ে গিয়ে থাকেন মুহাম্মদ শা, তবে শীগ্গীরই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বৈজুর প্রভাব দূর করবার একটা উপায় নিতেই হবে।

আত্মমগ্ন সুরে বললেন, উধম বাঈয়েব একবার সর্বশেষ খোঁজ নিতে হবে দেখছি। দৃঢ় বিশ্বাস হোল আমির খানের যে উধম বাঈয়ের মত নর্তকী পেলে সম্রাট আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

উধম বাঈয়ের শেষ খবর আর নেওয়া হয়নি। অন্ধ প্রকোষ্ঠে একমাত্র কোকিজিই জানে তার খবর। জাবিদ খানকে তার কাছে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে একমাত্র জাবিদ খানই আজ ভরসা তাঁর।

গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি জাবিদ খানের দিনের পর দিন।

অবশেষে জাবিদ খাঁ এলেন। যেন ছুটে গিয়ে হাত ধরলেন আমির খান।

—এই যে খাঁ সাহেব, আপনার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।

—মেহেরবান জনাব। বলুন অধমকে আপনি তলব করেছেন কেন?

আমির খাঁ বললেন, নাদির শার আক্রমণের জন্য বহুদিন আর অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। এবার বলুন খবর কি?

—কিসের খবর? যেন কিছু জানেন না এমন ভাবেই বললেন জাবিদ খাঁ।

ঔদাসীন্যের ধৃষ্টতায় আমির খানের শরীর রাগে রি-রি করতে লাগল। বাইরে সে ভাব কোন ক্রমেই প্রকাশ করলেন না। গরজ বড় বাড়াই।

—তা আমার নসিব এখন খারাপ, ভরসা করি কোথায়? হতাশায় ভেঙ্গে পড়ার ভান করে বললেন তিনি।

জাবিদ খানের কণ্ঠ ভিজে যায়, বলুন, কি জানতে চান আমার কাছে।

—কোকিজির খোঁজ করেছিলেন?

দারুন এক আগ্রহ আমির খাঁর চোখে মুখে। সুযোগ বুঝে নিজেকে আঁট-সাঁট করে নিলেন জাবিদ খাঁ?

—হ্যাঁ, তা একরকম পেয়েছি বই কি?

—কি? একটু কাছে এগিয়ে এলেন আমির।

—বলছি। অতটা উতলা না হলেও চলবে। তবে কথা কি—কেমন যেন একটু ইতস্তত করতে লাগলেন জাবিদ খাঁ।

—বলুন?

—নিশ্চয়ই বলব, তবে আমারও একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—কথা ছিল, সংবাদ দিলে……

ওঃ—ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ বুঝে নিলেন আমির খাঁ। তৎক্ষনাৎ অন্দর মহলে চলে গেলেন তিনি। কিছু কাল পরে এক তোড়া মোহর নিয়ে ফিরে এলেন। জাবিদ খাঁর সামনে মোহরের তোড়াটা রেখে বললেন আমির খাঁ,

—এবার বলুন। খবর পেয়েছেন উধম বাঈয়ের ?

—পেয়েছি।

—কোথায় সে ? দৃঢ় মুষ্টিতে জাবিদ খাঁর হাত দুটো চেপে ধরলেন আমির খান।

জাবিদ খাঁ বললেন,—আপনার ভাববার কারণ নেই।

—ভেঙ্গে বলুন।

—বলেছি তো, নিশ্চিন্ত হোন।

—এ্যাঁ। তাকে পাওয়া যাবে ?

—না।

—না ?

—হ্যাঁ, সে মৃতা। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বললেন জাবিদ খান সম্পূর্ণ জোর দিয়েই।

বিরাট এক হতাশায় যেন একদম ভেঙ্গে দুমড়ে গেলেন আমির খাঁ। গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। অনেকক্ষন এই ভাবে নীরবে কাটল।

চমকে গিয়েছিলেন জাবিদ খাঁ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাই জিজ্ঞেস করলেন তিনি,—

—কি হোল খাঁ সাহেব ?

—এঁ্যা, না কিছু নয়। সম্বিত ফিরে এল আমির খানের।

—এবার তা হলে আমি উঠতে পারি ? ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন জাবিদ খান।

—একটু দাঁড়ান।

নীরবে অপেক্ষা করেন জাবিদ।

আমির খানও চুপচাপ। বর্ষিয়ান ইরাণী নেতাকে চিন্তারাশি যেন আরও বৃদ্ধ করে তুলেছে। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে স্নেহের সুরে ডাকলেন, ভাইসাহেব!

—বলুন।

—আর একটি সংবাদ দিতে হবে। প্রচুর পুরস্কার পাবেন।

—বলুন ?

—বৈজু বেগম কে ?

হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল যেন জাবিদ খানের।

—একটু থেমে তিনি বললেন, কই জাবিদ খাঁ তো।

জাবিদখানের বিচলিত ভাব দেখে বিজ্ঞ আমিরের সন্দেহ রইল না যে তিনি এবার সঠিক রাস্তায় এসেছেন। বর্ত্তমান কেন্দ্রবিন্দু নতুন বেগমের আগমন রহস্যের আবরণ উন্মোচিত করতে পারলে হয়তো ভবিষ্যতের মর্ম্মোদ্ধার সম্ভব হবে।

বাঘের দৃপ্ত থাবার মত দুটো হাত রাখলেন আমির খাঁ জাবিদ খানের কাঁধে।

—দেখুন, সত্য জানলে বলুন। প্রচুর ইমাম মিলবে—আমির এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করেন।

—দেখি, খোঁজ করব হারেমে। বললেন জাবিদ খান।

—হ্যাঁ, আর ঐসঙ্গে জানবেন, যে কামরুদ্দিন তাকে হারেমে পাঠিয়েছেন কিনা।

—খোঁজ করব।

উঠে দাঁড়ালেন জাবিদ খাঁ। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি ধীর পদক্ষেপে। বিহ্বলভাবে একটু দৌড়েই তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য পিছু পিছু গিয়ে বললেন আমির খাঁ,—

—দেখবেন, মনে রাখবেন আমার কথা।

—আচ্ছা। যেতে যেতে উত্তর দিয়ে গেলেন জাবিদ খাঁ।

অবসাদ ভরা একটা দৃষ্টি মেলে তার গমন পথে তাকিয়ে রইলেন আমির খাঁ। যেন ধ্যান করতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ কাকে তিনি সেদিকে আসতে দেখলেন।

হ্যাঁ, ভৃত্য এসেছে তার।

—কি চাই তোমার ?—

সালাম জানাল ভৃত্য। বলল, বাদশা আপনাকে জরুরী তলব করে পাঠিয়েছেন।

—বাদশা ! চমকে উঠলেন আমির খাঁ।

—হ্যাঁ, বাদশা। বাইরে জাঁহাপনার লোক অপেক্ষা করছে। তৎক্ষনাৎউঠে দাঁড়ালেন আমির খাঁ।

ভৃত্যকে বললেন, যাও। সম্রাট প্রেরিত বার্ত্তাবহকে যথোচিত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা কর। সত্বর আমি উপস্থিত হচ্ছি।

এ কি, ভাগ্য হঠাৎ তাঁর প্রতি সদয় হতে চলেছে কি? নইলে এখন মুহাম্মদ শাহ তাকে ডেকে পাঠাবেন কেন। আজ তো দেওয়ানী আমে কোন অধিবেশন নেই।

তবে? তবে কি সম্রাট তাকে বিশেষ ভাবে গোপন পরামর্শের জন্য সত্বর ডেকে পাঠিয়েছেন?

একটা তপ্ত রক্তের প্রবাহ যেন তার সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে নিমেষে বয়ে গেল।

দ্রুত বাইরে চলে এলেন তিনি। সত্যই সম্রাটের অনুচর তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

তাঁকে দেখেই সম্রাটের বিশেষ দূত সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল ও মোহর-অঙ্কিত লিপি পেশ করল।

আমির তা' পাঠ করলেন।

সম্রাটকে সালাম জানাবার অভিপ্রায় বুঝে নিয়ে দূতও প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করল।

একাকী রওনা হলেন আমির খাঁ সম্রাট সন্দর্শনে।

মুহাম্মদ শাহ আজ বিষম চিন্তান্বিত।

রাজকোষ অর্থশূন্য। অথচ সৈন্য বাহিনী পুনর্গঠন ও অন্যান্য প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ অত্যাবশ্যক।

...সাধারণভাবে কর ধার্য্য না করে কোন বিশেষ সূত্র থেকে যদি অর্থ সংস্থান করা যায়। আর তুরাণী প্রাধান্যকে খর্ব করবার জন্য প্রতিদ্বন্দী ইরাণী শক্তিকে জিইয়ে রাখা—বৈজু বেগমেরও বিশেষ পরামর্শ তাই।

গোপন কক্ষেই সম্রাট অপেক্ষা করেছিলেন আমির খানের এবং সেখানেই তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন।

আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানালেন আমির। সম্রাট তাঁকে বসতে আজ্ঞা দিলেন।

আসন গ্রহণ করলেন আমির খান।

—বান্দাকে তলব করেছেন শাহান শা ?

—হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে আমির খাঁ।

—হুকুম করুন, জাঁহাপনা !

—আপনি কি বিশ্বাস করেন যে দিল্লীতে তুরানী ওম্‌রাহদের কাছে এখনো প্রচুর অর্থ আছে ?

—সবার কাছে আছে কিনা জানিনা জাহাপনা। তবে, একথা বিশ্বাস করি যে, কামরুদ্দিন এখনো প্রচুর অর্থের মালিক।

—আপনার বিশ্বাস এ বিষয়ে সুদৃঢ় ?

—হাঁ সম্রাট ! আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। বিশেষ করে নাদিরের অত্যাচারের কোন খেসারতই উজিরকে যোগাতে হয়নি, তিনি তখন পলাতক।

—কিন্তু কামরুদ্দিন অর্থের কথা অস্বীকার করেছেন।

—তার কারণ, কামরুদ্দিন মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল অপেক্ষা ব্যক্তি স্বার্থকেই বড় করে দেখেছেন।

—এখন উপায় ?

—উপায় কামরুদ্দিনকে উজির পদ থেকে অপসারিত করা, সম্রাট আপনি তো জানেন, বিপদে আপদে সর্ব্বত্রই আমরা ইরাণীরা আপনার পাশে বিরাজ করেছি—

উজির ভগ্নকণ্ঠে সমস্ত কথা খুলে বললেন আসফজাকে।

শুনে আসফজা বললেন,—মুহাম্মদ শা ঘোর অকৃতজ্ঞ। আপনার আর দিল্লী থেকে দরকার নেই। আমার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আপনি সসম্মানে চলুন।

অনিচ্ছা সত্বেও আসফজার পরামর্শ গ্রহণ করলেন কামরুদ্দিন।

সেই রাত্রেই উজিরী পদে ইস্তফা দিয়ে মুহাম্মদ শাহকে লিখে পাঠালেন তিনি,

মহামান্য বাদশাহ,

আমি চিরদিন সম্রাটের অনুগত ভৃত্য ছিলাম এবং থাকবও। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, বর্তমানে সম্রাটের অনুগ্রহ হারিয়েছি আমি। আস্থা ও অনুগ্রহ বঞ্চিত অবস্থাতে উজির পদে অধিষ্ঠিত থাকার কোন মানে হয় না। সুতরাং আমি উজির পদে ইস্তফা দিতেছি। সম্রাট নিজের ইচ্ছামত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে উজির হিসাবে নিযুক্ত করুন।

ইতি
চিরানুরক্ত
কামরুদ্দিন।

পত্র পেয়ে মুহাম্মদ শাহ নিতান্ত বিচলিত হলেন। নিজামের সঙ্গে কামরুদ্দিনের মিলন যে কোন সময়ে অনিবার্য্য পতন ডেকে আনতে পারে। তিনি তৎক্ষণাৎ আমির খাঁ আর মহম্মদ ইসাককে পরামর্শের জন্য এত্তেলা দিয়ে পাঠালেন।

এ সংবাদে আমির খাঁ নিতান্ত উৎফুল্ল হলেন। সম্রাট কথা

দিয়েছিলেন কামরুদ্দিন যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন তবে তিনি আমির খাঁকে উজির পদে নিযুক্ত করবেন।

আজ তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত অভিষ্ট সিদ্ধ হতে চলেছে। মনটা খুশীতে ভরপুর হোল। তাঁর শাণিত তীর এতদিন অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয়েছে।

সূর্য সু-উচ্চ মিনারে তখন প্রচণ্ড তেজে জ্বলছে। বাতাসে ভাসতে ভাসতে চঞ্চল পায় ছুটে এলেন তিনি সম্রাটের গোপন কক্ষে।

দেখলেন, সম্রাট নিতান্ত বিমর্ষ। আমির খাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, এই যে আমির খাঁ। এস, পরামর্শ আছে।

—হুকুম করুন জাহাপনা।

মুহাম্মদ শা বললেন,—কামরুদ্দিন পদত্যাগ করেছেন শুনেছেন নিশ্চয়ই।

-সে ত ভাল কথা জাঁহাপনা, আমরা যা চেয়েছিলুম তাই হয়েছে।

—না।

—না, কেন? আশ্চর্য্য হলেন আমির খাঁ।

—কারণ এটা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ নয়। তাঁকে দিল্লী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

—আমাদেরও তো তাই ইচ্ছা ছিল, নয় কি?

—কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি ঘটল। এর ফল আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল হবে না।

—আমার কিন্তু মনে হয় ভালই হবে, আমিরখান বিজ্ঞের মত সম্রাটকে বোঝাতে চান।

—আমরা এখন সহায় সম্বলহীন।

—সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় আমরা দৃঢ়। মহান আল্লা আমাদের সহায়।

—শত্রুর সংখ্যা বাড়বে না কি?

—মহান বাদশার মিত্রও সংখ্যাতীত।

—না, তুমি বুঝতে পারছ না আমির খান। কামরুদ্দিন জয়সিংহ পুরে ভ্রাতা নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। যে কোন সময় তাঁরা দিল্লী আক্রমন করতে পারেন। অরক্ষিত অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণের ফল কি হতে পারে, অনুমান করা কঠিন নয়।

নীরব থাকলেন আমির খান, অর্থাৎ সম্রাটের চিন্তা তিনি অনুমোদন করতে পারছেন না। এ আশঙ্কা সমর্থন করা মানে, উজির পদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

সম্রাট তাঁর মনের ভাব এককথায় বুঝলেন, আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি।

হঠাৎ সেখানে আবিভাব হোল মহম্মদ ইসাকের। মুহূর্ত্তে যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন সম্রাট।

ইদানিং তিনি মহম্মদ ইসাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন। তাঁর বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি খুবই প্রশংসার। সম্রাট ভাবলেন, এই সঙ্কট মুহূর্তে নিশ্চয়ই মহম্মদ ইসাকের কাছ থেকে সময়োচিত পরামর্শ পাওয়া যাবে।

তিনি নিজে উঠে জড়িয়ে ধরলেন ইসাককে। যেন এবার একটা অবলম্বন পেয়েছেন তিনি।

অভিভূত হয়ে গেলেন ইসাক সম্রাটের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে।

সম্রাট তাকে গোপন কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন,

—ইসাক এখন তুমিই আমার ভরসা। বল কি করব ?

—কি সম্রাট ? আশ্চর্য্য হলেন ইসাক।

সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার করে বললেন তাকে মুহাম্মদ শাহ্।

উভয় সঙ্কটে পড়ে গেছেন সম্রাট। স্বার্থলেশহীন বুদ্ধির দর্পনে ইসাক সব কিছুই দেখতে পেল। কিন্তু এদিকে সত্যিকারের পরামর্শ দিতে গেলে তা আমির খানেব বিরুদ্ধে যাবে। আমির খাঁই তাকে দরবারে স্থান দিয়েছেন। তার মূল্য দিয়ে আবার আমির খাঁব হয়ে কথা বলতে গেলে সম্রাটের ক্ষতি করা হবে। তিনি তাই বোকার মত চুপ করে গেলেন।

ধর্ম্মের নামে সম্রাট মহম্মদ ইসাককে তাঁর পক্ষে প্রকৃত কল্যাণের পথ বাতলিয়ে দিতে বললেন। একবার নয় বারবার অনুরোধ করে ল তিনি।

অগত্যা মুখ খুললেন ইসাক খান।

—যদিও আমির খান একজন আমির এবং আমিরের পুত্র, যদিও তাঁর বীরত্ব ও দক্ষতার অভাব নেই, তবু এই হিন্দুস্থানের লোকেরা তাঁকে দুর্ব্বল চরিত্রের লোক বলেই জানে। আমরা এই কিছুদিন

হোল আমির পদবাচ্য হয়েছি, কিন্তু দিল্লীর সমস্ত লোকেই কৌলিণ্যের জন্য আসফজা এবং কামরুদ্দিনকে শ্রদ্ধা করে থাকেন। এই অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি তাতে উজিরের সঙ্গে বিরোধ করা উচিত হবে না। এখন আপনার বিচারই শেষ বিচার।

গ্রহণ করলেন মহম্মদ শা ইসাকের পরামর্শের মর্ম্মবাণী।

আমির খান একাকী অস্থির হয়ে উঠেছেন। উৎকণ্ঠা আর চেপে রাখতে পাচ্ছিলেন না তখন। নিমেষ যেন প্রহর।

ফিরে আসলেন সম্রাট আমির খানের কাছে। বললেন, আমির খান, আমি ঠিক করলাম, বর্তমান অবস্থায় শক্তিশালী তুরাণী দলকে শত্রুতে পরিণত করা উচিত হবে না। আপনি আমার বিশ্বাসভাজন ও অনুরক্ত। সুতরাং আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এবার বিরত হন উজিরের পদের জন্য ; আর সে জন্য কোন রকম আক্ষেপ কোরবেন না।

আমির খান এবার বুঝতে পারলেন কামরুদ্দিনকে সম্রাটের সঙ্গে মিলে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়ে এতদিন ভঙ্গুর সমর্থনের উপর নির্ভর করেছেন। সেই মুহূর্ত্তে গভীর ভাবে অনুভব করলেন তিনি উধম বাঈয়ের কথা।

আজ যদি বাঈ মোগল হারেমে থাকত, নেপথ্য ব্যূহ-রচনা করত তাঁর স্বপক্ষে ; এ অবস্থা হোত না আমির খানের! এভাবে ব্যর্থতার বোঝা স্তুপীকৃত হোত না, ভাবলেন তিনি।

এই অবস্থাতে নিজেকে আর মুহাম্মদ শাহকে রক্ষা করতে হলে উজিরের কাছে আত্মসমর্পন ছাড়া আর উপায় নেই।

উচ্চাশার ভার মুক্ত হয়ে হৃদয় যেন আবার হাল্কা হল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আমির খান বললেন, বেশ জাঁহাপনার কথাই থাকবে। আমি উজিরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সম্রাট মুহাম্মদ শাহ নিরুপায়।

আমির খানের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সম্রাটের মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ যে হৃদয়-দৌর্বল্যকে চেপে রাখতে হবে!

হায়রে সিংহাসন! কত কণ্টক জ্বালা, কত দীর্ঘশ্বাস—চোখের পানি এর তলায় অদৃশ্য হয়ে আছে, কে তার নীরব ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবে ভাবী দুনিয়ার দরাববে।

আমির খান বিদায় নিয়ে পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

শুন্য দৃষ্টি মেলে বিষাদ অন্তরে সম্রাট তাকিয়ে থাকেন আমিরের গমন পথের দিকে।

নিতান্ত দীনভাবে আমির জয়সিংহ পুরীতে নিজাম ও কামরুদ্দিনের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নিজাম সৌজন্য দেখিয়ে পরামর্শের একটা আবরণ রক্ষা করে প্রকৃত পক্ষে আদেশ করলেন আমিরকে, উজিরের সঙ্গে যখন আপনার মত বিরোধ ঘটেছে, তখন আর আপনাদের দুজনের একত্র থাকা উচিৎ নয়। আপনার উচিৎ দিল্লী ত্যাগ করে এলাহাবাদে আপনার জায়গীরে গিয়ে বাস করা।

অসহায় আমির খান তাই স্বীকার করে নিলেন।

কামরুদ্দিন শুকনো কথার ভনিতা করে অবশ্য আমির খানকে স্তোক দিলেন।

অর্থপুর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হোল দুই ভ্রাতার। স্বস্তির সাথে সাথে খুশীর জোয়ার এল বৃদ্ধ উজিরের অন্তরে।

২৭শে জুলাই, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

ভগ্ন হৃদয়ে আমির খান গেলেন এলাহাবাদে আর বল-দর্পিত নিজাম রওনা হলেন দাক্ষিণাত্যে।

দিনান্তের সূর্য্য তখন অস্তাচলে।

———

তের

কামরুদ্দিন বিজয়ীর বেশে দিল্লীতে ফিরলেন। ইরাণীদলকে এবার আর তার ভয় নেই। একে একে সরাতে লাগলেন তিনি তাদের।

প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে অপমানিত করার কথা তিনি বিস্মৃত হন নি, সে জ্বালা জুড়োবেন তিনি—সুযোগ হয়েছে তার। অবমাননা-কারীদের চিহ্ন দরবার থেকে মুছে দিতে পারলে স্বস্তি পাবেন তিনি।

মুহাম্মদ শাহও আবার তাঁর হাতের ক্রীড়ণকে পরিণত হলেন। হারেমের মাধ্যমে সম্রাটের উপর এতদিন প্রাধান্য রাখবার যে প্রয়োজন ছিল তাও আর রইল না ঘটনার দ্রুত আবর্তনে।

এইবার তিনি জাবিদখাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। জাবিদ খান আমির খানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কামরুদ্দিনের অনুরোধ পর্য্যন্ত অস্বীকার করেছেন তিনি। এ ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব অবশ্যই প্রয়োজন।

উজির বেশ বুঝেছেন, সম্রাট তুরাণীদের সামরিক শক্তির ভয়ে বশীভূত হয়েছেন, মোগল বাদশাহীর উপর প্রভাবের এই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে, কেবল তুরাণী-শক্তিকে সংহত করাই যথেষ্ট নয়, বিরোধী-দের শক্তির যে কোন উৎস মুখও ধ্বংস করতে হবে।

ছয় হাজার অশ্বারোহীর মনসব দিয়েছিলেন কামরুদ্দিনই একদিন জাবিদ খানকে। এবার তিনি প্রথমেই জাবিদ খানকে কারণ না দেখিয়েই পদচ্যুত করলেন।

ভয় পেলেন জাবিদ খান। উজিরের ক্রোধ হয়তো তাকে রাজধানী থেকে নির্বাসিত করে ছাড়বে। এর উপর কোকিজি

এতটুকু সঙ্কুচিত না হয়ে জাবিদ খান স্পষ্ট বললেন, —সে জীবিত নেই।

—নেই! কিছুদিন পূর্বেও এ সংবাদ পেলে সন্তুষ্ট হতেন কামরুদ্দিন। কিন্তু আজ যেন একটা হতাশার ছাপ ফুটে উঠল তাঁর মুখে চোখে।

অনেকটা সময় নীরব থাকলেন তিনি।

জাবিদ খাঁ বললেন, আব কিছু জানবাব আছে ?

—না।

—তাহলে এবাব আমি উঠি। প্রয়োজন হলে তলব করবেন।

চলে যাবাব জন্য প্রস্তুত হলেন জাবিদ খাঁন।

হঠাৎ ডাকলেন কামরুদ্দিন, শুনুন।

—বলুন, ফিবে দাঁড়ালেন জাবিদ খান।

—আর একটি সংবাদ আমার প্রয়োজন।

জাবিদ খানের অনেকটা কাছে সরে এলেন কামরুদ্দিন। একটু যেন ফিস্‌ফিস্ কবেই বললেন,—সম্রাট এখন হারেমে যান ?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন জাবিদ খান। কি বলবেন তিনি ? চুপ কবে থাকলেন।

একটু অধৈর্য্য হয়েই বললেন কামরুদ্দিন, কি বলুন, আমাকে একটা সদুত্তর দিন।

—যান।

দুটো চোখে যেন বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে দিল কে। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন কামরুদ্দিন, কার মহলে যান ?

নির্বিকার হয়ে বললেন জাবিদ খান,—তা ঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত এক একদিন, এক এক মহলে।

গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন কামরুদ্দিন জাবিদ খানকে। বললেন,

—দেখুন, সত্যি বলবেন, প্রচুর পুরস্কার পাবেন।

তবু জাবিদ খান বললেন,—না, জানি না।

সন্দেহ হোল কামরুদ্দিনের। বুঝলেন যে জাবিদ খাঁ অনেক কিছু জানেন, তবে বলতে রাজি হচ্ছেন না। সম্ভবত আমির খাঁর দলে ভিড়ে গিয়ে থাকবেন, জাবিদ খাঁ।

গভীর ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে আরো ভয় পেলেন কামরুদ্দিন। বুঝলেন যে আর দরবারে থাকা নিরাপদ নয়। তিনি চুপ করে গেলেন।

উঠে দাঁড়ালেন জাবিদ খাঁ,—আসতে পারি?

—আসুন।

চলে গেলেন জাবিদ খান।

কামরুদ্দিন স্থির করলেন, আর একমুহূর্ত দিল্লীতে থাকা উচিত নয়। ভ্রাতা আসফজা দাক্ষিণাত্য পথে জয়সিংহ পুরীতে বিশ্রাম করছিলেন। দিল্লী থেকে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে জয়সিংহের পুরী। কামরুদ্দিন সেই রাত্রিতেই ভ্রাতার শিবিরে গিয়ে আশায় বুক বেঁধে একাকী উপস্থিত হলেন।

—আসফজা তো অবাক! দুঃসংবাদের আশঙ্কা করলেন তিনি।

ও তুরাণী এদের কারোই একচেটিয়া প্রাধান্য দেওয়া চলবে না। তাহলে আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না কোনদিন। এ দু'জনের শক্তি-সাম্যের উপর আমাদের ক্ষমতা নির্ভর করছে, বুঝলে ?

নিশ্চয়ই বুঝলেন জাবিদ খান। তবে এও বুঝলেন যে বেগম সাহিবা তার চেয়ে আরো অনেক চতুরা। আরো বিস্ময় যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটু আবেগেই যেন তাকে নিবিড় ভাবে আকর্ষন করলেন জাবিদ খাঁন। অনুগত ভক্তের বিমূঢ় শ্রদ্ধার দৃষ্টি ঝরে পড়ছিল জাবিদের দু'চোখে।

বৌদ্ধ

দিল্লী পৌঁছেই দরবারে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করতে দৃঢ়ভাবে বদ্ধপরিকর হলেন আমির খান। এবার তাঁকে বাধা দেবার মত নেই কেউ। তাঁকে সমর্থন করবার জন্যে রয়েছে সফদর জঙ্গের দশ হাজার সৈন্য।

বাদশা মুহাম্মদ শাহ সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছেন। আমির খানের প্রতি কার্যে সম্রাটের অলিখিত অনুমোদন।

প্রতি পদক্ষেপে তাই আমির খান আজ বেপরোয়া। কামরুদ্দিন দিল্লীর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে মৃত প্রতিছবির মত বিলম্বিত।

কার্য্যত আমির এখন মহামাত্য। সুযোগ তাঁর করতলগত। সমস্ত বিড়ম্বনার হিসাব-নিকাশ তাঁর চাই—সুদে আসলেই।

একের পর এক তিনি সম্রাটের দরবারের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি ইরাণী ওম্‌রাহদের মধ্যে বিলি করতে লাগলেন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন মির অতিস (তোপবাহিনীর প্রধান) সাতুদ্দিন খানের মৃত্যু হোল। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র হাফিজ-উদ্দিনকে দেওয়া হোল সে পদ। কিন্তু তিনি ছিলেন তুরাণী উজিরের দলে। নতুন নির্ব্বাচন বাতিল করে দিলেন আমির খান। মির অতিসের পদ দেওয়া হোল সফদর জঙ্গকে।

আমির খানের পরামর্শে ধীরে ধীরে সম্রাট মুহাম্মদ শাহও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে লাগলেন তুরাণীদের উপর।

আলি মুহাম্মদ খান রোহিলা, আওনা আর বানগড়ের সুবাদার। উজিরের প্রিয়পাত্র তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লী বাহিনী পাঠানো হোল।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সফদর জঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দোলার সঙ্গে বানু বেগমের বিবাহ দিলেন। সম্রাটের খাসমহলের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন নিজামুদ্দৌলা। আমির খানের আজ যা অভিরুচি, ভাবী মুহূর্তে বাস্তব সত্য তাই।

শুধু এতেই ক্ষান্ত হলেন না আমির খান। নিজের দলেরও কাউকে কাউকে যারা সম্রাটের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন তাদেরও পতন ঘটালেন।

পূর্ণ ক্ষমতার লক্ষ্যে আমির খান নিষ্কণ্টক করলেন নিজের পথ। ঠিক সেই মুহূর্তে একদিন জাবিদ খান এলেন তাঁর কাছে। এসেই তিনি বললেন,

—জনাব আপনি এবার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়েছেন। আমিও আপনারই সমর্থকদের একজন। বলেছিলেন, আমাকে পুরস্কৃত করবেন ক্ষমতা পেলে পর।

চিনতেই যেন পারলেন না আমির এবার জাবিদ খানকে। ক্ষমতার সঙ্গে অন্ধ আমির খান।

পথ তার নিষ্কণ্টক হয়েছে, সুতবাং হারেমের কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন নেই তার। কিছুতেই স্বীকার করলে.. না তিনি জাবিদ খাঁর ঋণ।

—কিন্তু এটা কি উচিত হোল? প্রশ্ন করলেন জাবিদ খান।

—উচিং অনুচিত আমি আপনার চেয়ে ভালই বুঝি !তবু আমি আমার কথা রাখতে রাজি আছি খান সাহেব। যদি আপনি উধম বাঈয়ের খোঁজ দিতে পারেন।

সে ত বর্তমানে সম্ভব নয়।

—সুতরাং আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, নিস্পৃহ গলায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে।

—কিন্তু আমি তো হারেমে নতুন মহলের সঠিক খোঁজ দিয়েছি আপনাকে।

জাবিদ খানকে দেখেই বুঝলেন বৈজু যে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। একটু ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন তিনি,

—কি সংবাদ খাঁ সাহেব ?

—আমির খান আমাদের ক্ষমতার বাইরে গিয়েছেন। আপনাকেও অস্বীকার করছেন তিনি আজ।

—মানে ?

আনুপূর্বিক সমস্ত কিছু ভেঙে বললেন জাবিদ খান। মুহূর্তে যেন চক্র সৌন্দর্য্যে বিকশিত এই ফুলটি ক্রোধের ঝলকে পাংশু হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন বৈজু বেগম।

জাবিদ খান বললেন,—বেগম সাহেবা, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমি ওকে হত্যা করব।

—না। দৃঢ় ভাবে বললেন বৈজু।

তার মুখের দিকে অর্থ গ্রহণের জন্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন জাবিদ খান।

বেগম বললেন শুনুন, আমির খানকে হত্যা করে আমাদের কোন লাভ হবে না ওকে বাঁচিয়েই রাখতে হবে, কিন্তু ক্ষমতা খর্ব্ব করতে হবে।

—বলুন কি করতে চান ?

—আপনি উজিরের সঙ্গে দেখা করুন। আমি নিজ হাতে তাকে চিঠি দিচ্ছি।

লিখতে বসলেন বৈজু বেগম :

আমির কামরুদ্দিন উজির সাহেব,

জনাব,

আমি বেগম মহলের নতুন মহল থেকে আপনাকে লিখছি। আমি বৈজু সাহিবার ভাগ্য গুনে বাদশার সুদৃষ্টিতে আছি এখন। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের প্রাসাদ আজ কুচক্রীদের দৌরাত্মের বেগে লীন হতে চলেছে।

শুনেছি উধম বাঈয়ের খোঁজ পেয়েছেন, আমির খান তাকে হারেমে আনবার ব্যবস্থা করছেন। সুতরাং আমার সমূহ বিপদ। এই বিপদে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থিনী। আমির খাঁর পতনের উপর আমাদের উভয়েরই ভাগ্য নির্ভর করছে। আপনি যদি আমাকে বাইরে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন, তবে বেগম মহলের সমস্ত সাহায্য আপনার জন্য থাকবে এটা জানবেন। আমার প্রস্তাবটা সত্বর বিবেচনা করে দেখবেন, আশা করতে পারি কি ?

ইতি।

বৈজু বেগম।

তৎক্ষণাৎ জাবিদ খান দ্রুতগতিতে চললেন কামরুদ্দিনের প্রাসাদের দিকে।

সন্ধ্যার একটা বিষণ্ণতা নিয়ে তখন কামরুদ্দিন ভাবছিলেন নিজে ভাগ্যের কথা। উজিরের পদ রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাঁর জীবনও নিরাপদ কিনা এখন এটাই তাঁর ভাবনা।

ভাবছেন দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যাবেন তিনি। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আর একটা উপায় অবশ্য আছে। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গলের পক্ষে তা হবে ভয়ানক ক্ষতিকারক সে হোল মারাঠাদের অযোধ্যার

শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। অযোধ্যা আক্রান্ত হলে, সফদর জঙ্গ আব দিল্লীতে থাকতে পাববেন না। সুতরাং সামরিক চাপ দেওয়া সম্ভব হবে না আমিব খানের পক্ষে।

কিন্তু একথা যদি কোন দিনও প্রকাশ পায়, তবে? সম্রাটেব অনুগ্রহ চির দিনের জন্য হাবাবেন তিনি। একমাত্র এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পাবতেন তিনি যদি বেগম মহলের উপর হাত থাকে তাঁর। কিন্তু সে দিন তাব ত্যাগ গত। সুতরাং দাক্ষিনাত্যে পালানোই যুক্তিসঙ্গত হবে তাঁব পক্ষে।

গভীব ভাবে ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ জাবিদ খাঁর আগমনে ধ্যান ভাঙ্গল তাঁর। একটু চমকেই গেলেন তিনি।

সন্দেহেব দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন তিনি জাবিদ খানের দিকে। নতুন কোন কৌশল নয়তো?

যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন তিনি,

—এই যে খাঁ সাহেব, বসুন। কি খবর?

একটু কাছে আসলেন জাবিদ খান, ফিস্ ফিস্ করে বললেন,

—প্রয়োজন আছে।

—কার?

—বেগম মহলেব।

বৈজুব পত্র খানা বেব কবে দিলেন জাবিদ খান।

গভীব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলেন কামরুদ্দিন প্রতিটি ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁব মুখে পরিবর্ত্তনের ভাব ফুটে উঠতে লাগল। অবশেষে শেষ করলেন তিনি পত্র পাঠ।

চোখের সামনে থেকে যেন বিরাট এক অন্ধকারের জগৎ দূর হয়ে গেল তাঁর। বললেন,

—সত্যি ?

—সত্যি ।—

আবেগে চেপে ধরলেন জাবিদ খানকে কামরুদ্দিন।

আনন্দে চেপে ধরলেন দুহাতে নিজের বুকে।

মাননীয়া বেগমকে বলবেন, আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী আছি। আন্তরিকভাবে বলেন উজির জাবিদকে।

হাসলেন একটু জাবিদ খানও।

এদিকে দিনে দিনে আমির খানের ঔদ্ধত্য যেন মহোব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল প্রতিপত্তি বৃদ্ধির স সঙ্গে। সম্রাটের অবস্থা এমন হোল যেন তিনি তাঁরই কথায় উঠেন, বসেন।

মুহম্মদ রোহিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কালে আমির খান মনের কথাও গোপন রাখলেন না আর। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, কামরুদ্দিনকে সরিয়ে শীগ্‌গীর তিনিই হবেন উজির।

দরবারে বসেই তিনি সম্রাটকে আদেশাত্মক সুরে পরামর্শ দিতে লাগলেন। প্রতিবাদ করলেন তীব্র কণ্ঠে কামরুদ্দিন, তার পেছনে এখন সমর্থন রয়েছে। কিন্তু বল প্রয়োগের ভয় দেখালেন আমির খান।

জাবিদ খানকেও অপমান করলেন তিনি।

বেগম মহলের উপর বর্ত্তমান থেকে খোজাদের প্রাধান্য খর্ব করে নিজের মনোমত দল গঠনের চেষ্টা করলেন।

দরবারে একদিন এমন ব্যবহার করলেন আমির খান যে সম্রাটের মর্যাদাহানি মতো হয়ে দাঁড়ালেন।

তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন খোঁজা রফ আবজুন খান।

—খাঁ সাহেব, মানুষেব—বিশেষ কবে সম্রাটের মান রেখে কথা বলতে শিখুন, বললেন তিনি।

দেখতে দেখতে এক দৃশ্যেব অবতারণা হোল সেখানে। আমির খাঁ সম্রাটের মুখেব উপর দাঁড়িয়ে তাঁরই ব্যক্তিগত পবিচাবক রফ আফজুনকে বরখাস্ত করবার দাবী জানালেন। বললেন,

—এই মুহূর্তে রফ আফজুনকে বরখাস্ত করা হোক।

রফ আফজুনও প্রতিবাদ করলেন, ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কি অধিকার আপনার আছে ?

আমিব খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আছে, এবং তোমাকে এখুনি অপসারিত করা হবে।

তিনি এমন ভাব করলেন যেন তা না হলে এখুনি সফদর জঙ্গকে দেওয়ানী আম আক্রমন করতে আহ্বান করবেন।

সম্রাট ভয় পেলেন, বরখাস্ত করলেন রফ আবজুনকে। কিন্তু অন্যায়ের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হলেন আমির খান। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল সম্রাট এবং সমস্ত সভাসদদের।

গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন মুহাম্মদ শা স্বয়ং, জাবিদ খান আর রফ আফজুন। ব্যবস্থা হোল পরদিন দেওয়ানী আমে প্রবেশ করবার সময় আমির খানেরই একজন অসন্তুষ্ট ভৃত্যকে দিয়ে হত্যা করান হবে তাঁকে।

সম্রাট কৃত্রিম বিষাদের ভান করলেন। জাবিদ খাঁর মুখেও এক রাশ অন্ধকার নেমে এল ; কিন্তু তা কপট।

দরবার বসল না আর সেদিন।

ওমরাহরা ফিরে গেলেন। হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হতে লাগল।

গোপনকক্ষে ঢুকে বেগমের চিঠি খুলতে লাগলেন জাবিদ খান। বিরাট এক কৌতুহল যেন বার বার তাকে টানতে লাগল। কি আছে ঐ চিঠির মধ্যে যার বিরাট আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন বৈজু বেগম ? পড়তে বারবার বারণ করেছিলেন তাঁকে ?

খুললেন চিঠিখানা জাবিদ খান।

গভীর মনযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন।

জনাব, খাঁ সাহেব, আমির খান,

আমি বেগম মহলেই আছি, এবং সমস্ত কিছুই নিশিদিন গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছি।

মনে করবেন না, নিশ্চেষ্ট এবং নির্বিকার দর্শক আমি। এ সকল ঘটনার মধ্যেও আমার সমস্ত কার্য্যের দ্বারা আপনার স্বার্থকে বরাবর রক্ষা করে চলেছি আমি।

যদি ভাবেন আপনার ব্যক্তিগত প্রভাবের বলেই আপনি আবার দিল্লী আসতে পেরেছেন, তবে তা বাতুলতা ! ব্যাপারটা আসলে আমারই কাজ, কিন্তু আপনার সেই প্রখর বুদ্ধি আপনাকে পরিত্যাগ

করেছে। না হলে নারীর শক্তিকে আপনি অবহেলা করতে শিখেছেন কি করে ?

আপনি ভাবলেন সামরিক শক্তিই বুঝি আপনাকে ক্ষমতায় আসীন করল, তা ভুল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমিই হারেমে বসে এইসব ঘটিয়েছি। আপনি যদি স্থির মস্তিষ্কে অপেক্ষা করেন তবে একদিন উজিরও হবেন।

আপনার উধম বাঈও হারায়নি। কোকিজির সাধ্য কি যে তাকে হরণ করে ? সে বহাল তবিষয়ে জীবিত আছে তবে তার নিজের ইচ্ছাতেই গোপন আছে। একথা জানবে একছত্র সম্রাট আজ উধম বাঈ। আর জানুন, বৈজু বেগম আর কেহই নয়, সম্রাট প্রদত্ত উধম বাঈয়ের নতুন নাম।

যে উধম বাঈ এতটা পারে যে প্রয়োজন হলে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে এটা জেনে রাখবেন এইবুঝে আপনার ভবিষ্যত পন্থা নির্ব্বাচন করবেন।

ইতি—

উধম বাঈ।

গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়লেন জাবিদ খান। একবার দুবার—

শেষে নিজেই কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করলেন।

এ কি স্বপ্ন না সত্য ? কল্পনা বিলাস না বাস্তব ?

চোখ বুঁজে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাকে পর্য্যালোচনা করলেন তিনি এই নতুন পাওয়া চিঠিটার কষ্টি পাথরে। সমস্ত হৃদয়কে আলোড়িত করে সারাটা ঘটনা যেন ঝলসে উঠল তাঁর মানসচক্ষে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হা হা করে প্রাণখোলা অট্টহাসি হেসে উঠলেন তিনি। প্রবল হাসির দমকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগলেন যেন।

সমাপ্ত